পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 28 Saturday, 28 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা ❋ ১২ পৌষ ১৪৩১, শনিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ কংগ্রেস সদর দফতর থেকে শুরু হবে মনমোহন সিংয়ের শেষযাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মরদেহ শনিবার সকাল ৮টায়.কংগ্রেস সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সাধারণ মানুষ এবং কংগ্রেস কর্মীরা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। তারপর কংগ্রেস সদর দফতর থেকে তাঁর শেষ যাত্রা শুরু হবে। এই বিষয়ে জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল। তিনি বলেন, মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টায় দিল্লিতে কংগ্রেস সদর দফতরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে। উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। তিনি এদিন বলেন, দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ঈশ্বর যেন তাঁর বিদেহী আত্মাকে শান্তি প্রদান করেন। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই কঠিন সময়ে শক্তি দেন। উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে বাতিল প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান

নয়া দিল্লি,২৭ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে পূর্ব পরিকল্পিত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ স্বামিত্ব স্কিমের অধীনে ৫০ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণের কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত হন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত গোটা দেশ। শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। সরকারের তরফে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি দফতরগুলিতে অর্ধনমিত রাখা হবে জাতীয় পতাকা। আজ, শুক্রবার বাতিল করা হয়েছে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান-কর্মসূচি। আজ রাজস্থানের যোধপুরে, দুপুর সাড়ে ১২টায় স্বামিত্ব স্কিমের অধীনে ১২টি রাজ্যের ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে সম্পত্তি কার্ড বন্টনের কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তবে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংজিকে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতেই এই অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ সম্পত্তির মালিকদের অধিকারের অফিসিয়াল রেকর্ড প্রদান করা, তাদের ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা করে দেওয়া হয়। এই স্কিম মহিলাদের জমির উপরে আইনি অধিকারও প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, এই স্কিমে উন্মুক্ত জমি চিহ্নিতকরণকে সহজতর করেছে। রাজস্থানের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব আলওয়ার, কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

পার্থর তরফে ইডির বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন এসএসসি-র প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তরফে ইডির বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতির অভিযোগ তোলা হল। শুক্রবার তাঁর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী আদালতে জানিয়েছেন, ইডির ইসিআইআরে (অভিযোগপত্রে) পার্থের নাম নেই। হাই কোর্টের এই নির্দেশেও তাঁর নাম নেই। যে সম্পত্তি বা টাকা পাওয়া গিয়েছে, তা পার্থ কখনও নিজের বলে দাবিও করেননি। এমনকি, দুর্নীতি কোনও নথিতে পাওয়া যায়নি পার্থের স্বাক্ষর। কী ভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এই মামলায়? প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী। আদালতে পার্থবাবু বলেছেন, ২০০১ সাল থেকে তিনি রাজ্যের বিধায়ক। ২০২২ সালে যে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে ইসিআইআর করা

হচ্ছে, তখনও তিনি বিধায়ক ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে তাঁকে অভিযুক্ত করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। যা ইডি নেয়নি বলে অভিযোগ। এ ছাড়াও, আদালতে পার্থবাবু জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি থেকে সরাসরি কোনও টাকা বা সম্পত্তির হিসাব পাওয়া যায়নি। ইডি এই মামলায় পাঁচ জনকে সাক্ষী হিসাবে দেখিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যেও এক জন পার্থকে চেনেন না বলে জানিয়েছেন। পার্থবাবুর দাবি, যে সমস্ত সম্পত্তিকে 'ফসল' হিসাবে দেখানো হচ্ছে, আদৌ প্রাথমিকের দুর্নীতির সঙ্গে সেগুলির যোগ আছে কি না, ইডি তার প্রমাণ দেখাতে পারেনি। ফলে এই মামলা থেকে তাঁর অব্যাহতি পাওয়া উচিত বলে মনে করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে আদালতে। পার্থবাবু জানিয়েছেন, পর্ষদ একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। তা নিজের নিয়মে চলে। শিক্ষামন্ত্রী থাকলেও তাতে পার্থবাবুর কোনও ভূমিকা ছিল না বলে দাবি করেন তাঁর আইনজীবী।

আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিকেও সেমেস্টার, থাকবে ক্রেডিট পয়েন্ট সিস্টেমও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় বড়সড় রদবদল। এবার থেকে প্রাথমিকেও চালু সেমেস্টার পদ্ধতি। ছোট ছোট পড়ুয়াদের উপর থেকে চাপ কমাতে এবং পড়াশোনায় উসাহী করতে চালু হবে ক্রেডিট পয়েন্ট সিস্টেমও। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল। তিনি জানান, প্রাথমিকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হবে সেমেস্টার পদ্ধতি। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রথম সেমেস্টার এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় সেমেস্টার। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ' অ্যান্ড পেপার লেস'। অর্থা খাতায় কলমে কোনও শিশু শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হবে না। সারাবছর ক্লাসে কী করবে সে, তা দেখে মূল্যায়ন করা হবে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের পরীক্ষা দিতে হবে। গৌতম পালের আরও জানান, ২০০৯ রাইট টু এডুকেশন আইন অনুসারে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'নো ডিটেনশন' পলিসি আছে। প্রাক প্রাথমিকে 'ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক' আনা হবে না। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ৮০০ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ১০০০ ঘণ্টা অতিক্রম করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এক একটি সেমেস্টারে ৩৭৬ ঘণ্টা করে ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ৪৬০ ঘণ্টা সেমেস্টারে কাটাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ৬০ ঘণ্টার।এছাড়া নতুন বছরে পড়ুয়াদের জন্য থাকছে 'ক্রেডিট স্কোর'ও। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিকে মোট ৩৭৬ ঘণ্টা ক্লাসের উপর দেওয়া হবে 'ক্রেডিট স্কোর'। সর্বোচ্চ ' স্কোর' ১৩.৫। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বছরে ৪৬০ ঘণ্টা ক্লাসের জন্য সর্বোচ্চ ' স্কোর' ১৬.৫। নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রশ্নপত্র তৈরি করার দায়িত্ব স্কুলের হাতে থাকবে না। প্রাথমিকের প্রশ্নপত্র তৈরি করবে পর্ষদই। গোটা রাজ্যে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। তবে খাতা দেখবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই।

আমার বাড়িতে টাকা কোথা থেকে এল? পাল্টা ইডিকে প্রশ্ন অর্পিতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ইডির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক নতুন ঘটনা সামনে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। সম্প্রতি, ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) কর্তৃক প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার পর অর্পিতা মুখোপাধ্যায় একটি প্রশ্ন তুলেছেন, ' বাড়ি থেকে পাওয়া টাকা কোথা থেকে এসেছিল?'' আদালতে দাঁড়িয়ে অর্পিতার আইনজীবী বলেছেন, ' মক্কেলের বাড়ি থেকে পাওয়া টাকা কে এনেছিল? তদন্তে দেখানো হয়নি, কোথা থেকে সেই নগদ টাকা এসেছিল!'' এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আগে থেকেই উঠে এসেছে। ইডি এবং সিবিআই এই মামলার তদন্তে যে তথ্য পেয়েছে, তা রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে শোরগোল সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে, যার মধ্যে চাকরির বদলে টাকা নেওয়া, বেআইনিভাবে সরকারি দপ্তরের পদ দখল করা এবং সেই সম্পর্কিত টাকার লেনদেনের অভিযোগ ছিল। তার বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও তদন্তের পেশে রয়েছেন। গত বছর, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। তার পর থেকেই তদন্তের সঙ্গে জ.তি সংেদহ আরও গভীর হয়েছে। অর্পিতা এবং পার্থের বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তবে দু'জনেই এ বিষয়ে অস্বীকার করে আসছেন। এবার অর্পিতার আইনি প্রশ্ন সেই দুর্নীতির নেপথ্যের আসল উস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কলকাতার বিচার ভবনে বর্তমানে ৫৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। তবে, ১১ জন অভিযুক্ত ইডির মামলায় অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে, অর্পিতাও এই মামলায় অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির প্রমাণ সঠিক নয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরকম ষড়যন্ত্র চলছে। এমন অবস্থায়, পুরো মামলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে ইডি এই মামলার প্রতিটি কোণায় ঢুঁ মেরে তদন্ত চালাচ্ছে। তবে, অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে তপর, আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের অভিযোগ তুলছে। কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এই ধরনের মামলা রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে নির্বাচনের আগে, যখন রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে। এদিকে, আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে যখন এই ধরনের আবেদন উঠছে, তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে এর প্রভাব প.াবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিচারব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনগুলি এই ধরনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিচ্ছে। এখন দেখার বিষয় হবে, আদালত কিভাবে এই মামলাগুলোর ওপর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তদন্তের গতিপথ কীভাবে এগোয়। সন্দেহের ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছে, কারণ প্রশ্ন উঠছে, দুর্নীতির টাকা আসলে কোথা থেকে এসেছে, এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

পপকর্নেও জিএসটি! এবার কি আলো-বাতাসের উপরও কি কর চাপবে?

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ জীবনবিমা-স্বাস্থ্যবিমার পর জিএসটি বসছে পপকর্নে! ক্ষুব্ধ মানুষের প্রশ্ন, এবার কি আলো-বাতাসের উপরও কর চাপবে? হঠা পপকর্ন নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা কি কোনও জরুরি বিষয় থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা? পণ্যের উপর 'পণ্য পরিষেবা কর' বা জিএসটি নিয়ে বহু দিন থেকে নানা মহলে বিতর্ক চলছে। কর ফাঁকি ঠেকাতে এই ব্যবস্থা চালু হলেও আদতে তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন পণ্যের উপর লাগু হওয়া জিএসটি হার নিয়েও রয়েছে ক্ষোভ। যার সাম্প্রতিক সংযোজন পপকর্ন। অতি নিরীহ, সাদামাঠা, লোকপ্রিয় একটি খাবার। অবসর সময়ে বা সিনেমা হলে বসে হাতে পপকর্নের প্যাকেট নিয়ে মুখ চালায়নি, এমন মানুষ বিরল। সেই পপকর্ন এবার হঠা আম আদমি ও সরকারের টানাপো।নের কেন্দ্রে। কারণ, এর একাধিক স্তরে জিএসটি হার। লেবেলহীন, সাধারণ পপকর্নের উপর ধার্য হয়েছে ৫ জিএসটি। প্যাকেটজাত ও লেবেলযুক্ত ' টু ইট পপকর্ন' খেতে হবে ১২ জিএসটি দিয়ে। আর, ক্যারামেলাইজড পপকর্নের উপর ধার্য হয়েছে ১৮ জিএসটি! যার কারণ সাধারণ মানুষ ও নেটিজেনদের মগজে ঢুকছে না। তা নিয়ে বইছে মিমের বন্যা। ক্ষুব্ধ মানুষের প্রশ্ন, এবার কি আলো-বাতাসের উপরেও কর চাপাবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী? প্রশ্ন ওঠা সংগত। এদিকে সিনেমা হলে প্যাকেটজাত পপকর্ন বিক্রি হয় না ফলে এর উপর ৫ জিএসটি ধার্য

হওয়ার কথা। কিন্তু সিনেমার টিকিটের সঙ্গে পপকর্ন প্যাকেজ হিসাবে নেওয়া হয়, তাহলে তা কম্পোজিট সাপ্লাই। অর্থাৎ, টিকিটের হারেই জিএসটি লাগু হবে। তাই উত্তরপ্রদেশ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকার হঠাৎ পপকর্ন নিয়ে প.ল কেন, সে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। দেশে কি পণ্য কম প.ছে? গত কয়েক মাস ধরেই বিমা শিল্প বেশ সংকটে। কারণ, জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমায় সরকার চড়া হারে পরিষেবা কর চালু করেছে। প্রিমিয়াম দিতে নাজেহাল চাকুরে, প্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষ। এমনকী, সরকারি চাকুরে হয়েও অবস্থা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। অনেকে পলিসি চালাতে না পেরে বন্ধ করে দিচ্ছে। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দু'টি ক্ষেত্রে জিএসটি কমানোর দাবি উঠেছে। বহু রাজনৈতিক দল এ নিয়ে সোচ্চার। কিন্তু কোনও অজানা কারণে বারবার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন? কার স্বার্থে? উত্তর নেই। সাধারণ মানুষের কাছে জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা জরুরি নাকি পপকর্নের প্যাকেট? পপকর্নে জিএসটি বাড়লে সরকারের কত কোটি টাকা বাড়তি আয় হবে? অন্য অনেক পণ্য ও পরিষেবা আছে, যেখানে জিএসটি বাড়ানো যায়। কিন্তু তা না করে হঠাৎ পপকর্ন নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা কি কোনও জরুরি বিষয় থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা? অতীতেও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্কের সময় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ছুটকো ইস্যু নিয়ে আসর গরম করেছে। তাই সন্দেহ হওয়া কি খুব অস্বাভাবিক? সরকারের উচিত, পপকর্ন নিয়ে ছেলেমানুষি ছেড়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও পরিষেবায় জিএসটি কমিয়ে মানুষের দুর্ভোগ কমানো, জিএসটি ফাঁকি রুখতে কার্যকর পদক্ষেপ করা। না হলে প্রশ্ন উঠবেই এবং সরকারকে তার জবাবদিহিও করতে হবে।

ক্রমশ চাপ বাড়ছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের উপর

২৭ ডিসেম্বর ঃ দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে ঘরে-বাইরে ক্রমশ চাপ বাড়ছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের উপর। ক্ষমতায় আশায় পাঁচ মাস হয়ে গেলেও এখনও ভোট নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানাতে পারেনি তারা। কখনও ২০২৫, কখনও আবার ২০২৬-এ ভোট হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। যা নিয়ে বিএনপির মতো রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষোভ বাড়ছে। এবার ইউনুস জানালেন, ঐক্যবিহীন সংস্কার কিংবা সংস্কারবিহীন নির্বাচন সম্ভব নয়। সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একইসঙ্গে চলবে। প্রশ্ন উঠছে, সংস্কারের গোঁ ছেড়ে চাপের মুখে পিছু হঠলেন ইউনুস? গত ৮ আগস্ট ক্ষমতা গ্রহণের পরই রাষ্ট্র সংস্কারের উপর জোর দেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস। নির্বাচন নিয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হলেও তিনি জানিয়েছেন, সংস্কার সম্পন্ন হলেই ভোট হবে। কিন্তু সেই সংস্কার কবে শেষ হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানাতে পারেননি তিনি। এরপর ভোটের দায়িত্ব ঠেলে দেন নব গঠিত নির্বাচন কমিশনের উপর। ঢাকার এক অনুষ্ঠানে ফের নির্বাচন নিয়েই প্রশ্ন করা হয় ইউনুসকে। জবাবে ইউনুস বলেন, নির্বাচনের দায়িত্ব কমিশনের, তারিখ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের সেখানে কিছু করার নেই। তাঁরা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। গণঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধশক্তির অব্যাহত চক্রান্ত আমাদের ঐক্য আরও মজবুত করেছে।এদিন, সংস্কারের মহাযজ্ঞে সবাইকে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানান ইউনুস। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রূপান্তরে পেছনে ফেরার সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশকে সব রকমের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে গভীর অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা আবারও সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করব। এই সংস্কারের ঐক্যমত প্রয়োজন। জানা গিয়েছে, ' সংস্কার, নির্বাচন' নিয়ে এক জাতীয় কর্মসূচি চলবে শনিবার পর্যন্ত। অন্তর্বর্তী সরকারের সাতজন উপদেষ্টা, ২০টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এখানে অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রকাশ হবে ঘোষণাপত্রও। তবে এই অনুষ্ঠানে আওয়ামি লিগের কোনও প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, দিন চারেক আগেই ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

ব্রহ্মপুত্রে 'মেগা ড্যাম' তৈরির ছক চিনের, কী করবে ভারত?

২৭ ডিসেম্বর ঃ নদী বা জলকেই যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ফন্দি আঁটলো চিন। প্রকৃতিকেই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার ছক কষেছে চিন। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পৃথিবীর সব থেকে বড় বাঁধ তৈরি করতে চলেছে বেজিং। ছা.পত্র মিলেছে এই প্রকল্পের। যা চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতের। এই বাঁধটি তৈরি করে ফেললে ব্রহ্মপুত্রের জল নিজেদের ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কমিউনিস্ট দেশটি। এমনটা হলে কখনও বন্যা আবার কখনও খরার কবলে প.াবে অসমের মতো উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্য। তাই গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে নয়াদিল্লির।

চিন অধিকৃত তিব্বত অঞ্চলের উসস্থল থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ইয়ারলাং জ্যাংবো নদী। অরুণাচলে পৌঁছে এর নাম হয়েছে সিয়াং। আর অসমে প্রবেশ করার পরে এই সিয়াংই পরিচিত হয় ব্রহ্মপুত্র নামে এবং এর পর ফের সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তা। জানা গিয়েছে, এই অরুণাচল সীমান্তের কাছাকাছি তিব্বতের মেডগ কাউিঃ টতে ইয়ারলাং জ্যাংবো নদীর উপর বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করেছে বেজিং। এই প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে ১৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চিনের দাবি পৃথিবীর সবথেকে ব। বাঁধ হতে চলেছে এটিই। যা ইতিহাস গ.াবে। হংকংয়ের ' চায়না মর্নিং পোস্ট'সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের আর কোনও প্রকল্পে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

বলে রাখা ভালো, এই বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চিনের বহুদিনের। এর আগেও এনিয়ে বেজিংয়ের বিরোধিতা করেছে ভারত। বাংলাদেশও এই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু চিন বারবার বোঝাতে চেয়েছে এতে অন্য দেশের কোনও সমস্যা হবে না। প্রকৃতির রোষের কথা ভেবে কিছুটা থমকে যায় সেই বাঁধের স্বপ্নপূরণ। তবে এখন তো.ফুঁ.ে উঠেছে বেজিং। যা নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে দিল্লিকে। এর আগেও ব্রহ্মপুত্রের উপরে একাধিক ছোট-বড় বাঁধ নির্মাণ করেছে শি জিংপিনের দেশ। এর আগে চিন জানিয়েছিল, নতুন এই বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই। ইতিহাসে এমন প্রকল্পের উল্লেখ নেই। চিনের জলবিদ্যুৎ শিল্পে এ এক ঐতিহাসিক সময়। এটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উপাদন হলেও পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা, জীবনযাপনের মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। প্রসঙ্গত, নদীর অবস্থানের সুবাদে ভারতের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে চিন। বিশেষ করে তিব্বত অঞ্চল নিজেদের দখলে রাখার পরে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নদীগুলোর উস রয়েছে বেজিংয়ের কবজায়। এর মধ্যে ৪৮ নদীর জলই ভারতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে। নয়া এই জলবিদ্যু প্রকল্পের কারণে স্বভাবতই জল কমে যাবে ব্রহ্মপুত্রের। আবার বর্ষার সময় বাঁধের জল ছা.লে অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বাংলাদেশের একাধিক জায়গা জলের তলায় চলে যেতে পারে।

বস্ত্র মন্ত্রালয়
MINISTRY OF TEXTILES
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি
National Testing Agency
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি
নিফট আইন ২০০৬ দ্বারা পরিচালিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY
A Statutory Institute Governed by the NIFT Act 2006
নিফট
ভর্তি
২০২৫
স্নাতক প্রোগ্রাম
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম
ডক্টরাল প্রোগ্রাম
রেজিস্ট্রেশন খোলা
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
৬ই জানুয়ারী ২০২৫
UG/PG-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা
৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫
অনলাইনে আবেদন করুন
https://nift.ac.in
https://exams.nta.ac.in/NIFT/

পরীক্ষা কেন্দ্র
৭৫+
শহরে প্যান ইন্ডিয়া
CBC 21354/12/0002/2425

হাওড়া শাখায় এবার এক ধাক্কায় ৬০টি লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া শাখায় এবার এক ধাক্কায় ৬০টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া ও লিলুয়া স্টেশনের মাঝে তৈরি হবে দুই লেনের নতুন ওভারব্রিজ। সে কারণেই শনিবার ও ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি বুধবার বেশ কিছু লাইনে পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বহু ট্রেন।পূর্ব রেল জানিয়েছে, ব্যান্ডেল থেকে হাও।াগামী যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে সেগুলি হল ট্রেন নম্বর ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮, ৩৭২২০, ৩৭২২২, ৩৭২৩০, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪৪, ৩৭২৫০, ৩৭২৫৪, ৩৭২৬৪, ৩৭২৮৮। এছাড়াও বাতিল থাকছে ৩৭০৪২, ৩৭০৪৪, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০, ৩৭০৫২, ৩৭০৫৬, ৩৭০৫৮, ৩৭০৬০, ৩৭০৬২, ৩৭০৬৪বেলুড় মঠ থেকে হাওড়াগামী বাতিল থাকছে, ৩৭১১২, ৩৭১১৮ ও হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল জংশন চলাচলকারী বাতিল থাকবে ৩৭২১৫, ৩৭২৩১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২৪৯, ৩৭২৫৩, ৩৭২৫৫, ৩৭২৫৭, ৩৭২৬৩, ৩৭২৬৭, ৩৭২০১, ৩৭২৭১, ৩৭২৭৫, ৩৭২৭৮।৩৭০১২, ৩৭০১৪।৩৭০৪১, ৩৭০৪৩, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯, ৩৭০৫১, ৩৭০৫৫, ৩৭০৫৭, ৩৭০৫৯, ৩৭০৬১, ৩৭০৬৩, ৩৭১১১, ৩৭১১৭, ৩৭০১১, ৩৭০১৩ ট্রেনগুলি।

প্রমাণ করেছেন নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর, আয়তন-ভিত্তিক নয়, শ্রদ্ধা অভিষেকের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।অভিষেক শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, ভারত আজ তার অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ককে হারিয়েছে। ডক্টর মনমোহন সিং-এর সামগ্রিক কীর্তি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খ্যাতিকেও ছা।িয়ে গিয়েছে। তিনি অর্থনৈতিক সংস্কারের একজন স্থপতি ছিলেন। সেটি আমাদের জাতির ভবিষ্যকে নতুন পরিচয় দিয়েছে।ড. সিং শান্তভাবে শক্তির সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রমাণ করেছেন যে নেতৃত্বর পরিচয় দৃষ্টিভঙ্গি, আয়তনের নয়। আমার চিন্তা ও প্রার্থনা তাঁর পরিবারের প্রতি। যাঁরা এই গভীর ক্ষতিতে শোক করছেন আমি তাঁদের সাথে রয়েছি।

সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ পরিষেবা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াঃমেয়র

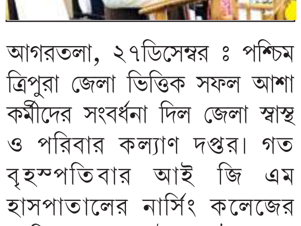

আগরতলা, ২৭ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সফল আশা কর্মীদের সংবর্ধনা দিল জেলা স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। গত বৃহস্পতিবার আই জি এম হাসপাতালের নার্সিং কলেজের সেমিনার হলে এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ জেলা স্বাস্থ দপ্তরের আধিকারিকরা।আশা কর্মীদের কাজের নিরিখে বাছাই করে দেওয়া হয় সংবর্ধনা। এর মূল উদ্দেশ্য তাঁদেরকে কাজে উসাহিত করা। মেয়র তাঁর বক্তব্যে আশা কর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ পরিষেবা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। আর তা করেন আশা কর্মীরা। গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাঁদের বিশেষ অবদান রয়েছে। এদিন জেলার ৫ জন আশা কর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সারা রাজ্যে প্রায় ৯ হাজার আশা কর্মী রয়েছেন বলে জানান মেয়র। জাতি, জনজাতি , সংখ্যালঘু সব অংশ থেকেই আশা কর্মীদের বাছাই করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

মনমোহন সিংহের প্রয়াণে সাত দিন কংগ্রেসের সব কর্মসূচি বাতিল

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রয়াণে সব অধিবেশন, কর্মসূচি বাতিল করল কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন-সহ সমস্ত কর্মসূচি আগামী সাত দিনের জন্য বাতিল করা হযেছে। কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপাল এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দলীয় কর্মসূচি আবার ৩ জানয়ারি থেকে শুরু হবে। শোকের এই আবহে দলীয় পতাকাও অর্ধনমিত থাকবে বলে জানান তিনি।কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সদস্য রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেন, শুক্রবার

কর্ণাটকের বেলগামে কংগ্রেস তার জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান সমাবেশ বাতিল করেছে। প্রয়াত ডঃ মনমোহন সিংয়ের স্মরণে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস শোকসভার আযোজন করবে।উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

শেষ হল বিএসএফ-এর ২০-সদস্যের মহিলা দলের রাফ্টিং অভিযান

ডায়মন্ড হারবার, ২৭ ডিসেম্বরঃ গত মঙ্গলবার শেষ হল সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মহিলা দলের ৫২ দিনের রাফ্টিং অভিযান। গত ৩ নভেম্বর দুই অফিসার এবং ' সাপোর্ট স্টাফ' সহ মহিলা সীমান্ত রক্ষীদের ২০-সদস্যের দল গঙ্গার উসমুখ গঙ্গোত্রী থেকে এই নৌ (রাফ্টিং) অভিযানে বার হয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর ছুঁয়ে এদিন তাঁরা এসে তাঁদের তরী ভে।ান ডায়মন্ড হারবারে।এদিন ডায়মন্ড হারবারে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের অভ্যার্থনা জানান বিএসএফ-এর ডিজি দলজি সিং চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন বাহিনীর অতিরিক্ত ডিজি আইজি (দক্ষিণবঙ্গ) মনিন্দর প্রতাপ সিং, আইজি (প্রশিক্ষণ-সদর) রাজাবাবু সিং-সহ বাহিনীর কিছু পদস্থ আধিকারিক এবং অভিযানের অন্যতম মুখ্য ব্যবস্থাপক পরিচ্ছন্ন গঙ্গার জাতীয় মিশন (এনএমসিজি)-এর আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা।ডিজি মহিলা যাত্রীদের সাহসিকতা ও কীর্তির প্রশংসা করে বলেন, যে বার্তা মানুষের কাছে পাঠানোর চেষ্টা হলো, তার একটা সুদূরপ্রসারি ভূমিকা আছে।সফল অভিযান শেষে অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাতে বর্ণাঢ্য সাজে সেজেছিল ডায়মন্ড হারবারের জেটি। আশপাশে কিছু স্পিডবোটে রাখা ছিল ব। কাঠামোয় বাঁধানো গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার নানা আবেদন। অভিযানের লক্ষ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিচ্ছন্ন গঙ্গার পক্ষে প্রচার করা।পরে বিএসএফ-এর তরফে স্মারক, তাঁদের ব। গ্রুপ ছবি প্রভৃতি দিয়ে এদিন মঞ্চে অভিযাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। পিছনে পর্দায় দেখানো হয় ওই গঙ্গা অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি ও তথ্য। যাত্রাপথকে ৮০ কি মি, ২০২ কি মি, ২৭৪ কি মি, ৪৭৪ কি মি, ৪১০ কি মি ও ৮৮৪ কি মি (মোকামা থেকে গঙ্গাসাগর)- এই ছ'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, কানপুর নগরের জেলা গঙ্গা কমিটির সহযোগিতায় বিএসএফ, এনএমসিজি গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর, কেবল মহিলাদের রাফটিং অভিযান করে। অভিযানের শুভসূচনা করেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল। ছিলেন এনএমসিজি-র মহানির্দেশক রাজীব কুমার মিত্তল।

নৈহাটি উৎসব-২০২৪ সাড়ম্বরে চলছে নৈহাটি মানুষের মন জয় করে

দুরন্ত বার্তা,২৭ ডিসেম্বরঃনৈহাটি উৎসবে শুভ সূচনা ঘটে গেল,শুভ সূচনায় ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অলক রাজোরিয়া, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক সুধাংশুবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক সন দে,বিধায়ক সুবোধ অধিকারি,বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, নৈহাটির পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, কাঁচরাপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান কমল অধিকারী সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। নৈহাটি উৎসবের মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় নানান সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। এছাড়াও নৈহাটি উৎসবের বইমেলা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আবৃত্তিকার পাপড়ি দাস, কবিতা পাঠে সুনাম দাস সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও বইমেলাতে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের স্টল দিয়েছেন ক্ষেত্র গবেষক স্বপন দাস, কবি পান্ডু বিশ্বাস এবং অন্যান্য সংস্থার লিট্‌ল ম্যাগাজিন স্টল। এছাড়াও কলকাতা থেকে বড় বড় বুক স্টল এসেছে এবং হাজার হাজার মানুষ মেলা তলায় সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত ভিড় করে চলেছেন। শীতের প্রহরে নৈহাটি উৎসবের সবটাই ঐতিহ্যের টানের দিকে বয়ে চলেছে।

ফ্রান্সে ২ ইরানি নাগরিকের হত্যাকাণ্ডে দেশটির সরকারের জবাবদিহিতা চায় ইরান

ইরান,২৭ডিসেম্বরঃ ফ্রান্সে দুই ইরানি নাগরিককে হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মানবাধিকার বিষয়ক সদর দপ্তর ফ্রান্স সরকারের জবাবদিহিতা চেয়েছে।ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মানবাধিকার সদর দপ্তর ফ্রান্সে বর্ণবাদী কর্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করে এবং ফ্রান্সে দুই ইরানি নাগরিককে হত্যার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই ইরানি নাগরিককে হত্যার জন্য ফরাসি সরকারকে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে এবং জনমতের কাছে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। পার্সটুডের মতে এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে ফরাসি সরকারকে অবশ্যই এই মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত নথিপত্র এবং প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে এবং আততায়ীর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায়,এ ধরনের ঘটনায় দেশটিত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং ফরাসি বিচার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। সম্প্রতি,ফ্রান্সের ডানকার্কে সন্দেহভাজন বর্ণবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে এক ফরাসি নাগরিক কর্তৃক সশস্ত্র হামলার সময় হামিদ কোরবানি এবং হাদি রোস্তামি নামে দুই ইরানি নাগরিকের মাথায় গুলি করা হলে তারা নিহত হন।নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অস্পষ্ট সম্পর্কের কারণে হামলায় বর্ণবাদী বা এমনকি সন্ত্রাসী উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও ফরাসি কর্তৃপক্ষ এখনও ঘোষণা করেনি যে ইরানি নাগরিকদের হত্যা একটি ফৌজদারি মামলা নাকি এটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসী কাজ। তবে এই ধরনের সশস্ত্র হামলার প্রমাণ ও ঘটনার মাধ্যমে বিদেশীদের প্রতি সেখানে বৈরী পরিবেশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।যদিও ফরাসি কর্তৃপক্ষ এই দেশটিকে গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অভিবাসীদের জন্য যোগ্য স্থান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু বাস্তবে তারা অনেক অভিবাসী যাদের অধিকাংশই কালো বা এশিয়ান তাদের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য আচরণ করা হয় না।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয়ঃবিশিষ্টজনের জীবনাবসান

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কালচক্র অতিক্রম করে চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসান সম্পর্কিত খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি ঃ গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস-সদৃশ রোগে আক্রান্ত হয়ে আইনের পঞ্চম ষাণ্মাষিকের ছাত্রী সুস্মিতা হাজরিকার মৃত্যু। তিনি মঙ্গলদৈয়ের আরেঙ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।গুয়াহাটি, ৯ জানুয়ারিঃ প্রয়াত যশস্বী অসমিয়া সংগীত পরিচালক, বাদ্যযন্ত্রী, সুরকার, গীতিকার, শব্দযন্ত্রী ভূপেন উজির। অসমিয়া সংগীত জগতের অন্যতম নক্ষত্র ভূপেন উজির।আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা কেশব মজুমদারের জীবনাবসান। এদিন ভোর পাঁচটায় প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রয়াত ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ' সম্পাদক তথা প্রবীণ সাংবাদিক পরিতোষ বিশ্বাস। এদিন সকালে রাজধানী আগরতলা শহরে লক্ষ্মীনারায়ণবা।ি রোডে অবস্থিত নিজের বা।িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনি, হৃদরোগ এবং লিভার-সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন।পাথারকান্দি (অসম), ৮ মার্চন্দ প্রয়াত পাথারকান্দির বাসিন্দা বিশিষ্ট নাট্যকর্মী, নারীনেত্রী গীতা দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।ইটানগর, ৯ মার্চ ঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অরুণাচল প্রদেশের বিজেপি বিধায়ক ফসুম খিমহুন। এদিন সকালে ইটানগরের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বিধায়ক ফসুমের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও দুই সন্তান সমেত তাঁর বহু গুণমুগ্ধকে।গুয়াহাটি, ১৩ মে ঃ প্রয়াত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্তা, সমাজ-সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত (ড.) বিরুবালা রাভা। এদিন সকাল ৯ঃ২৩ মিনিটে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী মানবাধিকার কর্মী বিরুবালা। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ প্রয়াত তেজপুরের (অসম) প্রাক্তন সাংসদ, অবসরপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের আধিকারিক ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা। এদিন সকাল ৯ঃ৩০ মিনিটে নয়াদিল্লির ফোর্টিস এসকর্টস হার্ট ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গেছেন পত্নী ছায়া হাজরিকা সহ দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং বহু আত্মীয় পরিজন।গুয়াহাটি, ১৭ মে ঃ চলে গেলেন অসমের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তথা রাজ্যের আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি থানেশ্বর বড়ো। এদিন সকাল ৭.০৮ মিনিটে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রঙিয়ার তিনবারের বিধায়ক থানেশ্বর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রেখে গেছেন একমাত্র কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ।শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। এদিন ভোর পাঁচটায় শিলচর শহরের হাসপাতাল রোডের অরুণকুমার চন্দ্রলেনের ভাড়াটে বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী শিখা ভট্টাচার্য, একমাত্র কন্যা শিল্পী ভট্টাচার্য, নাতনি সৃষ্টি কুমার, জামাতা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের।গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বরঃ প্রয়াত প্রথিতযশা অসমিয়া 'গণশিল্পী' সূর্য দাস। এদিন সকাল প্রায় আটটা নাগাদ মরিগাঁও অসামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অসমিয়া সংগীত জগতের বিশিষ্ট শিল্পী সূর্য দাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ চলে গেছেন প্রখ্যাত অসমিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার ভাস্করজ্যোতি দাস। মাত্র ৫১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভাস্করজ্যোতি। বহুদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।

রাঢ় বাংলার অন্যতম টেরাকোটার নিদর্শন মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃভারতের হাজার বছর ধরে রাজতন্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া একমাত্র হিন্দু রাজাদের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে রয়েছে জোড় বাংলা মন্দির। জোড় বাংলা বিষ্ণুপুর শহরের একটি কৃষ্ণ মন্দির। অতীতে , এই মন্দির হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ কে কেষ্ট রায় রূপে পূজা করা হত। বর্তমানে জোড় বাংলা মন্দির বাংলার সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির।আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে জোড় বাংলা মন্দির তৈরি করা হয়। দুটো একচালা ঘর যোগ করে দিলে যে রকম হয় ,জোড় বাংলা মন্দির সেইরকম। বাংলার আদি বাড়ির ছাঁচে মন্দির। বাংলার চালার আদলেই গড়ে উঠেছে মন্দিরটির চূড়া। মন্দিরটি একটি পাথরের মঞ্চের উপর নির্মিত।বিষ্ণুপুর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদি মল্ল। তখন মল্ল রাজাদের রাজধানী ছিল কোতুলপুরের কাছে লাউগ্রাম। তাঁর ছেলে জয় মল্ল রাজা হয়ে জয়পুর থেকে আট মাইল দূরে পদমপুর দুর্গ আক্রমণ করে জয় করেন। পরে সেখানে রাজপাট শুরু হয়। এর কিছুকাল পরে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হয়। প্রায় ৮৭০ বছর পর মল্ল রাজ বীর হাম্বীর ১৮৫৬ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক।কথিত রয়েছে, বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবন থেকে গৌড় যাওয়ার পথে বীর হাম্বীর এর হাতে আক্রান্ত হন। কিন্তু শ্রীনিবাসের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন ।সেই থেকে বিষ্ণুপুরের আরেক নাম হয়ে ওঠে গুপ্ত বৃন্দাবন। ঠিক তখন থেকে বিষ্ণুপুর জুড়ে একের পর এক তৈরি হয় রাধা কৃষ্ণের মন্দির।এরপর বীর হাম্বীর ছেলে রঘুনাথ সিংহ মল্লভূমের রাজ সিংহাসনে বসেন। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ দরবারের কাছে পোড়ামাটির কারুকার্য করা জোড় বাংলা মন্দিরটি তৈরি করেন । তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬২৬ থেকে ১৬৫৬ সাল। জোড় বাংলা স্থাপত্যের বিশেষত্ব অনুযায়ী পাশাপাশি বাংলার দোচালা বাড়ির আদলে বিরাট দুটি মন্দিরকে জুড়ে রয়েছে একটি মাত্র শিখর। তার উপরে রয়েছে চার চালা বিশিষ্ট একটি চূড়া। ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য এর কারিগরি।জোড় বাংলা মন্দিরে পোড়া মাটির বা টেরাকোটার কারুকার্যময় যে নিদর্শন এখনও রয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্য। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে টেরাকোটার প্লেটের উপর তৈরি কৃষ্ণ লীলা কাহিনী। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রয়েছে রামকথা। জোড় বাংলা মন্দিরের গায়ে রয়েছে পর্তুগিজ যুদ্ধ থেকে মুঘল সামন্তদের আভিজাত্য ও বিলাসব্যসনের নানা ছবি। এছাড়া রয়েছে খোল - করতাল- সহ কীর্তনীয়াদের দৃশ্য।

''তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল প্রশ্নাতীত'', মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জির আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে স্তম্ভিত এবং দু ঃখিত। আমি তাঁর সাথে কাজ করেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল প্রশ্নাতীত, এবং দেশে তিনি যে আর্থিক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তার গভীরতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।দেশ তার নেতৃত্ব হারাবে, আমি তাঁর স্নেহ থকে বঞ্চিত হব। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয়ঃশান্তিচুক্তি এবং উগ্রপন্থীদের সমাজের মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তন

বিশেষপ্রতিবেদনঃগুয়াহাটি, ২৭ জানুয়ারি ঃ বিষয় শান্তিচুক্তি এবং উগ্রপন্থীদের সমাজের মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তনের কয়ে টি খবর।মন (নাগাল্যান্ড), ৭ জানুয়ারি ঃ আসাম রাইফেলসের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সক্রিয় চার ক্যাডারের।আগরতলা, ৭ জানুয়ারিঃ ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত চাউমানু এলাকায় বর্ডার আউট পোস্টে বিএসএফ-এর কাছে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা-বিএম (এনএলএফটি-বিএম)-এর এক উগ্রপন্থীর আত্মসমর্পণ।আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ ত্রিপুরা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ জঙ্গি সংগঠন ' লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা' (এনএলএফটি)-র পিডি গ্রুপের পাঁচ ক্যাডার নেতাজয় রিয়াং (৩৩), মহেন্দ্র রিয়াং (৩৬), সুকুমার রিয়াং (২৭), কিরণজি রিয়াং (২০) এবং বিষ্ণুরাম রিয়াং ২৬)-এর।নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় ও ত্রিপুরা সরকার এবং দুটি জঙ্গি গোষ্ঠী ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৭টি বিভাগে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের অধিকারী, ১৭ জন শিশুকে 'পিএম রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার' প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃশিল্প ও সংস্কৃতি, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ ৭টি বিভাগে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের অধিকারী ১৭ জন শিশুকে 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার' প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবনে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান।১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসা শিশুরা শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা, খেলাধুলা এবং পরিবেশে নিজেদের কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরী একটি পদক, একটি সার্টিফিকেট এবং একটি উদ্ধৃতি পুস্তিকা পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বীর বাল দিবসে সাহেবজাদাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শিয়ালদহ ডিভিশনে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বন্ধ শনি ও রবিবার

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বর্ষশেষে ভোগান্তি শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীদের। পরিকাঠামোর কাজের জন্য আপাতত দৈনিক বন্ধ থাকছে একাধিক লোকাল ট্রেন হাও।া ডিভিশনে। এবার শিয়ালদহ ডিভিশনেও সেই লোকাল ট্রেন শনি ও রবিবার বন্ধ থাকতে চলেছে। রেল সূত্রে খবর, এই কাজের কারণে প্রভাব প।বে হাবরা, বনগাঁ, হাসনাবাদ, ডানকুনি সেকশনে।শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাকে কাজ হবে সে কারণেই শনি ও রবিবার বাতিল থাকবে বেশ কিছু ট্রেন। ২৮ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে শিয়ালদহ-ডানকুনিঃআপ ৩২২৪৯ ডাউন ৩২২৫২। ২৯ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে- শিয়ালদহ-বনগাঃআপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩ ডাউন ৩৩৮২০, ৩৩৮২২, শিয়ালদহ -হাবরঃ আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪, শিয়ালদহ - হাসনাবাদঃআপ ৩৩৫১৩ ডাউন ৩৩৫১৪, শিয়ালদহ - ডানকুনিঃআপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯ ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০।

ধুবড়ির বিলাসীপাড়া থেকে গ্রেফতার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ' প্রঘাত'-এর বলে ধুবড়ি জেলায় অভিযান চালিয়ে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর ইসলামকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়া মহকুমাধীন বান্ধবগাঁওয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন এসটিএফ-র আধিকারিকরা। ওই অভিযানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর সাহিনুরের বসতঘর থেকে পুলিশ ' শীর্ষক ৮২৯ পৃষ্ঠার উর্দু বই, ৪৭ পৃষ্ঠার হাতে লেখা বই 'মোস্ট ওয়াহিদ', একটি আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, একটি মোবাইল ফোন, অন্যান্য নথি সহ বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

প্রতিটি পঞ্চায়েতে সমবায় কোনও না কোনও রূপে কাজ করা উচিতঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃকেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ গত বুধবার নতুন দিল্লিতে ১০ হাজার নতুন প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। সমবায়ের জাতীয় সম্মেলনে নবগঠিত সমবায় সমিতিগুলিকে নিবন্ধিত শংসাপত্ররূপে কিষান ক্রেডিট কার্ড এবং মাইক্রো এটিএম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েতগুলিতে সহজে ক্রেডিট পরিষেবা প্রদান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উন্নত করার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থাপনা। এর ফলে গ্রামের মানুষ যেমন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, তেমনই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও তারা অংশ নিতে পারবেন।অমিত শাহ এদিন বলেছেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে সমবায় কোনও না কোনও রূপে কাজ করা উচিত এবং যদি কেউ আমাদের দেশের ত্রি-স্তরীয় সমবায় কাঠামোকে সর্বাধিক শক্তি দিতে পারেন, তবে এটি আমাদের প্রাথমিক সমবায় সমিতি হতে পারে এবং তাই আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ২ লক্ষ পিএসিএস গঠন করা হবে...আমরা

সংরক্ষণ ইস্যুতে বিক্ষোভে যোগ দিলেন ইলতিজা, বললেন রাজনীতি করতে আসিনি

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর ঃপিডিপি নেতা ইলতিজা মুফতি সোমবার সংরক্ষণ ইস্যুতে শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ইলতিজা মুফতি বলেছেন, আমরা এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং রাজ্যের মর্যাদা নিয়েই রাজনীতি হচ্ছে, কিন্তু যুবকদের নিয়ে কেউ কথা বলছেন না। তাদের মৌলিক দাবি রয়েছে - যেমন সংরক্ষণ করা উচিত ন্যায়সঙ্গত এবং বৈষম্যমূলক নয়। আমরা আশা করছি, সরকার বিশাল জনাদেশ নিয়ে এবং একটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে যে তারা সংরক্ষণের যৌক্তিকতা করবে - আমরা আশা করি এনসি সরকার সময়সীমার মধ্যে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

আবহাওয়া

বড়দিনেও জমজমাট শীত উপভোগ করতে পারল না মহানগরী। তাপমাত্রা এদিনও স্বাভাবিকের ওপরেই। উত্তুরে হাওয়া বাধা পাচ্ছে বলে ডিসেম্বরেও জাঁকিয়ে পড়ছে না শীত। ।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি। আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে কিছু জেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে, সতর্কতার মতো পরিস্থিতি নেই। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৭ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৭ পোইনু, আসামঃ১১ পুহ, মুসলিমঃ২৫-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৭ঃ২৯ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৭ঃ৩৮।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৫ঃ৫৯(২৭) এবং অস্তঃদুপুর ০২ঃ৩৬ঃ৫২(২৮)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ১১ঃ১৬ দং ৪৭১৩১৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃসকালঃ০৬ঃ১৭-সকালঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্তনক্ষত্রঃবিশাখা রাত্রিঃ০৭ঃ৫৪ঃ০৫ দং ৩৪১১৭.৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধাকরণঃকৌলব দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ৪২ দং ১৫২৫০ পর্যন্ত পরে তৈতিল শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ১১ঃ১৬ দং ৪৭১৩১৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃ ধৃতি রাত্রিঃ১০ঃ৪০ঃ৪৭ দং ৪০৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে শূলঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৭ঃ৩৪ থেকে - ০৭ঃ০০ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪২ঃ৫৬ থেকে - ০৯ঃ০৫ঃ৮ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৮ঃ৫৯ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩২ঃ২৩ থেকে - ০৪ঃ৫৭ঃ৪৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৫১ঃ০৩ থেকে - ০৯ঃ২৪ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ১৯ থেকে - ০৩ঃ৩৭ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩০ঃ৫৬ থেকে - ০৬ঃ১৭ঃ৩৪ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৮ঃ২৫ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ০৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ৪৪ঃ২৩ থেকে - ০৭ঃ৩৭ঃ৪২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ৫৭ঃ৩৭ থেকে - ১০ঃ১৭ঃ৩৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃ দিন ১০ঃ১৭ঃ৩৮ থেকে - ১১ঃ৩৭ঃ৩৯ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ১৭ঃ৪২ থেকে - ০৯ঃ৫৭ঃ৪০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ৮১২১১১৬ (১৯) ৪ পদচন্দ্রঃ ৭৭৫৮৮ (১৭) ২ পদমঙ্গলঃ ৩৯৯২৬ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৮৫২২৯ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২০২৫৪৪ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯২৮৮১ (২৩) ২ পদশনিঃ১০১৬৫৬৪২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৪৭৪২ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৪৭৪২ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৩৩ঃ৫২ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ২০ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৫৪ঃ১০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ২৫ঃ১৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ০৫ঃ৪৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ১৭ঃ৩১ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩৩ঃ১৩ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৪৪ঃ৩৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৪ঃ৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ৪০ পর্যন্ত।

পৌষমেলায় পাশাপাশি বিজেপি ও তৃণমূল স্টল

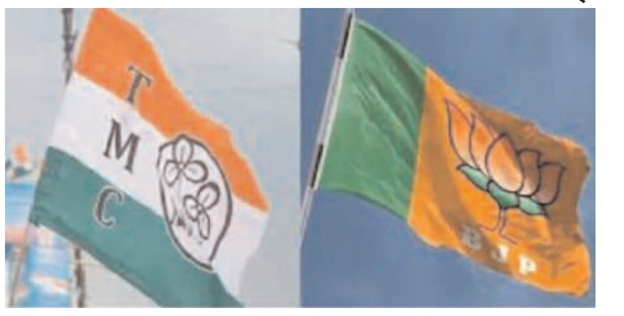

শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বরঃ সংসারে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে। তেমনি রাজনীতির ময়দানেও। তাবলে পৌষের মেলায় পাশাপাশি স্টল হবে না, তা কি কখনও হয়! হোক না পাশাপাশি! সব রাজনৈতিক দলই তো পৌষমেলাকে বেছে নেয় জনসংযোগের কাজে। চব্বিশের পৌষমেলায় উত্তর দিকে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্টল পাশাপাশি সহবস্থানে আছে। বিজেপির স্টলে বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ মণ্ডলের ছবি এবং পাশেই তৃণমূল কংগ্রেসের স্টলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নীচে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ছবি জ্বল জ্বল করছে। সোমবার স্বয়ং অনুব্রত মণ্ডল স্টলে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের স্টলের উল্টো দিকে অর্থাৎ উত্তর মুখী জাতীয় কংগ্রেসের স্টল যেন ওই দুটো পাশাপাশি স্টলের দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। আর যেন কিছু বলতে চাইছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রসিদ কংগ্রেসের স্টলটি উদ্বোধন করেন। তিনি টিপ্পনি কেটে বলেন, বলেছিলাম না, ওরা আসলে একটাই দল বিজেমূল! একই রা যেন জোট সঙ্গী সিপিএমের স্টলের। সিপিএমের স্টলের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ অবশ্য রসিকতা করে বলেন, উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। সেদিক থেকে এস ইউ সি আই দলের স্টল একটু বেশিই তফাতে। বিজেপি তৃণমূলের পিছনে একদম আলাদা সারণিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অবশ্য কোনো সেন্স অফ হিউমারের ঝলক উছলে আসে নি। দলের তরফে বলা হয়, দলের তরফে স্টলের জন্য আবেদন করা হয়। এখানে কে কারঠ পাশে স্টল পাবে। এটা জানা সম্ভব নয়। যাই হোক এ নিয়ে পৌষমেলায় আগত মানুষের কৌতুকের শেষ নেই। কৌতূহলও কম নেই। বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ জানালেন, মেলায় তাদের সদস্যপদ গ্রহণের অভিযান চলছে। জানা গেছে, অন্যান্য দলগুলো এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। নিজেদের পুস্তিকা ও সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে চলছে জনসংযোগের কাজ।

পাঁচ সদস্য পঞ্চায়েতে আসেন না বলে অভিযোগ, মাইকে প্রচার করছেন পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা

বনস্পতি দে, গোঘাট হুগলি,২৭ ডিসেম্বরঃ পাঁচ সদস্য পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না বলে অভিযোগ। তাই তাঁদের এলাকায় কোনও রকম উন্নয়নমূলক কাজ করা যাচ্ছে না বলে মাইকে প্রচার করছেন পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা। গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। কিন্তু এ ভাবে পঞ্চায়েত থেকে মাইকে প্রচার করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে ওই পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, তাঁরা পঞ্চায়েত অফিসে গেলেও তাঁদের কোনও কাজে ডাকা হয় না। তাঁদের সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনাও করা হয় না। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এল গোঘাটে।

অভিযোগ, গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন ও অন্য সাধারণ মিটিংয়ে পাঁচ সদস্য হাজির হচ্ছিলেন না। তাই ওই পঞ্চায়েতের প্রধান ও তাঁর অনুগামীরা মাইকে প্রচার করেন। তাঁরা গ্রামের মানুষের উদ্দেশে বলেন, 'এলাকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজ না হলে দায়ী এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যরা। তাঁরা কোনও মিটিংয়েই যোগ দিচ্ছেন না। এরপর এই এলাকার মানুষের পঞ্চায়েতের শংসাপত্র পেতে অসুবিধায় পড়তে হবে।' পাল্টা পাঁচ সদস্যের অভিযোগ, মিটিংয়ে গিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাঁদের কোনও কথা শোনা হয় না। প্রধান আল্পনা রায় এলাকার অঞ্চল সভাপতি সদরুজ্জারের মদতে নিজেদের মতো করে পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতে একটি মিটিং হওয়ার কথা ছিল। মাইকে প্রচারের সময়ে বলা হয়েছিল যদি ওই মিটিংয়ে পাঁচ জন হাজির না হয় তা হলে এলাকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় শংসাপত্রও আটকে দেওয়া হবে। কিন্তু সদস্যদের দাবি, এ দিন কোনও মিটিং ডাকাই হয়নি। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, 'এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করছে। এ দিকে, এলাকার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। আসলে সর্বত্র কাটমানি নিয়ে সমস্যা।' পঞ্চায়েত প্রধান আল্পনা রায় বলেন, 'কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। কিছু সমস্যা হয়েছিল। ওঁদের আহ্বান করা হয়েছে। মাইকে প্রচার করে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।'

এমএলএ হোস্টেলের সুপারকে তদন্ত করে রির্পোট জমা দেওয়ার নির্দেশ

কলকতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতার এমএলএ হোস্টেলের সুপারকে তদন্ত করে রির্পোট জমা দিতে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার অধ্যক্ষ সাংবাদিকদের জানান একই সঙ্গে পুলিশের কাছ থেকেও এব্যপারে তিনি তথ্য চেয়েছেন । তিনি জানান, বিজেপি বিধায়কের সুপারিশে অভিযুক্তদের হস্টেলের ঘর দেওয়া হয়েছে বলে বিধানসভার নথিতে উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও জানান, বিধানসবার নিরাপত্তা নিয়ে কখনো আপস করা হয়না। কিন্তু কোনও বিধায়ক কাকে সুপারিশ করছেন সেটা জানা যায়না। তবে কেউ যদি এমএলএ হস্টেলের ঘর অসৎ উদ্দেশে ব্যবহার করে তবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কালনা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ফোন করে টাকা চাওয়ার ঘটনায় কলকাতার এমএলএ হস্টেল থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবিরব ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ২৭ ডিসেম্বরঃ ক্রমশ বাড়ছে রক্তের চাহিদা। বিশেষ করে রক্তশূণ্যতা, অসহায় মুমূর্ষ রোগী এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা বিপাকে পড়ছেন। রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে পরিবার পরিজনেরাও। অসহায় মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের যোগানে যাতে ঘাটতি না হয়, তার উদ্যোগ নিল শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সকাল থেকে শুরু হয় রক্তদান শিবির। লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় প্রায় ২০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, ছিলেন শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা মাইতি, উপপ্রধান দেবাশীষ দাস, পঞ্চায়েত সভাপতি পলাশ জানা, গোপাল জানা, দেবব্রত ঘোষ, স্বদেশ রঞ্জন গায়েন, দেবকুমার মন্ডল, পলাশ দাস, পঙ্কজ মাইতি ও সনজিৎ সামন্ত সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক বাবু বলেন, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষের স্বার্থে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও অভিভাবিকা সবাইকে নিয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ তিনটে কাজ করেছে। ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের কে নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে শিক্ষকদের হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার জন্য কিছু সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রক্তদান শিবির। ২ টো থেকে খুব সুন্দরভাবে গ্রাম সভাও সম্পূর্ণ করেছে।

অন্যদিকে অখিলেশ বারুই বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর প্রয়ানে আজ সারাদেশে শোক দিবস পালিত হচ্ছে। শোকের পরিপেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জল-ই জীবন, জল অপচয় না করে কিভাবে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা করার একটা বার্তা আজ বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে।

এছাড়া এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামটি সফল হয়েছি। এবং প্রত্যেক মানুষজনও খুব খুশি। আমরা বিভিন্নভাবে সামাজিক মূলক কাজ করে চলেছি সম্প্রতি দশ মাইল বাজারে আমরা একটা জলের এটিএম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিটি টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি। আজ এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ ব্যাক্তি উড়িষ্যা থেকে উদ্ধার

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি, ২৭ ডিসেম্বরঃ পুলিশ চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি আটকানোর সাথে হিংসা অশান্তি থামানোর কাজই শুধু করেন না পুলিশ সামাজিক কাজেও যে অত্যন্ত তৎপর হরিপাল থানার পুলিশ নিখোঁজ এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তার প্রমাণ করলো। জানা গেছে গত বারই ডিসেম্বর হরিপাল থানার খামারচন্ডী গ্রামের ৬৩ বছরের বৃদ্ধ তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যান। তার ছেলে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় হরিপাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলামের নির্দেশে এস আই অমলেন্দু মাজিলার তৎপরতায় উড়িষ্যার ভদ্রক জেলার একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ তাপস বাবুকে উদ্ধার করে তার ছেলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে তার পুত্র অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন পুলিশের এই কাজে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত, তিনি জানান তার পিতা স্মৃতিভ্রম জনিত অসুখে ভুগছেন হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর তিনি পুলিশ মারফত খবর পান উড়িষ্যার ওই গ্রামে নির্মল দাস নামে এক সমাজসেবী ব্যক্তির বাড়িতে তিনি রয়েছেন। নির্মলবাবুই তার সেবা সুশ্রূষা করেন। পুলিশের তৎপরতায় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ছেলে অর্ণব বাবাকে ফিরে পেয়ে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত। তিনি পুলিশের এই ভূমিকার তারিফ করেন তিনি বলেন পুলিশ সব সময় মানুষের সেবা করে চলেছে, যারা পুলিশ কাজ করে না বলে মন্তব্য করেন তাদের প্রতি অর্ণবের বার্তা আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন পুলিশ অবশ্যই আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

কোলকাতা গ্লোবাল হাটের শুভ উদ্বোধন

কলকতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ কোলকাতা গ্লোবাল হাটের শুভ উদ্বোধন হলো। হাওড়ার অঙ্কুরহাটি চেকপোস্ট সংলগ্ন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নতুন এই হাটের শুক্রবার শুভ উদ্বোধন হয়। হাটের শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ, সাঁকরাইলের বিধায়িকা প্রিয়া পাল সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে, এখানে পাইকারি এবং খুচরো সমস্ত দ্রব্যই মিলবে। তিরিশ টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা মূল্যের সামগ্রী পাওয়া যাবে এখানে। ক্রেতাদের জন্য থাকছে কেনাকাটায় সপ্তাহে পুরস্কার জেতার সুযোগ। প্রতি শুক্রবার এই হাট আপাতত খোলা থাকবে বলে জানা গেছে।

কেনার আগে সতর্ক হোন, তিনদিনের ক্রেতা সুরক্ষা মেলায় ক্রেতাদের কাছে আহ্বান

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিভাগের উদ্যোগে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিনদিনের মেলা শুরু হয়েছে। ৯৭ টি স্টল যোগদান করেছে। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজক উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ। প্রতিবারের মতো এবার ক্রেতা সুরক্ষা মেলার সমাপ্তি শনিবার। মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রী ও বিধায়ক, পুরপিতা ও পুরমাতা এবং বিশিষ্টদের উত্তরীয় ও গাছের চারা দিয়ে উপভোক্তা বিভাগের মহিলা সদস্যরা সম্মাননা জানায়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন বিভাগীয় প্রধান সচিব নীলম মিনা জানিয়েছেন - যে কোনও কিছু কেনার সময়েই বঞ্চিত হচ্ছে কিনা গ্রাহকদের দেখে ও বুঝে নিতে হবে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ক্রেতাসুরক্ষা বিভাগের তরফ থেকে সচেতন করা হয়, এতদসত্ত্বেও বঞ্চিতরা জেলাস্তরে বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে তৎক্ষণাৎ গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আবেদন জানাতেই পরামর্শ। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেছেন, ক্রেতাদের সচেতন হতে হবে। যে কোনও জিনিস কেনার সময় প্রাপ্ত রসিদ নিয়েই আবেদন জানাতে হবে বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে।

আউরাইয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের

আউরাইয়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দিল্লি-হাওড়া রেল রুটের কাঞ্চৌসি ওয়েস্টার্ন কেবিনের কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা গেছে, শুক্রবার কাঞ্চৌসি পশ্চিম কেবিনের কাছে রেললাইনে এক যুবকের মৃতদেহ পরে রয়েছে বলে থানা পুলিশ খবর পায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহ শনাক্ত করে। মৃতের পরিচয়পত্র থেকে পাওয়া নথির ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনার কথা জানায়। এক আধিকারিক জানান, মৃত ব্যাক্তির নাম গৌরব (২৪) তিনি কানপুর দেহাতের সিকান্দ্রার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তিনি দিল্লিতে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লি থেকে ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন,সে সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্ত করা হয়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই যুবক ট্রেনের গেটে বসে থাকতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

পুলিশের কাছে রিপোর্ট লেখাতেই দু ঘন্টার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ফিরে পেলেন গবেষক

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর হুগলি, ২৭ ডিসেম্বরঃ দিল্লি থেকে ফিরছিলেন তারকেশ্বরে, পেশায় তিনি অধ্যাপিকা গবেষক। দমদম বিমানবন্দর থেকে তারকেশ্বর ফেরার পথে বাসে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপরই ঘটেছিল অঘটন! না কোনও চুরি ডাকাতি নয়, বরং যা ঘটেছিল তা টের অধ্যাপিকা পেয়েছিলেন ২৪ ঘন্টা পর। টের পাওয়া মাত্রই তিনি চলে আসেন তারকেশ্বর থানায়। অবশেষে পুলিশই করে তার সমাধান। ঘটনাক্রম ছিল কিছুটা এরকম- অধ্যাপিকা কথাকলি মণ্ডল নয়ডা থেকে তারকেশ্বর আসার জন্য দিল্লি হয়ে কলকাতা এয়ারপোর্টে নামেন। সেখান থেকে হাওড়া স্টেশন, হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে তারকেশ্বর নেমে, তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ তারকেশ্বর বাস ধরে নাবেন চাপাডাঙ্গায়। এত বড় জার্নির মধ্যে বাসে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।সঙ্গে ছিল তার একটি ব্যাগ, যার মধ্যে ছিল তার যাবতীয় নথি থেকে মূল্যবান ল্যাপটপ পর্যন্ত। সেই ব্যাগটিকে বাসের বাঙ্কারে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং নিজের গন্তব্যস্থল আসলে ব্যাগের কথা ভুলে গিয়ে নেমে পড়েন বাস থেকে। পরের দিন সকালে যখন তিনি কাজে বসতে যান তখন মনে পড়ে তার কাছে একটি ব্যাগ ছিল, যা তিনি বসে ভুলে চলে এসেছেন। এ বিষয়ে গবেষক কথাকলি মণ্ডল তিনি জানান, তিনি যখন বুঝতে পারেন তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি খোয়া গেছে, ততক্ষণে ২৪ ঘন্টা অতিক্রম করতে চলেছে। তিনি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন যে নিজের ব্যাগ আবার ফেরত পাবেন। তারকেশ্বর থানার দ্বারস্থ হন তিনি। পুলিশের কাছে রিপোর্ট লেখাতেই মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে তার হাতে পৌঁছে যায় তার হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে ছিল তার ল্যাপটপ পাসপোর্ট ও অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত দরকারি নথি। সমস্ত জিনিস অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে অধ্যাপিকা ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশকে।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন পাথর প্রতিমার এক ছাত্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,পাথর প্রতিমা,২৭ ডিসেম্বরঃ প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল সুন্দরবনের চতুর্থ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্র। পড়াশোনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত ব্লককে পিছনে ফেলে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে সবার মনে জায়গা করে নিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথর প্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ শিবগঞ্জের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র। এই ছাত্রের গর্বে গর্বিতপাথরপ্রতিমা এলাকার মানুষ। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে। করোনার জন্য দুবছর বন্ধ থাকায় ৩০ তম বছর ২০২৪- এ রাজ্যের ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩২৮ জন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তারমধ্যে পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ শিবগঞ্জ রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ এফ পি স্কুলের ছাত্র অর্ঘ্যদীপ আদক ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩৯৭ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে প্রথম স্থান অধিকারে রয়েছে আরো দুজন তাদের নাম্বারও একি। রিদ্ধিমান দে কোচবিহার, স্বপ্নদ্বীপ মন্ডল পূর্ব মেদিনীপুর। তবে সুন্দরবনের এক গ্রাম্য এলাকার ছেলে অর্ঘ্যদীপের এইনাম্বারে খুশি এলাকার মানুষ,শুক্রবার সকাল হতেই মার্কশিট পৌঁছে যায় বাড়িতে। এই সম্মানে সম্মানিত হবার পর ছেলেকে কাছে পেয়ে মিষ্টি খাইয়ে, তাকে আদর আশীর্বাদ করে বাড়ির বিভিন্ন লোকজন। খবর পেয়ে এলাকার মানুষজন মিষ্টি ফুল নিয়ে দেখা করতে আসে অর্ঘ্যদীপের সঙ্গে। তবে তিন নং কম পেয়ে আশাহত অর্ঘ্যদীপ। তাঁর দাবি এই তিন নং কম পাওয়ার কথা আমার ছিল না। তবে আগামী দিনে তাঁর এই লড়াই জারি থাকবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

কেন্দুলি, ২৭ ডিসেম্বরঃ বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব - কেন্দুলিস্থিত শুক্রবার রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী গৌরানন্দজীর স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১৫ তারিখ ১০১ বছর বয়সে কলকাতা বরানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সংঘপতি তথা বীরভূমের জয়দেব শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী গৌরানন্দ মহারাজের দেহ লীন হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর, সোমবার রাত ৩.২৫ মিনিটে বীরভূমের জয়দেব আশ্রমে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। এদিন ১৩ দিনের মাথায় সংঘপতি স্বামী গৌরানন্দজীর প্রতি স্মরণ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান নিবেদিত হয় জয়দেব রামকৃষ্ণ আশ্রমে। দূরদূরান্ত থেকে দুই শতাধিক সাধু সন্ন্যাসী সেইসঙ্গে কয়েক হাজার ভক্ত এবং শিষ্য ও পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে।

ইন্টারন্যাশানাল বুক অফ রেকর্ডে নাম তুললো সুন্দরবনের কোয়েল

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৭ ডিসেম্বরঃ ফিঙ্গারপ্রিন্টের সমান গণেশ বানিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডে নাম তুললো সুন্দরবনের কোয়েল। ফিঙ্গার প্রিন্টের সমান সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি এঁকে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডে নাম তুললো সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার কোয়েল পুরকাইত। কোয়েল পুরকাইতের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এলাকায়। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ১.৭ ১.৩ সেমি গণেশ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কোয়েল। প্রায় দু মাস আগে ফিঙ্গারপ্রিন্টের ওপর গণেশ বানিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডের জন্য নিজের নাম পাঠিয়েছিল কোয়েল। এরপর দু মাস পর তাঁর হাতে এলো ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডের সার্টিফিকেট এবং মেডেল। মেয়েদের কৃতিত্বে আনন্দিত কোয়েলের মা ও বাবা। কোয়েল বর্তমানে ইনস্টিটউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কোয়েলের বাড়ি দঃ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের সুভাষ নগর দাসপাড়া এলাকায়। কোয়েল ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ওপর বিশেষ পারদর্শী ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই ছবি আঁকতো কোয়েল। ২০২৩ সালেও ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছিল কোয়েল। এবার কোয়েলের ঝুলিতে এলো ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড। কোয়েলের লক্ষ্য গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলা।

বারুইপুর শহরে যানজট কমাতে এবার এগিয়ে এলো বারুইপুর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৭ ডিসেম্বরঃ বারুইপুরে যানজট কমাতে এবার এগিয়ে এলো বারুইপুর পুরসভা। বারুইপুর রেলগেট থেকে বারুইপুর স্টেশনের ৪ নং প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার রাস্তায় যানজটের যন্ত্রণা দীর্ঘদিনের।মূলত অটো ও টোটোর মধ্যে যাত্রী নেওয়ার প্রতিযোগিতা থেকেই এই সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা সমাধানের দাবি করে আসছেন। আর তাই এবার এই তীব্র যান-যন্ত্রণা থেকে নাগরিকদের মুক্তি দিতে রাস্তার একদিকে প্রায় ১০-১২ ফুট চওড়া করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বারুইপুর পুর প্রশাসন। ইতিমধ্যে মাপজোকের কাজও করে ফেলেছে তাঁরা। এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন,''এই কাজের জন্য রাস্তার আশপাশেদোকানের ব্যবসায়ীদের দ্রুত পুরসভায় ডাকা হবে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই কাজ দ্রুত হলে মানুষের যাতায়াতের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। আর রাস্তাটি চওড়া হলে অটো-টোটো বা কাউকে রাস্তা দখল করে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। এই স্টেশন রোডে প্রবল যানজটের কারণে স্কুল পড়ুয়ারাও সঠিক সময়ে স্কুলে যেতে পারে না। অনেক নিত্যযাত্রীর ট্রেন মিস হয়। সকালের অফিস টাইম থেকে শুরু করে সন্ধ্যাতেও এই রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে একের পর এক অটো-টোটো। এই রাস্তায় রোগীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সও হাসপাতালে যেতে পারে না। এ বিষয়ে পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, ''রাস্তা চওড়া করা হলে যানজট সমস্যা মিটবেই। একই সঙ্গে ওই রাস্তায় অটো-টোটো স্ট্যান্ড করা কোনও মতেই চলবে না। তবে এই কাজ করতে গেলে অনেক দোকান ভাঙা পড়বে। কিন্তু রাস্তা চওড়া হলে তাঁরা দোকান পিছিয়ে আবার বসতেও পারবেন। বারুইপুরের বাসিন্দাদের যাতায়াতের স্বার্থে এই কাজ অবিলম্বে করা দরকার।

সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে তিনজনকে ছুরির আঘাত, গ্রেফতার অভিযুক্ত

উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে তিনজনকে ছুরির আঘাতে আহত করল উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডের সম্রাট দে নামের এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে রাহুল দাস, উজ্জ্বল সাহা, শেখর দাস নামে তিন বন্ধুর সাথে সম্রাট দে এর কোন একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্রাট দে তিন বন্ধুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এতে তিন বন্ধু আহত হয়। এর মধ্যে রাহুল দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে তাকে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে এবং পরে আগরতলা জি বি ট্রমা সেন্টারে রেফার করা হয়। তার দুই চোখে এবং শরীরে আঘাত মারাত্মক বলে জানা যায়। এদিকে অন্য দুই বন্ধু উজ্জল সাহা এবং শেখর দাসের চিকিৎসা চলছে গোমতী জেলা হাসপাতালে। রাহুল দাসের পরিবারের তরফ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় সম্রাট জলের কোম্পানির কর্ণধার সম্রাট দে এর বিরুদ্ধে। মামলা নিয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করছে। সম্রাট দেকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী সময়, সম্রাট দেকে জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার উত্তেজনা রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮ সংখ্যা, শনিবার ১২ পৌষ, ১৪৩১

রুশদির নিষিদ্ধ বই ভারতে

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেই দেশে কেন স্বাধীন মত প্রকাশের বিরোধিতা থাকবে সেটা বুঝতে পারা গেল না। স্বাধীন মত প্রকাশ করার অধিকার সবার রয়েছে। ধর্ম সেই স্থানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি এতকাল ধরে আমদানি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। দেখতে পাওয়া যায় যে বহু বিদেশি ছবিও ভারতে দেখানোর ব্যাপারে আপত্তি ওঠেছে। সেই সব ছবি ভারতে দেখানো হয়নি। কিন্তু বিলেতে কোনও ছবিতে দেখানোর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। যত বিতর্কিত বই বা ছবি হোক না কেন তার দেখার এবং পড়ার অধিকার সেই দেশের সরকার জনগণকে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে জনগণ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে পারে। যদি ভারতে বহু মামলা রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। জনগণ সরকারের মতের সঙ্গে একমত পোষন করেনি। তার ফলে আদালতে মামলা হয়েছে। কিন্তু এবারে দেখতে পাওয়া গেল যে সলমন রুশদির বইটিকে আমদানি করার মত দিয়েছে ন্যায় আদালত। তারা মনে করছে যে বইটি সবার পড়ার অধিকার রয়েছে। সলমন রুশদির লেখা 'স্যাটানিক ভার্সেস'কে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইরানের তৎকালীন ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনি। তারপরে লেখকের ওপরে ছুরি দিয়ে হামলা হয়েছে। ফলে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি এখন একটি চোখ দিয়ে লেখা পড়া করেন। এদিকে ভারতের আবার এই বইটি আমদানি শুরু হলে তার ওপরে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ। এই গোষ্ঠীর নেতা বলেছেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে কারোর ধর্মীয় আবেগের ওপরে আঘাত করাটা একটি অপরাধ। বাক স্বাধীনতার নাম করে ধর্ম বিরোধী বইকে বিক্রি করার অধিকার দেওয়াটাকে মেনে নেওয়া যায় না। এটা সংবিধান বিরোধী। অল ইণ্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই বই ইসলমাকে নিয়ে মস্করা করেছে। ভাবাবেগে আঘাত করেছে। এই বই বিক্রি জাতীয় সংহতিকে আঘাত করবে। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধির আমলে বইটিকে ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরাসরি নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি না থাকলে বইটিকে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে ভারতে লোকেরা বইটি পড়া থেকে এতকাল বঞ্চিত ছিল। ব্রিটেনে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ভারতে বইটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৫ অক্টোবর। তারপর থেকে বইটি ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। দিল্লি হাইকোর্ট সরকারের কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি তলব করে। সরকারের তরফ থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি হাজির করা যায়নি। এর পরেই গত মাসে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি নেই, সেখানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে কি করে। তারপর থেকে সলমন রুশদির বইটি বাজারে আসতে শুরু করে দিয়েছে। পাঠকেরা এখন বই এর দোকানে ভিড় করছে বইটি কেনার জন্য।

বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী হকিং

এপস্টাইন যৌন কেলেঙ্কারী এখন বিশ্ববিখ্যাত সংবাদে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় এপস্টাইন যৌন কেঙ্কোরীর সংবাদে ভরপুর। এবারে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের নাম জড়িয়ে পড়লো। তিনি নাকি একাধিকবার এপস্টাইন দ্বীপে উপস্থিত হয়ে একাধিক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্ভোগ করেছেন। এই প্রাসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করেছে। যে কোন মূল্যে সেই গুঞ্জন ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বান্ধবী গিসলেন ম্যাকওয়েল। সারা বিশ্ব জুড়ে এই যৌন কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে ছিল কিনা তার তত্ত্বতল্লাসি করতে শুরু করে দিয়েছে গোয়েন্দা বিভাগ। যদি ব্যাপারটা আদালতের অধীনে রয়েছে। এপস্টাইন মামলায় আদালতের নির্দেশে সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আদালত থেকে বলা হয়েছে যে এপস্টাইন কেলেঙ্কারী যদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় তাহলে আরও বেশ কয়েকগুলি তথ্য উঠে আসতে থাকবে যা সকলের কাছে অজানা। তবে ভার্জিনিয়া জিওফ্রে স্টিফেন হকিংয়ের নাম উল্লেখ করেননি। ২০১৫ সালে গিসলেনকে ইমেল পাঠায় এপস্টাইন। তাতে বলা হয়েছিল যে ভার্জিনিয়ার আনা অভিযোগগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গিসলেনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। পাশাপশি হকিংয়ের নাম যাতে প্রকাশ না পেতে তার জন্য যেকোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল তারা। তবে ইমেলে হকিং এর যৌন নিগ্রহের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। এপস্টাইন অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ইচ্ছাকৃতভবে হকিং এর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০০৬ সালে এপস্টাইন যৌন মামলা শুরু হয়েছিল। নাবালিকা পাচার চক্র এবং যৌন নিগ্রহের সংবাদে ভরপুর হতে থাকে। এক সময়ে এপস্টাইন এর ব্যক্তিগত দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। সেই অনুষ্ঠানের নানান ছবিতে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ক্যারিবীয় সাগরে একটি ব্যক্তিগত দ্বীপ তার নাম পিডো আইল্যাণ্ড। আমেরিকা ধনকুবের জেফ্রি অপস্টাইনের গোপন সাম্রাজ্য ছিল সেখানে। পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বিমানে করে উড়িয়ে নিয়ে আসা হতো এই দ্বীপে। বিমানের নাম ছিল 'লোলিটা এক্সপ্রেস'। অতিথিদের জন্য বিশেষ ম্যালিশ করে দেওয়ার জন্য দুশো ডলার করে দেওয়া হতো। নতুন মেয়ে জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারলে জুটতো আরও ইনাম। এছাড়া ছিল ফ্লোরিডায় পাম বিচের বাড়ি। সেখানে যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটানো হতো। বাধ্য করা হতো নাবালিকাদের যৌন সংযোগ করানোর জন্য। তার জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা দেওয়া হতো নাবালিকাদের। তবে নাবালিকাদের পরে কী করা হতো তা অবশ্য জানা যায়নি। কেউ যদি বাইরে এসে খবর ফাঁস না করে দিত তার জন্য নিশ্চয় আবার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

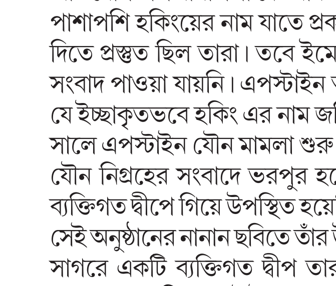

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনি সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেন সেই শক্তির কোনদিন বিকাশ হয় না। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

'রাজা রামমোহন রায়ের পর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও লিখলেন কাব্য 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা'

রবীন্দ্র কুমার শীল

('ইয়ং বেঙ্গল' নেতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে নিয়ে আলেচনা করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। আমি কেবল তাঁর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি মাত্র দিক তুলে ধরতে কলম ধরলাম। তাঁর রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাব্যটি "দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল"" (১৮২৮) শিক্ষিত সমাজে গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে সেই সময়ে শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব শক্তিশালী হিন্দু দল নেতা এই বইটি পড়তে গোঁড়া হিন্দুদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে ১৮ এপ্রিল। পরলোকগমন করেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে) ঃ

ডিরোজিওর বাড়িটি এখন হেরিটেজ তকমা লাভ করেনি। এই নিয়ে একটি চাপা ক্ষোভ রয়েছে ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সদস্যদের। তাঁরা বলেছেন যে কলকাতা পুরসভাকে বহুবার অনুরোধ করা হয়েছিল ডিরোজিওর বাড়িতে একটি ফলক, মূর্তি এবং হেরিটেজ নীল প্লাক লাগাতে। সেটা এখনও পর্যন্ত লাগানো হয়নি। ১৫৫এ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে বসবাস করতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কাগজে কলমে এই বাড়িকে হেরিটেজ বলে স্বীকৃতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও নীল প্লাক লাগানো হয়নি পুরসভা থেকে। অথচ কলকাতার বহু ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িতে হেরিটেজ তকমা লাগানো হয়েছে। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সদস্যরা আবার পুরসভাকে এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানায়। ১৮৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি ডিরোজিও ২২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিও পরলোকগমন করার দিনে তাঁকে স্মরণ করতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিরোজিওর স্মরণ সমিতির সদস্যঅধ্যাপক শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শঙ্কর নাথ প্রমুখ। বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও ডিরোজিওর মূর্তি মাল্যদান করেন সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধিক্ষেত্রে। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় বলেন যে ডিরোজিও বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিক ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁর অনুগামী ছাত্ররা তৈরি করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীরা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ডিরোজিও সংস্কার মুক্ত মনকে আজকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। তিনি প্রথম প্রতিবাদী শিক্ষক এবং প্রথম বিতারিত শিক্ষক। তাঁর আগে আর কোনও শিক্ষককে জোর করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। ডিরোজিও অপরাধ তিনি হিন্দু ধর্মের সুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লড়াই করার মানসিক শক্তি জোগাচ্ছিলেন। এই মহান শিক্ষককে নিয়ে আজকে আর কোনও চর্চা হয় না। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ জানান যে ডিরোজিও বাড়িতে এখন একটি হাসপাতাল হয়েছে। সেই হাসপাতাল বেসরকারি। সেখানে ডিরোজিওর একটি ফলক তৈরি করে বাড়ির সমানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে। কিন্তু কলকাতা পুসসভার থেকে কোনও হেরিটেজ ফলক বা নীল প্লাক বসানো হয়নি। এই বাড়িতে ফলক এবং মূর্তি বসানোর ফাঁকা স্থান রয়েছে।

যুক্তিবাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজিও। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮০৯ সালে। উভয়ের বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাঠামশাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কেরানি জীবন এবং ইণ্ডিয়ান গেজেটে' সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত। মাত্র চার বছর। ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ রাখেন ১৮৩৩ সালে। আর ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন ১৮৩১ সালে ২৩ এপ্রিল। তারপরে তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। তবুও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সতী দাহ প্রথার বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন আবার কলকাতা নির্মাণ কর্তা জব চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মাশন ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্থাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরেজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন 'দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল"। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পুরোদস্তর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক বেদনার করুণ কাহিনী। ডিরোজিও এই কাব্যের পদটীকায় লিখেছেন-"Sattee is a spectacle of misery, exciting in the soectator a malancholy reflection

upon the tyranny of superstition and priest craft"। এবং তিনি মনে করেছেন এই দানবিক প্রথাটি রদ করার জন্য মানব হিতেষীদের সক্রিয়তা রয়েছে-"The practice of sattee, or of burning or burying alive the widows of Hindoos is heeby declared illegal, and punishable by criminal courts-REG XVII,1829"। এই কাব্য প্রকাশের এক বছর বাদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন পাশ করেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে ডিরোজিও নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। কবিতাটি ৮ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোটিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বেন্টিক ঘোষিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনটি। এই কবিতাটিতে তৃতীয় স্তবকে বেন্টিকের গুণকীর্তন করা হয়েছে আর চতুর্থ স্তবকে একজন মানববন্ধুকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানো নাম উল্লেখ না থাকলেও সেই মানববন্ধুটি রাজা রামমোহন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় স্তবকে-"Bentinck be thine the everlasting meed! the heart's full homage still in Virtues claim" এবং চতুর্থ স্তবকে "He is the friend who breaks seal/ The despot custom sets on deed and thoughts,/ He labour generously for human well/Who holds the omnipotence of fear as nought,/ The winged mind to earth will not be brought.." ডিরোজিও সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসেছেন ডিঙ্কওয়াটার বেথুন। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা। সহিত্য বিঝান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ একটি সলিসিটর ফার্মে কাজ পেলেন আইনজীবী হিসাবে। ভারতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন লর্ড বেন্টিক। সেই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করে ছিলেন সেই আইনজীবী। সতীহাদ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। এটাই তাঁর জীবেনর প্রথম আইনী কাজ। তিনি যত আইনী গভীরতায় প্রবেশ করতে শুরু করলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করতে থাকে সেটা হল কাদের পক্ষ নিয়ে তিনি আইনী লড়াই করছেন যাদের স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের পৈশাচিকভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। ছেলের মনের দুঃখের কথা বুঝতে পারলেন তাঁর মা এলিনর। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন ভারতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য কিছু করতে। ১৮৪৮ সালে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বেথুন চিন্তা করলেন মহিলাদের মুক্তি দিতে গেলে একমাত্র প্রয়োজন তাদের শিক্ষিত করে তোলা। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করতে পারবে নারীরা। তারাই লড়াই করে সমাজের কুসংস্কারকে দূর করতে পারবে। তার জন্যই মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। মহিলা যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকবে। এক সময়ে মিলিয়ে যাবে পরাস্ত হয়ে। বেথুন সাহেবের উদ্যোগেই শুরু হল কলকাতায় মহিলাদের ইংরেজি শিক্ষা কেন্দ্র। পাশাপাশি বাংলায় শিক্ষাও থাকবে। ১৮৪৯ সালে ৭ মে প্রতিষ্ঠিত হল সুকিয়া স্ট্রিটে ১১ জন বালিকাকে নিয়ে বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা কররলেন। নাম হল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সতীদাহ এর পক্ষ নিয়ে যে বেথুন আইনী লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন তিনি তা পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে মহিলাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। যে পাপ কাজ করতে চলেছিলেন বিলাতে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে কলকাতায় মহিলাদের জন্য স্কুল নির্মাণ করলেন।

কলকাতায় বেথুন স্কুল তৈরি করা পিছনে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল হেনরি ডিরোজিও ছাত্রদের। তারা ডিরোজিও অনুগামী ছিলেন বলেই কলকাতায় মহিলাদের জন্য একটি স্কুল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে বাংলা ভাষা পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। পাশাপশি ইংরেজি পড়ানোর ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই বেথুন স্কুল ১৭৫ বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। সেখানকার বহু ছাত্রীরা এখন শিক্ষা জগতে সুনাম অর্জন করতে শুরু করেছে এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত। দেশ সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করে চলেছে এই স্কুলের বহু ছাত্রীরা যারা ইতিহাসখ্যাত।

রাশিয়া, ইসরায়েল যখন পরমানু যুদ্ধ উদ্যোগ নিচ্ছে তখন জার্মান তা বন্ধ করলো

বিশেষ প্রতিবেদক

রাশিয়া- ইউক্রেন বা ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ যখন মাত্রা অতিরিক্ত পর্যাযের গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তখন পরমানু হামলার কথা কথা প্রকাশিত হতে থাকে। একবার পরমানু হামলা হলে পৃথিবী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে

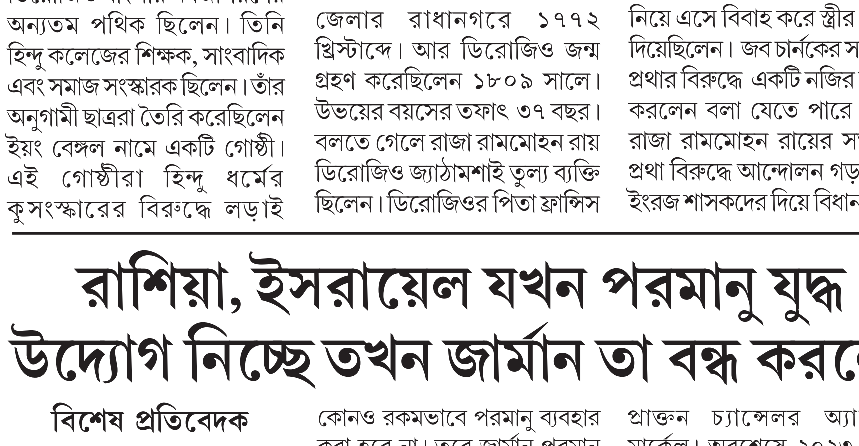

কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কারণে এবারে জার্মান সিদ্ধান্থ গ্রহণ করেছে তারা আর পরমানু ব্যবহার করবে না। সৌর শক্তির এপরে বেশি করে জোর দেবে। সেই কারণে তারা সব পরানু চুল্লিগুলি আপাতত বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পরমাণু যুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনও সবুজ সঙ্কেত দেননি। তবুও সবাই মনে করছে যে রুশ অস্তিত্বকে রাখতে পুতিন পরমানু ব্যবহার করা থেকে পিছু হটবে না। চিন দেশের হাতেও পরমানু রয়েছে। তারা আবার পাকিস্তানে পরমানু রশদ দিয়েছে কিনা তা অবশ্য জানা নেই। তবে চিন যে পাকিস্তানকে পরমানু রশদ দেবে না এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। তিনি এক কাঁচা কাজ করবে না। চিন পাকিস্তানকে চেনে বা জানে।ফ্রান্সের হাতে পরমানু রয়েছে। তবে ভারতের াদ্ধকছে পরমানু রয়েছে। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছে ভারত পরমানু ব্যবহার করবে শান্তির ক্ষেত্রে। আর কোনও রকমভাবে পরমানু ব্যবহার করা হবে না। তবে জার্মান পরমানু যুদ্ধ থামানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলো। সারা বিশ্ব যখন পরমাণু শক্তির হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিমাণু যুদ্ধের দিকে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তখন জার্মান তিনটি পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দিল। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছে বিশ্বে। গোটা ইউরোপ এখন জ্বালানি ব্যবহার কম করতে শুরু করে দিয়েছে। বিকল্প হিসাবে সৌর শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে মন দিতে শুরু করেছে ইউরোপের দেশগুলি। পিছিয়ে নেই আমেরিকাও। তারাও এখন সৌর শক্তির ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছে। পরমাণু শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে সবার হাতে এখন পরমাণু অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে যে কোনও রাষ্ট্র মাথা গরম করে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে পৃথিবীটা একবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। পরমাণু অস্ত্র থেকে এবং পরমাণুশক্তি নির্ভরতা কামাতে জার্মান এবারে এগিয়ে এলো। তারাই প্রথম পরমাণু তিনটে চুল্লি বন্ধ করে দিল। ২০০২ সাল থেকে পরমাণু ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মান। ২০১১ সালে জাপানে ফুকুশিমা- দাইচি পরমাণ বিপর্যয়ে পরে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন জার্মানের প্রাক্তন চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। অবশেষে ২০২৩ সালে পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হল। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে গ্যাসের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। এই অবস্থায় পরমাণু চুল্লি চালিত রাখা হলে তার পেছন ব্যয় প্রচুর। সেই ব্যয় ভার গ্রহণ করা হলে দেশের উন্নয়ন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানব উন্নয়ন আর করা সম্ভব হবে না। সভ্যতার বিকাশ একেবারে থমকে যাবে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে পরমানু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো জার্মান। জার্মানের মানুষেরা খুব খুশি। তারা মনে করছে জার্মানের পথ অনুসরণ করে সবাই পরমাণুকে গুড বাই বলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আমেরিকার বেশির ভাগ যুদ্ধ জাহাজ পরমাণু পরিচালিত। এমনকী তাদের ড্রোনগুলিও পরমাণু শক্তির দ্বারা পরিচালিত। এই অবস্থায় জার্মান পরমাণুকে একেবারে ব্যবহার না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ইডক্রেনে চের্নোবিলতে পরমাণু বিপর্যয় হয়েছে। তার ফলে সেখানকার পরিবেশ ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবেশ মন্ত্রী বলেছেন, পরমাণু শক্তির ঝুঁকি আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। পরমাণ শক্তি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জার্মান জুড়ে এখন আনন্দ উৎসব। পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনে থাকা গ্রিনপিস সংস্থা বার্লিনের ব্রান্ডেনাবর্গের গেটের কাছে একটি অনুষ্ঠান করে। এদিকে অর্থ মন্ত্রী বলেছিলেন এখন নয়, পরে চুল্লিগুলি নষ্ট করে দেওয়া হবে। দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গ্যাস্টোরগুলিতে জ্বালানি মজুত রয়েছে। রুশ জ্বালানি ব্যাহত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার হাত থেকে এখন রেহাই পাওয়া গিয়েছে। জার্মান এখন পরমাণু শক্তি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরে জীবাশ্ম জ্বালানির কম ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করে দেওয়া হবে।

কলকাতার মেডকাফে হল

কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট এবং স্ট্যান্ড রোডের সংযোগ স্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেডকাফ হল। এটা প্রথমে কলকাতা পোর্ট কমিশনারের মেরিন অফিস ছিল। তারপরে ১৯০৩ সালে ৩০ জানুয়ারি বাংলার গর্ভনর লড কার্জন মেডকাফ হলকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত করেন। ১৮৩৪ সালে ৫ জনুয়ারি বাংলার সাংবাদিকেরা সঙ্গবদ্ধভাবে সাংবাদিকদের স্বাধীনতার আবেদন করতে থাকে। উইলিয়াম বেন্টিক সাংবাদিকদের স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়ে যেতে পারেননি। সেই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল তৎকলীন গর্ভরন জেনারেল স্যার চার্লস মেডকাফের ওপরে। ১৮৩৫ সালে ১ সেপ্টেম্বর মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ে আইন পাশ করলেন। আর তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ সরকার মেডকাফকে সরিয়ে দিলেন। ১৮৩৮ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে বহু শিক্ষিত বাঙালিরা উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে চাঁদ তুলে মেডকাফ এর একটি মূর্তি তৈরি করা হবে। সেই সময়কাল বিখ্যাত অ্যাডভোটেক মিস্টার লণ্ডভিল ক্লার্ক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন মেডকাফ হল নামে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরি করা হবে। মেডকাফের জমিতে ছিল হরিনারায়ণ এবং তাঁর পরিবারের বাসগৃহ। পরে তারা খৈসেটিকে ইস্ট ইণ্ডিয়ার কাছে ভাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৪০ সালে ১৯ ডিসেম্বর মেডকাফ হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন ডাক্তার জেমস গ্র্যান্ট। মেটকাফ হলের নির্মাণ শেষ হয় ১৮৪৪ সালে। অট্টালিকার স্থাপত্যের নকসা তৈরি করেছিলেন শ্রেষ্ঠ আর্কিটেক রবিনসন। ১৮৪৪ সাল থেকে মেডকাফ হল জাতীয় গুরুত্ব পেতে শুরু করে দিল। ডিরোজিয়ান প্যারী চাঁদ মিত্র যিনি চলিত বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন 'আলালের ঘর দুলাল'।

পাঠকদের কলম থেকে

কলকাতার প্রাচীন যানবাহন

কলকাতার প্রাচীন যানবাহন বলতে গেলে বলা যেতে পারে পালকির কথা। আগে কলকাতায় পালকি করে লোকেরা যাতায়াত করতো। তার আগে ছিল গোরুর গাড়ি। তাতে করেই কলকাতা লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেত। আর বড় লোকেরা পালকি করে যেত। তারপরে গোরু গাড়ি কলকাতায় পণ্য পরিবহনের যান হিসাবে ব্যবহার হতে শুরু করে যখন শহরে পরিণত হয়। কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল উত্তরে। উত্তর থেকে শুরু করে মধ্য কলিকাতায় তখন শহর তৈরি হতে শুরু করে। তারপরে দক্ষিশ কলিকাতা গড়ে ওঠে ছিল। তখন পালকি করেই লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করতো। সাহেবরা কলকাতায় এসে ঘোড়া গাড়ি তৈরি করলো এবং ঘোড়ায় চলে তখন এক স্থান থেকে আর স্থানে যাতায়াত করতো। কলকাতার ইংরেজ শাসকেরা তখন ঘোড়ায় চলে কলকাতা শহরের শাসন ব্যবস্থার দেখভাল করতো। লর্ড কার্জন আবার রিক্সা ব্যবহার করতেন। তাঁর রিক্সাটি এখনও রাজভবনে রয়েছে। ঘোড়া গাড়িওটাও দেখতে পাওয়া যায় রাজভবনে। লর্ড ক্লাইভ ঘোড়ায় চড়ে কলকাতা ঘুরতে বের হলেন। তারপরে এসে উপস্থিত হল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। এই সব ট্রাম আবার কলকাতার বাসিন্দারা যাতায়াত বেশি করে করতো। তকন কলকাতায় অফিস কাছরি বেশি ছিল না। বলতে গেলে দোকানপাট বেশি ছিল। তারপরে কলকাতায় ধীরে ধীরে বহু কোম্পানি গড়ে ওঠে। হোটেল তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল। এই সব হোটেলের থাকা লোকেরা তখন কলকাতা দেখতে বা ব্যবসা করতে ঘোড়াকে ব্যবহার করতো। রানি রাসমনির নিজস্ব পালকি ছিল। তিনি তাই চড়ে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার পালকি করে যেতেন বাগবাজার। স্টার থিয়েটার নাটক দেখতে গিয়েছিলেন পালকি করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় পালকি ব্যবহার করতেন। ইংরেজ শাসকেরা আবার ঘোড়া গাড়ি ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সুপ্রিম পোর্টের বিচারপতি ইলিজা ইম্পে এবং লর্ড হেস্টিংস ঘোড়া গাড়ির ব্যবহার করতেন আবার কখনও তারা ঘোড়া চড়ে বেড়াতেন।

-শঙ্করলাল কর্মকার। কলকাতা।

আন্তর্জাতিক কোর্টে ইজরায়েল

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার মামলা হয়েছিল। সেখানে পুতিনকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে পুতিন বিশ্বের আর কোনও স্থানে সফর করতে পারবেন না। তিনি বিশ্বের যে কোনও স্থানে গেলে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এবারে প্যালেস্টাইন গণহত্যার কারণে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এবারে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারে জি-২০ সম্মেলনের যোগদান করেছে। তার ফলে তাদের শক্তি এখন বলতে গেলে অধিক। তারা আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অবিলম্বে ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে হবে। আন্তর্জাতিক কোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদনপত্র জমা দেওয়া সময়ে বলেছে যে ইজরায়েল যা করেছে তা জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল। ওর গাজায় প্যালেস্টাইনীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইন আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ

-সঞ্জয় পাল, কলকাতা।

শিলিগুড়িতে ১৩০ কেজি গাঁজা-সহ এসটিএফের হাতে ধৃত চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এসটিএফ-এর শিলিগুড়ি ইউনিট ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার উন্নিসাবিসা এলাকার হিমঘর চৌপথীর কাছে অভিযান চালিয়ে একটি বারো চাকার ট্রাক থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার রাতে এই অভিযানে চারজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃত সঞ্জু কুমার (৩২), কমল সিং চৌহান (৩৮), জিতেন্দ্র সিং (৩৮) এবং রাহুল কাশ্যপ (২৫)। এরা সবাই উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ ও মৃয়নপুরি জেলার বাসিন্দা। জেরায় পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা। শুক্রবার এসপি ইন্দ্রজিত বসু বলেন, অভিযুক্তরা এই মাদক দ্রব্য কোচবিহার থেকে উত্তরপ্রদেশে পাচার এবং বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। ট্রাকটিকে থামিয়ে তল্লাশি করলে তাতে লুকিয়ে রাখা ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এসটিএফ এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিত বসু বলেন, এই চোরাচালান চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং চোরাচালানের সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধান করা হচ্ছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির রথখোলা মোড়ে এক ব্যক্তিকে মাদক (মরফিন)-সহ আটক করেছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। ধৃত অভিযুক্তের নাম সানিওয়াল শেখ। তিনি মালদা জেলার কালিয়াচকের বাসিন্দা। শুক্রবার এসএসবি অভিযুক্তকে নকশালবাড়ি থানায় হস্তান্তর করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নকশালবাড়ির রথখোলা মোড়ের নীচে এশিয়ান হাইওয়েতে টহল দেওয়ার সময় এসএসবি ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে ধরে। তাকে তল্লাশি করে ২০৫ গ্রাম মরফিন উদ্ধার করা হয়। এসএসবি সূত্রে খবর, অভিযুক্ত মালদা থেকে নকশালবাড়ির রথখোলা মোড়ে কারও কাছে সেই মরফিন হস্তান্তর করতে যাচ্ছিল। তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

নতুন বছরের শুরুতেই রবীন্দ্র সরোবরকে ঢেলে সাজাচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরকে ঢেলে সাজাচ্ছে রাজ্য সরকার। সরোবরের মানোন্নয়নে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৪ কোটি টাকার কাছাকাছি বরাদ্দও করা হয়েছে। জানা গেছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কেএমডিএ কয়েকদিনের মধ্যেই সরোবরের ভিতরের রাস্তা, ফুটপাথ ও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার শুরু করবে। এজন্য দুকোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, সরোবরের টালিগঞ্জের দিকের বেহাল রাস্তা ও ফুটপাথ সারিয়ে তোলা হবে। পেভার ব্লক বসানো নতুন ফুটপাথও তৈরি করা হবে। এছাড়া জল জমা সমস্যা থেকে সরোবর এলাকাকে মুক্ত করতেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জল জমে এমন কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে নিকাশি ব্যবস্থাও উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরোবরের ভিতরে পাড় ভাঙন আটকানোর জন্যও ইউক্যালিপটাসের বল্লা দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হবে। এজন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে আরও ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন তরুণের গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে চিকিৎসাধীন তরুণের গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ চত্বরে। অভিযুক্ত দুজনকে রাতে আটক করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তাদের নাম প্রকাশ হালদার, রামপ্রসাদ দাস। শুক্রবার সকালে আক্রান্তের পরিবারের তরফে এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে সুরজিত দাস নামে ওই তরুণ প্রকাশের কাছে পাওয়া টাকা চাইতে যান রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকায়। তা নিয়ে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেখানে প্রকাশ এবং রামপ্রসাদ দাস নামে আরেকজন মিলে সুরজিতের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাতেই সুরজিতকে গুরুতর জখম অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, এরপর দেড়টা নাগাদ অভিযুক্তরা হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ঢুকে তরুণের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কোনরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে সে। ঘটনায় নার্স ও রোগীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তদের আটক করে। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

জমি অধিগ্রহণ না করায় কোলিয়ারি বন্ধ করে চলছে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রানীগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে ইসিএল কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের জমি অধিগ্রহণ না করে, সেই সকল এলাকায় কয়লা খনির জল ফেলে রাখার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকার জমি, জলমগ্ন হয়েছে আর সেই জমি ইসিএলকে অধিগ্রহণের দাবিতে বারংবার হয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলন। এবার সে বিষয়ের প্রেক্ষিতেই নেওয়া হলো চরম সিদ্ধান্ত। ইসিএল এর আধিকারিকদের ঘুম ভাঙ্গানোর লক্ষ্যে, বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায়, রানীগঞ্জের কুনুস্তোড়িয়া এরিয়ার, বাঁশড়া সি পিট কোলিয়ারি বন্ধ করে চলছে বিক্ষোভ আন্দোলন। এ মুহূর্তে কয়লা খনির সমস্ত শ্রমিক কয়লা খনিতে নামতে না পেরে খনির ওপরেই বসে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি যতক্ষণ না তাদের দাবি পূরণ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এই বিক্ষোভ আন্দোলন, বন্ধ থাকবে কয়লা খনি। এদিন সকাল আটটা থেকেই এই আন্দোলন চলছে। জানা গেছে এই ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণে প্রায় আড়াইশো বিঘার মত। এর দ্বারা প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি পরিবার প্রভাবিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে চলছে বিক্ষোভ আন্দোলন, কয়লা খনির এই খনি মুখের দপ্তরে, এখনো হাজির হয়নি কোলিয়ারির লোকাল ম্যানেজমেন্ট। যেকোনো রূপ উত্তেজনাময় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইসিএল নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে খনি চত্বরে। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী।

বিজয়পুর এলাকায় নেই কোন কাঁটা তার, আতঙ্কে ভুগছেন বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটা তার বিহীন বিস্তর এলাকা রয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিজয়পুর এলাকায় নেই কোন কাঁটা তাঁর আর সেই কারণেই আতঙ্কে ভুগছেন

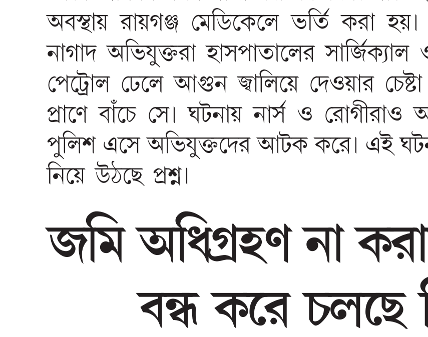

সীমান্তবর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে মাঝেমধ্যে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই ঘন কুয়াশার অন্তরালে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে বাংলাদেশীদের। বিজয়পুর গ্রামটি একেবারে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ লাগুয়া। বিজয়পুরের স্থানীয় বাসিন্দা বা এলাকার বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে দিয়ে বর্ডার সীমানার পিলার বসেছে। বাংলাদেশের সীমানা ও ভারতের সীমানার মধ্যবর্তীতে রয়েছে মাথাভাঙ্গা চূর্ণী নদী ও গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা। অর্থাৎ এলাকায় কাঁটাতার না থাকায় নদী পেরিয়ে ভারতের বিজয়পুরের রাস্তা। আর এই রাস্তার পরেই রয়েছে বিস্তর বাঁশবাগান ও একাধিক এলাকার জনবসতি। ঘন কুয়াশার অন্তরালে অনুপ্রবেশ কারীরা বা চোরাচালান কারীরা হামেশাই নিজেকে আত্মগোপন করতে পারে এই বাঁশ বাগান বা বিভিন্ন ঝোপঝাড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ দিনের পরদিন নাশকতার জাল বুনছে বাংলাদেশী নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলো। কিছুদিন আগেই একের পর এক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। আর সেই নিয়েই আরো আতঙ্ক বেড়েছে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতের বিজয়পুর এলাকার বাসিন্দাদের।

বাঁশের তৈরী গৃহস্থালি দেদার বিকোয় পৌষমেলায়

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গ্রাম গঞ্জে বাঁশের তৈরী গেরস্থালির সামগ্রীর দেখা মেলা ভার। কিন্তু শান্তি নিকেতনের পৌষমেলায় এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো গৃহবধূদের হাতের নাগালে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বিশ্ব ক্ষুদ্রবাজারের সামনে এসব টুকিটাকি গেরস্থালি সহজলভ্য। মাটিতে বসে এক আদিবাসী মহিলাকে দেখা গেল কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে একটার পর একটা বাঁশের চিলতে আঁশে ঝুড়ি, ফুলের সাজি বুনে চলেছেন। কথাও বলছেন খদ্দেরের সঙ্গে। নাম মঙ্গলি মাহালি। বাড়ি সিউড়ির কাছে প্যাটেলনগরে। বাঁশ থেকে শুধুমাত্র রান্নাঘরের উপকরণ ছাড়াও কত কী তৈরী হয়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কে যেন বলেছিলেন, টুকরী, কুলো, খাড়ুই, ঝুড়ি, থাম খুটিরই কাজে। শিল্পী সাজায় নানান সাজে। সার বাঁশেরই আঁশ চেঁছে। সাধারণ বাঁশে বাঁশি হয় না ঠিকই। কিন্তু শিল্প কুশলীরা এখন ঘর সাজানোর আসবাব বানানোর ওস্তাদ। বাতি স্ট্যাণ্ড থেকে ব্যবহার্য মোড়া বা কুশন, রেল ইঞ্জিন ইত্যাদি। মঙ্গলি মাহালি জানান, ঝুড়ি, ফুলের সাজি, ফুলদানির দাম পঞ্চাশ টাকা। তবে রেল ইঞ্জিন বা বাতি স্ট্যাণ্ডের দাম একটু বেশি। খাটুনি অনুযায়ী ইঞ্জিনের দাম পাঁচহাজার টাকা। বাতি স্ট্যাণ্ডের দাম তিনশো। তিনি জানান, প্যাটেল নগরেই কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ পাওয়া যায়। একটি বাঁশের দাম দেড়শো টাকা। একটি বাঁশ থেকে গোটা দশেক ঝুড়ি হয়। বাঁশ ফাটিয়ে বাতা থেকে বিভিন্ন মাপের বাঁশের আঁশ বের করা হয়। উপকরণ অনুযায়ী কাঠামো তৈরী করা হয়। তারপর সব থেকে পাতলা আঁশে রঙ মাখিয়ে ঝুড়ি, ফুলের সাজি, ফুলদানি, কুলো ইত্যাদির বুনন হয় সেই কাঠামোতেই। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় খুব একটা লাভ হাতে থাকে না বলে জানান মঙ্গলি। পরিবারের স্বামী ও তিন সন্তান তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেন। এই থেকেই খাওয়া পরা সব কিছুই। তবে মেলাতে তাদের কাছ থেকে কোনো ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। সেটাই রক্ষে।

সীমানা প্রাচীর নিয়ে সমস্যা সমাধানে রেলের আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সীমানা প্রাচীর নিয়ে সমস্যা সমাধানে রেলের আধিকারিকদের নিয়ে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাশ্মীর কলোনি পাইপলাইন এলাকা পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এডিআরএম এনজিপি অজয় সিং, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, অল ইন্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন্স অরিন্দম দাস সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাশ্মীর কলোনী পাইপলাইন এলাকায় রেলের তরফে তৈরি করা হচ্ছে সীমানা প্রাচীর। মূলতঃ রেলের তরফে সীমানা প্রাচীর তৈরি হলে ওই এলাকায় ঢোকার জন্য শুধুমাত্র ৮ ফুটের রাস্তা বেঁচে থাকবে, যার ফলে ওই এলাকায় কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটলে অ্যাম্বুলেন্স অথবা দমকল কিছুই ঢোকা সম্ভব হবে না। যার ফলে সমস্যায় পড়বেন এলাকাবাসীরা। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এমনই অভিযোগ পেয়ে সোমবার এলাকা পরিদর্শনে যান মেয়র গৌতম দেব। পুরো এলাকা সরজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপর শুক্রবার ফের রেলের আধিকারিকদের সাথে ওই এলাকা পরিদর্শন করা হয়। রেলের আধিকারিকদের কাছে স্থানীয়দের

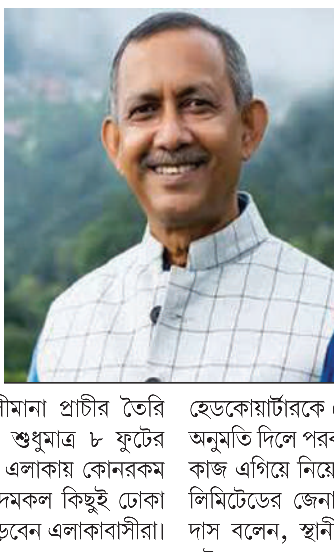

সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। এই বিষয়ে মেয়র জানান রেলের আধিকারিকেরা সীমানা প্রাচীর পরিদর্শন করেছেন। এই বিষয়ে কোন ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশাবাদী তিনি। এদিন এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এডিআরএম এনজিপি অজয় সিং জানান, এলাকাবাসীদের তরফে পাইপ লাইন সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে দিয়ে সীমানা প্রাচীর তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। হেডকোয়ার্টারকে সে বিষয়ে জানানো হবে। হেডকোর্টার অনুমতি দিলে পরবর্তীতে সেইভাবে সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অপরদিকে অল ইন্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন্স অরিন্দম দাস বলেন, স্থানীয়দের এদিন জানানো হয়েছে যাতে ওই এলাকায় বড় কোন গাড়ি না চালানো হয় বা বড় কোন গাছ না লাগানো হয়। তাতে মাটির নিচে যে পাইপলাইন আছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জেলার একমাত্র সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলে নেই কোন শিক্ষক! নিয়োগের দাবি তুলছেন অভিভাবক ও শিক্ষা কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে জেলার একটিমাত্র সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল। পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের থুকরাবাড়িতে অবস্থিত আদিবাসী অলচিকি ভাষায় পঠন পাঠনোর জন্য বিগত ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্থাপিত হয় জেলার একটিমাত্র আদিবাসী স্কুল। এই স্কুলে অলচিকি হরফে পঠন-পাঠন শেখানো হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে সেই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন শিক্ষকেই নেই? থুকড়াবাড়ি অলচিকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭ জন। ২০১৯ সালে আপার প্রাইমারি অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন করানো হতো। ইতিপূর্বে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মাধ্যমিক পর্যন্ত করা হয়েছে কিন্তু কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ স্কুলের শিক্ষা কর্মীদের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষকদের মধ্যে দুইজন শিক্ষককে মাধ্যমিক পর্যন্ত পঠন-পাঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র- ছাত্রীদের কম সংখ্যক শিক্ষক দ্বারাই পঠন- পাঠন শেখানো হচ্ছে। এতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। কারণ বিষয়ভিত্তিক কোন শিক্ষক নেই, সে ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অলচিকি ভাষায় পড়াতে গিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটিকে শিক্ষকের অভাবে অভিভাবকরা ছাত্র- ছাত্রীদের পার্শ্ববর্তী জেলা গুলোতে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মুহূর্তে প্রাথমিকের ক্ষেত্রে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫৬ জন এবং মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র- ছাত্রী সংখ্যা ২৯ জন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিক্ষকের অভাবে যতদিন এ করছে তত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমছে। শুধু শিক্ষকের সমস্যা নয়, এই স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। মাত্র দুটো শ্রেণী কক্ষ তার মধ্যে প্রি-প্রাইমারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠান করানো হয়. মাত্র দুটি ঘরের মধ্যে। ইতিপূর্বে জেলা শিক্ষা দপ্তর দুটি নতুন ভবন তৈরি করছেন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে চলছে। কিন্তু শিক্ষকদের দাবি মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুটি ক্লাস রুমে হবে না আরও তিনটি দরকার। এদিকে প্রাথমিকের ক্ষেত্রে দুটি ক্লাস রুমের মধ্যে ছযটি ক্লাস করানো হচ্ছে ফলে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন স্কুল শিক্ষকরা। এদিকে রাজ্য জুড়ে শিক্ষক নিযগে প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ, নিযগে দুর্নীতিতে রাজ্যের শাসক দলকে দায়ী করেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। আর জেলার একটিমাত্র আদিবাসী স্কুলের শিক্ষকের আকালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

হাওড়া শাখায় এক ধাক্কায় ৬০ টি লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া শাখায় এবার এক ধাক্কায় ৬০ টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া ও লিলুয়া স্টেশনের মাঝে তৈরি হবে দুই লেনের নতুন ওভারব্রিজ। সেই কারণেই শনিবার ও ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি বুধবার বেশ কিছু লাইনে পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বহু ট্রেন। পূর্ব রেল জানিয়েছে, ব্যান্ডেল থেকে হাওড়াগামী যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে সেগুলি হল ট্রেন নম্বর ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮, ৩৭২২০, ৩৭২২২, ৩৭২৩০, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪৪, ৩৭২৫০, ৩৭২৫৪, ৩৭২৬৪, ৩৭২৮৮। এছাড়াও বাতিল থাকছে ৩৭০৪২, ৩৭০৪৪, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০, ৩৭০৫২, ৩৭০৫৬, ৩৭০৫৮, ৩৭০৬০, ৩৭০৬২, ৩৭০৬৪ বেলুড় মঠ থেকে হাওড়াগামী বাতিল থাকছে, ৩৭১১২, ৩৭১১৮ ও হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল জংশন চলাচলকারী বাতিল থাকবে ৩৭২১৫, ৩৭২৩১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২৪৯, ৩৭২৫৩, ৩৭২৫৫, ৩৭২৫৭, ৩৭২৬৩, ৩৭২৬৭, ৩৭২০১, ৩৭২৭১, ৩৭২৭৫, ৩৭২৭৮। ৩৭০১২, ৩৭০১৪। ৩৭০৪১, ৩৭০৪৩, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯, ৩৭০৫১,৩৭০৫৫, ৩৭০৫৭, ৩৭০৫৯, ৩৭০৬১, ৩৭০৬৩, ৩৭১১১, ৩৭১১৭, ৩৭০১১, ৩৭০১৩ ট্রেনগুলি।

বাঁকুড়ায় নারদ মেলা অষ্টম বর্ষে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বেকার যুবদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও শান্তির উপাসনা হিসেবে নারদ পুজোর আয়োজন করা হয় বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায়। বড়দিনের উৎসবে যখন উঠেছে সারা জেলা তখন খেঁড়োশোল ও সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীর নারদ পুজোয় মেতে উঠেছে। প্রতিবছর এই নারদ পুজো ও মেলার আয়োজন করেন গ্রামবাসীরা। এখানে নারদ জয়ন্তীতে নয়, বড়দিন থেকে নারদ পূজা শুরু হয়। এই উৎসব চলে টানা ৪দিন। বুধবার বড়দিনের সকালে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভা যাত্রা করে খেঁড়োশোল ও সংলগ্ন গ্রামগুলি পরিক্রমা করে এখানে নারদ পুজো শুরু হয়েছে। এরপর দুপুরে নরনারায়ণ সেবা ও সন্ধ্যেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে ছিল। বুধবার পুজো ও মেলা শুরুর গত ৩ দিন ধরে গ্রামের মানুষ নারদ পুজোয় মেতে রয়েছেন। শনিবার পর্যন্ত চলবে। খেঁড়োশোল সর্বজনীন নারদ উৎসব কমিটির সভাপতি গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রামের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় এই নারদ পূজার আয়োজন করা হয়। এবার এই নারদ উৎসবের অষ্টম বর্ষ। সারা গ্রামের মানুষ এই উৎসবে টানা ৪ দিন ধরে আনন্দে মাতেন। খেঁড়োশোল গ্রামে নারদ পুজোয় প্রতিটি বাড়িতে মেয়ে, জামাই ও আত্মীয়স্বজন আসার রীতি রয়েছে। নারদ উৎসবের ৪ দিন গ্রামে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই উৎসবে অংশ নেয় সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, রতনপুর সহ জেলার আরও কয়েকটি এলাকায় বিভিন্ন সময় নারদ পুজো ও মেলা হয়ে থাকে।

দমকলের গাড়ি প্রবেশের সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ঘনবসতি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকলের গাড়ি প্রবেশের সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। একারণে কলকাতায় ১৫ টি ছোট গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দমকল বিভাগ। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন যায়গায় আগুন নেভাতে গিয়ে দেখা গেছে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার দরুণ ওই সব এলাকায় দমকলের বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না। সেজন্য আড়াই হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতার ১৫ টি ছোট গাড়ি কেনা হচ্ছে। এছাড়াও ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৭৫ টি নতুন গাড়ি কিনছে দমকল বিভাগ। শীঘ্রই জঙ্গিপুর ও পূর্ব বর্ধমানে আরও দুটি দমকল কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে ১৬৪ টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। আগামীদিনে এই সংখ্যাটা ২০০ পর্যন্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। যাতে কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকলের গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে।

পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ৪ দিনের পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু শুশুনিয়া পাহাড়ে। বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ৪০জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। একাডেমির সদস্য জানান, ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই শিবির চলবে। পর্বতারোহণের পাশাপাশি নেচার স্টাডিরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবির এবার ২৬ বর্ষে পা রাখল। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। যে কোনও পর্বতারোহণ অভিযানে অভিযাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ আবশ্যিক।

শিয়ালদহ ডিভিশনে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বন্ধ শনি ও রবিবার

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বর্ষশেষে ভোগান্তি শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীদের। পরিকাঠামোর কাজের জন্য আপাতত দৈনিক বন্ধ থাকছে একাধিক লোকাল ট্রেন হাওড়া ডিভিশনে। এবার শিয়ালদহ ডিভিশনেও সেই লোকাল ট্রেন শনি ও রবিবার বন্ধ থাকতে চলেছে। রেল সূত্রে খবর, এই কাজের কারণে প্রভাব পড়ব হাবরা, বনগাঁ, হাসনাবাদ, ডানকুনি সেকশনে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাকে কাজ হবে সে কারণেই শনি ও রবিবার বাতিল থাকবে বেশ কিছু ট্রেন। ২৮ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে শিয়ালদহ-ডানকুনিঃ আপ ৩২২৪৯ / ডাউন ৩২২৫২। ২৯ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে- শিয়ালদহ-বনগাঁঃ আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩/ ডাউন ৩৩৮২০, ৩৩৮২২, শিয়ালদহ - হাবরাঃ আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪, শিয়ালদহ - হাসনাবাদঃ আপ ৩৩৫১৩/ ডাউন ৩৩৫১৪, শিয়ালদহ - ডানকুনিঃ আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০।

বাংলাদেশি যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৭ ডিসেম্বর ঃ অবৈধভাবে ভারতে এসে আত্মগোপন করে থাকা এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে বালুরঘাট থানার রাজুয়া এলাকা থেকে ওই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত বাংলাদেশির নাম মহসিন মন্ডল। বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পলিপাড়া গ্রামে। জানা গেছে, বেশ অনেকদিন আগেই চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে সে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। বিভিন্ন এলাকায় কাটিয়ে আসার পর বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বালুরঘাট থানার অন্তর্গত রাজুয়া এলাকার এক বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বালুরঘাট থানার পুলিশ শুক্রবার ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে মহসিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বাড়ির মালিক মোক্তার মন্ডলকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বছরের শেষ তিন দিন যান চলাচল বন্ধ ইসলামপুরের ভৈরব সেতুতে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষে যান চলাচল বন্ধ থাকবে ইসলামপুরের ভৈরব সেতুতে। আপাতত তিনদিন বন্ধ রাখা হবে এই সেতু। মুর্শিদাবাদের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ইসলামপুরের ভৈরব নদীর উপরের এই সেতু। পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গেছে, ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই বন্ধ রাখা হবে সেতু। দীর্ঘ দিনের পুরনো এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো যান চলাচল করে। বেশ কিছুদিন আগে এই সেতুর একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তা যদিও রক্ষণাবেক্ষনও করা হয়। তবে এবার এই ব্রিজের লোড টেস্ট হতে চলেছে। এই সেতু প্রধানত ইসলামপুর, ডোমকল, জলঙ্গি ও নদিয়ার সংযোগকারী। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত এই সেতুতে পুরোপুরো বন্ধ রাখা হবে যান চলাচল। পূর্ত দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ব্রিজ বন্ধ থাকলেও যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্রিজের দুধারে যানবাহন থাকবে। ব্রিজের একপারে নেমে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পার হয়ে অন্যপারে গিয়ে আবার যানবাহনে চেপে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন যাত্রীরা। মালবাহী হোক বা যাত্রীবাহী- কোন গাড়িই ব্রিজের উপর দিয়ে চলবে না এই তিনদিন। ব্রিজের উপর বাস চলাচল বন্ধ হওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হতে হবে নিত্যযাত্রীদের। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে বিকল্প রুট এবং বড় গাড়ির ক্ষেত্রেও অন্য রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে বিকল্প যে রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে জলঙ্গি- ডোমকল-ডোমকল পুরনো বিডিও মোড়- গাবতলা- ভগীরথপুর- ফতেপুর হাট- সুন্দরপুর ঘাট- স্বরুপপুর- হরিহরপাড়া- ভাকুড়ি- বহরমপুর দিয়ে যাতায়াত করবে যানবাহন।

আমবাগানে অর্ধদগ্ধ মহিলার দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ এবার মালদার আমবাগান অঞ্চলের ঘটনা। মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। দেহের একাংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পা দুটো দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি দেখে এলাকার মানুষের অনুমান, মহিলাকে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। দেহের পাশে মিলেছে সোনার কানের দুল, জুতো। সেগুলি সংগ্রহ করেছে পুলিশ। অনুমান করা হচ্ছে, ওই মহিলা, এলাকার বাসিন্দা নন, তাঁকে বাইরে থেকে নিয়ে এসে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই আম বাগানে শীতকালে অনেকেই পিকনিক করতে যান। সকালে স্থানীয় মানুষদের চোখে পরে ওই মহিলার দেহ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওখানে ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। মহিলার এলোমেলো পোশাক দেখা যাচ্ছে, সেই পোশাকে লেগে রয়েছে রক্ত। ধস্তাধস্তির চিহ্নও স্পষ্ট। শুকনো খড় ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। মালদার চাঁচল থানার মালতীপুর কালীবাড়ি এলাকার ঘটনা। এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

e-Tender

Kalekhantala-II Gram Panchayat Parulia, Purba Bardhaman.

NIT no-342/NIT/CFC-T/K-2 GP/ 2024(1 No Drain) date:- 26/12/2024 Published on eNIT site on 28/12/ 2024, Fund:15th CFCG Untied&Tied(24-25). For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan

Kalekhatala-II Gram Panchayat.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No.: X/091/038/2024-2025/R

Name of the Work : **Improvement of passage at Bye Lane of 1/6/7, 1/20A Jahura Bazar Lane, 6A Temple & Banerjee Para Lane etc. in Ward No. 091, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,12,597.73;** Earnest Money : **Rs. 8,500.00**; Period of Completion : **65 Days**;

(2) NIT No.: X/091/042/2024-2025/R

Name of the Work : **Development of underground sewer at 4/35, 1/64/1A Jahura Bazar Lane etc. in Ward No. 091, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,045.54;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **42 Days**;

(3) NIT No.: EEC/BX/091/039/2024-2025/R

Name of the Work : **Maintenance of IPS passage at Bye Lane of N. K. Ghosal Road near premises no. 8 & 49 etc. in Ward No. 091, Borough-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,421.18;** Earnest Money : **Rs. 5,950.00**; Period of Completion : **45 Days**;

(4) NIT No.: X/097/022/2024-2025/R

Name of the Work : **Painting of kerb, median strip, guard rail and other ancillary work near Japan's Consulate in Ward No. 97, Borough-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 1,29,159.63;** Earnest Money : **Rs. 2,585.00**; Time of Completion : **45 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **10.01.2025 at 12 noon.** (for Sl. no. 1 to 3), **09.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 4); Date and Time of Opening of Bid : **13.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3), **11.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **31.12.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 3 & 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil), Borough-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/XIV/129/037/24-25/R (1st Call)

Name of the Work : **Development of drainage by laying of underground sewer line at the bye lane of M.B. Road near premises no. 896D etc. in Ward No. 129**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,89,914.70;** Earnest Money : **Rs. 9,800.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(2) NIT No.: KMC/XIV/130/038/24-25/D (1st Call)

Name of the Work : **Maintenance or repairing of bituminous road in the bye lane of B. C. Road near premises no. 107, 197, 115 & 293/1 etc. B.C. Road in Ward No. 130**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,49,704.10;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.01.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : **10.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Borough-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/071/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Construction of covered drain at Jaigir Ghat Road slum area near premises no. A/12/6 in Ward No. 125**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,402.37;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/072/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Improvement of cement concrete road at Anandanagar slum area near premises no. H/31/3E in Ward No. 125**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,81,048.27;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/058/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Maintenance of surface drain at Subhas Nagar slum area near premises no. 455 in Ward No. 126**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,42,372.60;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/053/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Construction of covered drain at 55 Gali slum area near premises no. 55/11 in Ward No. 126**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,76,084.77;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); The tender will be opened on : **10.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4);

(5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/056/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Maintenance of C.C. Road at Ananda Nagar D-Block slum area near premises no. D6 in Ward No. 126**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,966.22;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/055/24-25/BUSTEE

Name of the Work : **Development of C.C. Road at bye lanes of Khan Md. Road slum area near premises no. 59 in Ward No. 126**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,85,355.21;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **11.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 5 & 6); The tender will be opened on : **13.01.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 5 & 6); The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 at 5 p.m.** (for Sl. no. 5 & 6); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 6)

1122/24-25

চাষবাস

গাঁদা ফুল চাষ করে লক্ষ্মীলাভের নতুন পথ খুঁজে দিলেন নদিয়ার ফুল চাষিরা

তিস্তার দরাজ বুকে ফসল ফলিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিলেন নদীর পাড়ের কৃষকেরা। আলু, কপি-সহ শীতের শাকসবজির মাঝে এবার উঁকি দিল ফুল। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাড়ে গাঁদা ফুল চাষ করে লক্ষ্মীলাভের নতুন পথ খুঁজে দিলেন নদিয়ার ফুল চাষিরা। তাঁদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এবার তিস্তার চর জমিতে ফুল চাষে উৎসাহিত হয়ে পড়ছেন এলাকার বাকি কৃষকেরাও। তাতে আগামী কয়েক বছরে ফুল চাষের জমির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। ১৯৬৮ সালে ভয়াবহ বন্যার পর বাঁধ দিয়ে তিস্তা নদীকে নিয়ন্ত্রণে আনে সরকার। এরপর তৈরি হয় গজলডোবা ব্যারেজ। বাঁধ আর ব্যারেজের সাঁড়াশি চাপে অনেকটাই ছোট হয়ে আসে নদী। বর্ষা ফুরোলেই জেগে ওঠে দীর্ঘ চর। সেই চর জমিতে তখন আবাদ করেন স্থানীয় কৃষকরা। ধান,পাট,শীতের সবজির পাশাপাশি মরশুমে প্রথম আলু তুলে জলপাইগুড়ি জেলায় আলাদা পরিচিতি পেয়ে যান তিস্তা পাড়ের কৃষকরা। এবার নদিয়ার বেথুয়ার বাসিন্দা কান্তিলাল মণ্ডলের হাত ধরে আবাদ তালিকায় যুক্ত হল ফুল। গত বছর নদিয়া থেকে পরিবার নিয়ে জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সারদা পল্লি গ্রাম সংলগ্ন চরে এসে জমি ভাড়া নিয়ে গাঁদা ফুল চাষ শুরু করেন কান্তিলালবাবু। জানান, এক বিঘা গাঁদা ফুল চাষে খরচ পড়ে পঁচিশ হাজার টাকা। তাতে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে প্রায় দুই লক্ষ টাকা উপার্জন করে ছিলেন তিনি। পরিবার নিয়ে নিজেই চাষ করেন। নিজেই বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। এই বছর আরও উপার্জনের আশায় ফুল চাষের জমির পরিমান আরও বাড়িয়েছেন। আর তাঁকে দেখে উৎসাহিত হয়ে আশপাশে আরও কয়েকজন কৃষক ফুল চাষ শুরু করেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কুসুম মণ্ডল জানান, সকলেই লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয় বাজারেই ফুল বিক্রি করছেন। আর তাদের দেখে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই ফুল চাষের পরিকল্পনা করছেন।

কান্তিলাল মন্ডলের দাবি এক বিঘা আলু চাষ করতে অনেক খরচ। সেই তুলনায় ফুল চাষে খরচ কম। চাহিদা থাকায় দাম ও রয়েছে। সেই কারনে তার দেখাদেখি অনেকেই এগিয়ে আসছেন। তিস্তা পাড়ের ফুল চাষের এই উৎসাহ নজর এড়ায়নি জলপাইগুড়ি উদ্যান ও পালন বিভাগের।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অলোক কুমার মণ্ডল জানান, ফুল অত্যন্ত লাভদায়ক চাষ। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি র জমিতে গ্যাডিওলাস এবং অর্কিড চাষেরও ভবিষ্যৎ রয়েছে। এব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করে চলেছেন তারা।

প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু ঘিরে রহস্য

তিনি ছিলেন কট্টরপন্থী ও রক্ষণশীল। ইরানের রাজনীতিতে ছিল তাঁর দুর্দান্ত প্রভাব। তাঁকে ভাবা হচ্ছিল দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির ভবিষ্যৎ উত্তরসূরি। নিজের কঠোর ও অনড় মনোভাবে কারণে ইরানের ক্ষমতার বলয়ে ইব্রাহিম রাইসি হয়ে উঠেছিলেন ভীষণ আস্থার এক নাম। কিন্তু একই স্বভাবের কারণে তিনি দেশটির জনগণের কাছে নিদারুণ অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতি মানুষের অনাস্থা এতটাই বেড়েছিল যে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে রাইসির মৃত্যু র খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ইরানের কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষকে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে। চলতি বছরের ১৯ মে ইরানের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন ইব্রাহিম রাইসি, তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। রকেট গতিতে যিনি ইরানের ক্ষমতার চূড়ার দিকে ছুটে চলছিলেন, হঠাৎ করে একদিন তিনি যেন নাই হয়ে গেলেন। রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়া নিছক দুর্ঘটনা ছিল, নাকি গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তিনি, সে রহস্য আজও অজানা। রাইসির মৃত্যু ঘিরে কয়েকটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব শোনা গিয়েছিল। যদিও পরদিন ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো খুব সরল ভাষায় প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করেছিল।

ওই দিন যা ঘটেছিল

'ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহন করা হেলিকপ্টার নিখোঁজ'১৯ মে সংবাদমাধ্যমে এ খবর প্রকাশের পর সারা বিশ্ব তাকিয়ে ছিল ইরানের দিকে। হেলিকপ্টারটি যেখান থেকে নিখোঁজ হয়, সেটি ছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। কয়েক ঘণ্টার অনুসন্ধানের পর জানা যায়, রাইসিকে বহন করা হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছে। পরদিন রাইসি নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়। সেদিন আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন রাইসি। সেখান থেকে তিনটি হেলিকপ্টার বহর নিয়ে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন রাইসি। সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ানসহ অন্য কর্মকর্তারা। পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে রাইসিকে বহন করা হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। সেটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি বেল-২১২ মডেলের হেলিকপ্টার। অন্য দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছায়। সেদিন বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারে রাইসি, তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দোল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজানের গভর্নর মালেক রহমতি এবং ওই প্রদেশে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম ছিলেন। ১৯ মে প্রাথমিকভাবে হেলিকপ্টারে ৯ জন আরোহী থাকার কথা জানানো হয়। কিন্তু উদ্ধার হয় আটটি মৃতদেহ। হেলিকপ্টার নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর ইরানের আধাসরকারি বার্তা সংস্থা মেহর নিউজে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি দেশটির জনগণের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করার সময় একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং তিনি শহীদ হয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করা হয়। বাকি সংবাদমাধ্যমগুলোও একই ধরনের খবর প্রকাশ করে। 'আমি জানতাম, আমার ছেলে আর ফিরবে না' ইরানের প্রেসিডেন্টশিয়াল গার্ডের প্রধান ছিলেন মেহেদি মুসাভি। তিনি ইব্রাহিম রাইসির নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিলেন এবং ১৯ মে তাঁর সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে ছিলেন। হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মুসাভিও মারা গেছেন জানার পর তাঁর বাবা ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেছিলেন, তিনি জানতেন তাঁর ছেলে ওই সফর থেকে আর ফিরে আসবেন না। কেন মেহেদি মুসাভির বাবার এমন মনে হয়েছিল, সে ব্যাখ্যাও টেলিভিশন ক্যামেরার সামনেই দেন মুসাভির বাবা। তিনি বলেছিলেন, 'ওই সফরে যাওয়ার আগের রাতে তিনি (মেহেদি মুসাভি) আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ওঠে আবার নেমে আমাদের কাছে আসেন। আমাদের সঙ্গে আরও ২০ মিনিট কাটান তিনি। তারপর চলে যান। গাড়িতে কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি আবার ফিরে আসেন এবং আরও ১০ মিনিট আমাদের কাছে থাকেন।' তৃতীয়বার বিদায় নেওয়ার সময় মুসাভি তাঁর বাবা ও মায়ের পায়ে চুমু খান বলেও জানান তাঁর বাবা। ছেলের এই আচরণ বাবার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। তিনি বলেন, 'আমার তখনই মনে হয়েছিল, সে আর ফিরে আসবে না। আমি জানতাম, আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।'

দ্বিতীয় নিরাপত্তারক্ষী রহস্য

মেহেদি মুসাভির সঙ্গে সেদিন রাইসিকে বহন করা হেলিকপ্টারে আরেকজন প্রেসিডেন্টশিয়াল গার্ডের থাকার কথা ছিল। প্রেসিডেন্টশিয়াল গার্ডের ওই সদস্যের নাম জাভেদ মেহরাবল। তাঁকে ধরেই বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে ৯ আরোহী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু মেহরাবলের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, যা নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়। ওই রহস্যের জাল আরও গাঢ় হয়, হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার চার দিন পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টকে ঘিরে। ওই পোস্টে রাইসির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে পেছন দিকের এক কোনায় মেহরাবলকে অস্বস্তি নিয়ে ঝুঁকে থাকতে দেখা যায়। পরে প্রেস অ্যাকাউন্টে এ বিষয়ে মেহরাবলের একটি বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। সেখানে মেহরাবল বলেন, একেবারে শেষ মিনিটে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেহেদি মুসাভি তাঁকে প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টারে না উঠে বহরে থাকা অন্য দুই হেলিকপ্টারের যেকোনো একটিতে উঠে যেতে বলেন। ১৯ মে রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার আগের কয়েক মুহূর্তে কী ঘটেছিল, সেই সময়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন রাইসির চিফ অব স্টাফ গোলাম হোসেইন ইসমাইলি। তিনি সেদিন প্রেসিডেন্ট বহরে ছিলেন। তবে অন্য একটি হেলিকপ্টারে। রাইসির হেলিকপ্টারের পাইলট পুরো বহরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বাঁধ উদ্বোধন শেষে রাইসিরা যখন ফিরছিলেন, তখন আবহাওয়া চমৎকার ও স্বাভাবিক ছিল। ইসমাইলি বলেছিলেন, যাত্রা শুরুর ৪৫ মিনিট পর রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারের পাইলট অন্য দুটি হেলিকপ্টারের পাইলটকে আরও উঁচুতে উঠে ওড়ার নির্দেশ দেন। মূলত তিনি কাছাকাছি থাকা ঘন মেঘ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রায় আধা মিনিট পর মেঘের ওপর অন্য দুই হেলিকপ্টার দেখা গেলেও রাইসির হেলিকপ্টার আর দেখা যায়নি। প্রথমে পাইলটরা নিজেদের মধ্যে এবং পরে কর্মকর্তারা নিখোঁজ হেলিকপ্টারে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে শেষ পর্যন্ত অন্য দুই হেলিকপ্টারের আরোহীরা মোহাম্মদ আলী আল-হাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং তিনিই জানান, তাঁদের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে, তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। ইসমাইলি বলেছেন, তাঁরা আরও একবার আল-হাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত আল-হাশেমকেও মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ইসরায়েলি বিমান হামলায় হত ৪৫

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে হাসপাতালকর্মী এবং একটি ফিলিস্তিনি টিভি চ্যানেলের সংবাদকর্মীরাও আছেন। ফিলিস্তিনি কয়েকটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। বেইত লাহিয়া এলাকায় অবস্থিত কামাল আদওয়ান হাসপাতালের প্রধান হোসাম আবু সাফিয়া বলেন, ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ হাসপাতালকর্মী নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন একজন শিশু বিশেষজ্ঞ, একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান, অ্যাম্বুলেন্সের দুই কর্মী এবং রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত এক কর্মী। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে সাড়া পাওয়া যায়নি। দুই মাসের বেশি সময় ধরে গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলের বড় অভিযান চলার মধ্যে ওই এলাকায় হাতে গোনা কয়েকটি হাসপাতাল সক্রিয় আছে, তারই একটি কামাল আদওয়ান হাসপাতাল। এ বছরের ৬ অক্টোবর থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলে বড় ধরনের ওই অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। তাদের দাবি, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের সদস্যরা যেন নতুন করে সংগঠিত না হতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হামলা চালাচ্ছে তারা। এদিকে গাজার অন্য প্রান্তে অবস্থিত খান ইউনিস এলাকার নাসের হাসপাতালের প্রধান শিশু চিকিৎসক বলেছেন, শীতকালীন প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে শরীরের তাপমাত্রা কমে চলতি সপ্তাহে তিন শিশু মারা গেছে। চিকিৎসক আহমেদ আল ফারা সর্বশেষ তিন সপ্তাহ বয়সী এক মেয়েশিশুর মৃত্যু র কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। তার শরীরের তাপমাত্রা প্রচণ্ড কমে গিয়েছিল। আর এতে তার মৃত্যু হয়েছে। এর আগে গত মঙ্গলবার তিন দিন এবং এক মাসের কম বয়সী দুই শিশু মারা গেছে বলে জানান তিনি। সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফিলিস্তিনি টিভি চ্যানেল আল কুদস টুডে কর্তৃপক্ষ বলেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার গাজার মধ্যাঞ্চলে এক ইসরায়েলি হামলায় তাদের পাঁচ সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন।

আরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলের দ্বারা সম্মানিত তিন সাহসী আরপিএসএফ জওয়ান

মালিগাঁও, ২৭ ডিসেম্বর ঃ নতুন দিল্লির রেল ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের (আরপিএফ) ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী মনোজ যাদব রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্স (আরপিএসএফ)-এর তিনজন কনস্টেবল যথাক্রমে কুলদীপ, রাজেশ সাইনি এবং শিবরাজকে ক্রিসমাসের দিন রেল ভবনের নিকটে একটি দুঃখজনক ঘটনার সময় তাঁদের অনুকরণীয় সাহস ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য সংবর্ধনা জানান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রায় বিকেল ৩.১৫ মিনিট নাগাদ নতুন দিল্লির রেল ভবনের কাছে, গোলচত্বরের নিকটে পার্লিয়ামেন্ট গেটের সামনে পার্কের কাছে ৩০ বছর বয়সের একজন ব্যক্তি নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। শরীরে আগুনের লেলিহান শিখা নিয়ে ব্যক্তিটি পার্লিয়ামেন্ট এরিয়ার দিকে ছুটে যান। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে রেল ভবনের ৬ নং গেটে কর্তব্যরত আরপিএসএফ কনস্টেবলরা তাৎক্ষণিকভাবে মনের উপস্থিত বুদ্ধির সাথে কাজ শুরু করে দেন। আগুনের লেলিহান শিখা নেভানোর জন্য চারপাশের মানুষের সাহায্যে তাঁরা গেটে উপলব্ধ দুটি কম্বল ব্যবহার করেন। পরিস্থিতি যাতে আরও ভয়ঙ্কর না হয় সেই ব্যবস্থা করেন তাঁদের দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ফলে বিপদ কম হয়। আহত ব্যক্তিটি গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন। এসএইচওকর্তব্য পথ সহ পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিজের দলবল নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রুত ওই ব্যক্তিটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে ব্যক্তিটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ড. রাম মনোহর লোহিয়া চিকিৎসালয়ে ভর্তি করানো হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে আরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল তাঁদের সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেন, ''একটি ভয়ঙ্কর জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে এই কনস্টেবলরা অসাধারণ সাহস, মনের উপস্থিত বুদ্ধি এবং গভীর কর্তব্যবোধ প্রদর্শন করেছেন।

তাঁদের উপযুক্ত কার্যাবলির মাধ্যমে আরপিএফ-এর মিশনের মূলে অবস্থিত সেবা ও মানবিকতার মনোভাব ফুটে উঠেছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী জনগণের সুরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এদের কর্মীদের প্রদর্শিত সাহসিকতা তাঁদের কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্পণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

গাড়ির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে গরুর পাল

একপাল গরু রাস্তায় একটি গাড়ির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। অনলাইনে এমন একটি ভিডিও সম্প্রতি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভিডিওর নিচে বহু মানুষ মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ সন্তানকে রক্ষা করতে মায়ের মরিয়া চেষ্টার প্রশংসা করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে। তবে ঠিক কবে এ ঘটনা ঘটেছে, তা জানা যায়নি। সেদিন একটি বাছুর দুর্ঘটনাক্রমে একটি গাড়ির নিচে পড়ে আটকে যায়। গাড়ির নিচে আটকে থাকা বাছুরটিকে টেনেহিঁচড়ে প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত এগিয়ে যায় গাড়িটি। নাটকীয়তা শুরু হয় তারপর। ভিডিওতে দেখা যায়, চারপাঁচটি গরুর একটি পাল সড়কে গাড়িটির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে গরুর পাল চলে আসায় চালক গাড়ি থামাতে বাধ্য হন। এতেই প্রাণে রক্ষা পায় গাড়ির নিচে আটকে পড়া বাছুরটি। গাড়িটি থামার পর চারপাশ থেকে লোকজন দ্রুত ছুটে এসে সাবধানে বাছুরটিকে সেটির নিচ থেকে বের করে আনেন। ছোট্ট প্রাণীটি বেশ ভালো রকম আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গাড়ির নিচ থেকে উদ্ধারের পর বাছুরটির চিকিৎসা চলছে। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এ ঘটনার ভিডিও বহু মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। অনেকে গরুর নিজের সন্তানকে রক্ষা করার সহজাত প্রবৃত্তির প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় লোকজন দ্রুত বাছুরটিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসায় তাঁরাও প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন। ২২ ডিসেম্বর আনশুল সাক্সেনা নামের একজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সএ এক পোস্টে লেখেন, 'একজন মায়ের সন্তানের বিপদ বুঝতে পারার সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। সন্তানকে নিরন্তর সুরক্ষা দিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কেউ সত্যিকার অর্থে মায়ের এই শক্তি বুঝতে পারবে না।' আরেকজন লিখেছেন, 'বাছুরটির প্রাণ রক্ষা করার, তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার, প্রাণীটির চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রায়গড়ের বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ছত্তিশগড়ের রায়গড়ের বাসিন্দাদের প্রতি সালাম।' অনেকে এই ঘটনাকে সমবেদনা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার দারুণ এক উদাহরণও বলেছেন।

শৈত্যপ্রবাহ উপত্যকা জুড়ে, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের দাপটে শ্রীনগরের ডাল লেক জমে আগেই বরফে পরিণত হয়েছে। শুক্রবারও বরফ জমা ডাল লেকের ছবি দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখা যাচ্ছে, বরফ সরিয়ে নৌকা চালাতে হচ্ছে সেখানে। জানা গেছে, প্রবল ঠান্ডার কারণে এখানে সমস্যা বাড়ছে মানুষের। জলের পাইপ জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ঘর গরম রাখতে বহু জায়গায় মাটির উনুনই ভরসা। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.৩ ডিগ্রি, গুলমার্গ এ ছিল মাইনাস ৬, পহেলগামে ৮.৬, কাজিগুন্ড ও কোকেরনাগ এলাকায় যথাক্রমে মাইনাস ৭ ও ৯ ডিগ্রি।

ফের কলকাতায় নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ কলকাতার সার্ভে পার্ক এলাকায় ১২ বছরের কিশোরীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে এক জল ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযুক্ত প্রায়ই নাবালিকার বাড়িতে জল দিতে যেত বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার জল দিতে গিয়েই নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে ৪০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এর পর গভীর রাতে সার্ভে পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। তারপরেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত জল ব্যবসায়ীকে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ইতিমধ্যেই।

ওঁরা হুমকি দিয়েছিলেন, কলকাতার দুই সি পি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তসলিমার

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার দুই প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় ও বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে তসলিমা প্রচুর সমর্থন পেয়েছেন। যদিও তা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রসূণবাবু। তসলিমা বুধবার লিখেছেন, ''এক সময়ের পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় কি স্বীকার করবেন তিনি যে ফোনে আমাকে প্রায়ই থ্রেট করতেন? আমার রওডন স্ট্রিটের বাড়িতে এসেও যে রাজ্য থেকে বিদেয় হওয়ার জন্য আদেশ দিতেন, স্বীকার করবেন? বলতেন সি এম বলেছেন আমাকে রাজ্য ছাড়তে, বলতেন আমি যেন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চলে যাই, আমি যেন ভারত ছেড়ে চলে যাই, তা না হলে বিপদ হবে, স্বীকার করবেন? বিনীত গোয়েল কি এখন স্বীকার করবেন তিনি যে আমাকে ফোনে থ্রেট করতেন? তিনি কি এখন স্বীকার করবেন আমাকে যে তিনি চার মাস গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন? বাড়ি থেকে এক পা-ও যে কোথাও বেরোতে দিতেন না? আমি যে রাজ্য ছাড়ছি না সে কারণে আমার জীবন যত রকম ভাবে দুর্বিষহ করা যায়, করতেন, স্বীকার করবেন? সেই পুলিশেরা কি স্বীকার করবেন যারা পশ্চিমবঙ্গের সব এলাকা থেকে আমার লেখা মেগাসিরিয়াল দুঃসহবাসের সব বিজ্ঞাপন খুলে নিয়েছিলেন? আকাশ আট চ্যানেলের অফিসে গিয়ে থ্রেট করেছিলেন, মেগাসিরিয়াল সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন, স্বীকার করবেন? এই পোস্টে শুক্রবার সকাল সওয়া আটটা পর্যন্ত লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ১০০, ১৬ ও ৪২।

সন্ধ্যা ৭টায় এই তিনটি সংখ্যা সয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ৫০০, ৩১ ও ১৬৫। সুদীপা চৌধুরী লিখেছেন, কেউ স্বীকার করবে না। তাহলে পুলিশের পোষাকে সবচেয়ে বড় অপরাধীর পরিচয় গুলো সবাই জানতে পারবে যে। শাহীন শাহীদ লিখেছেন, কী দুর্বিষহ বাঁচা আপনার! আপনিই মহান। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা আপনার এক জীবন। দীপিকা চক্রবর্তী লিখেছেন, স্বীকার কি ভাবে করবে ওদের মধ্যে কি সেই সততা আছে? ওরা স্বীকার করুক বা না করুক জনতা আজ সবটাই বুঝতে পারছে। সমীর সরকার লিখেছেন, পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য প্রমাণ না থাকলে তারা তাদের অন্যায় কৃতকর্ম কখনই স্বীকার করে না..। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এখানকার শাসকদের মুসলিম ভোট খুব লোভনীয়। পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত লিখেছেন, এই পুলিশেরা আজ্ঞাবহ চাকুরিজীবী জীব মাত্র। আসল দোষী তাঁদের রাজনৈতিক ওপরওয়ালারা। যেই ওপরওয়ালারা শুধু বোঝে মুসলিম ভোটব্যাংক। শর্মিলা সেনগুপ্ত লিখেছেন, দুঃস্কর্ম র কথা কেউ মনে রাখে না.. এটা জানো না তুমি ? সত্যি কি অসহ্য ছিল তখন তোমার কোলকাতার বাস.. মনে হলে আর ভাল লাগে না কিছু...। অজিতা মিত্র লিখেছেন, দুঃখজনক। তবে পদেপদে যত বাধা-ই আসুক, আপনার জয় হবেই। আপনি অনন্য।

আপনি অসাধারণ। আপনি তসলিমা নাসরিন। জয়ন্তী মিত্র লিখেছেন, এরা মানুষরূপী অধম। তুমি অনন্য। রীণা লাহিড়ি লিখেছেন, ম্যাডাম এদের মুখোশ আরো খুলুন - তবে কখন কার নির্দেশে সেও তো সবার জানা-আর বাধ্য ছেলে হবার অন্য সব !! সৌম্যজিৎ দত্ত লিখেছেন, মানুষ তো জানে যে কোনো উপায় না পেয়ে পুলিশ কমিশনার তোমাকে ছল করে এয়ারপোর্টে দিয়ে এসেছিল রাজস্থানের ফ্লাইটে। বলেছিল তোমার একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে রাজস্থানে। মানুষ তো জানে যে তুমি কতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলে পর পর দুদিন। প্রথমে সারারাত রাজস্থানের হোটেল রুমে এবং পরেরদিন সিভিল পোশাকে থাকা পুলিসদের গাড়িতে।

গাড়ির নাম্বার প্লেট পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছিল। এসব ওরা কখনো স্বীকার করবে না। মানুষ জানে সবটা লেখক। এ ব্যাপারে এই প্রতিবেদক প্রসূণবাবুর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জবাবে লেখেন, '' উনি বলেছেন বলেই আমাকে উত্তর দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। সরকারের ভেতরের কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না, অন্তত সেটাই উচিত। তবে, উনি যা বলেছেন, তা সত্য নয়।

Name Change

I, ABU TOIEB MOHAMMAD WALIULLAH (Old Name) S/O HAZI MAWOLANA TAJ MOHAMMAD Residing at Vill+ P.O.- Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABU TOIEB MD WALIULLAH (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 27-12-2024. ABU TOIEB MOHAMMAD WALIULLAH (Old Name) and ABU TOIEB MD WALIULLAH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, TUHINA PARVIN (Old Name) W/O ABU TOIEB MD WALIULLAH Residing at Vill+ P.O.- Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MST TUHINA PARVIN (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 27-12-2024. TUHINA PARVIN (Old Name) and MST TUHINA PARVIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MD MUJIBAR MONDAL And MUJIBAR RAHMAN (Old Name) S/O AZIBAR RAHAMAN Residing at Champatala, P.O - Haroa, P.S - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743425 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MUJIBAR RAHAMAN (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 27-12-2024. MD MUJIBAR MONDAL, MUJIBAR RAHMAN (Old Name) and MUJIBAR RAHAMAN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Angura (Old name) W/o- Basiruddin Sk, resident at, Vill & Po- Bakharpur, Ps-Kaliachak, Distict- Malda, Pin-732206. do hereby declare that I have changed my name from Angura to Angura Bibi (New name) and henceforth I shall be known as Angura Bibi in all purpose, vide affidavit sworn before the Judicial Magistrate (1st) at Malda on 20/11/2024 Angura Bibi and Angura both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SAYFUDDIN MOLLAH (Old Name) S/O MD ABDUL HAQUE MOLLA Residing at Chaksri Krishna, P.O.- Hirapur, District - Howrah, Pin - 711310 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD SAYFUDDIN MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. MD SAYFUDDIN MOLLAH (Old Name) and MD SAYFUDDIN MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Raj Sawhney (old name) wife of Late Sunder Lal Sawhney residing at B-104, 36, Palm Avenue, Ballygunge, Kolkata – 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known Raj Kumari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/12/2024. Raj Sawhney (old name) and Raj Kumari (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ishfaque Khan (Old Name) S/o Alamgir Khan Residing at 42 Dr H K Chatterjee Lane, Vtc- - Bally (M), P.o - Ghusuri, District - Howrah, Pin- 711107 W.B. India shall henceforth be known as Ashfak Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2024. Ishfaque Khan (Old Name) and Ashfak Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH SAMIM S/O SEKH SARIF resident of Vill. Paniara, P.O. Paniara, P.S. Panchla, Dist. Howrah, Pin- 711302, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SEKH SAMIM instead of SAMIM SK which is wrongly recorded in my Voter ID Card No. CWM3200797, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Howrah on 24/12/24. SEKH SAMIM and SAMIM SK both are same and one identical person.

Name Change

I, Kamalesh Halder alias Kamalesh Kanti Halder (Old Name) S/o Late Manoranjan Halder Residing at Vill-Chikanpara, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District- 24 Pgs(N), Pin- 743287 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Kamalesh Chandra Halder (New Name) as declared before the Ld Executive Magistrate Bongaon at North 24 Parganas vide affidavit Date 09-11-2024. Kamalesh Halder, Kamalesh Kanti Halder (Old Name)and Kamalesh Chandra Halder (New Name)both as same and one identical person.

হিংস্র হেরোলের আক্রমণে আক্রান্ত ১৫, পিটিয়ে হত্যা করল উত্তেজিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানা এলাকার দেবশালা এলাকায় গোবিন্দপুর গ্রামে হেরোলের আক্রমণে পনেরো জনের উপর আহত, পরে হেরোলকে পিটিয়ে মেরে হত্যা করে উত্তেজিত এলাকাবাসী । মৃত হেরোলটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান রমনা বাগানে চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় প্রাণীসম্পদ রক্ষায় পরিকল্পনার অভাব এবং সহাবস্থানের সমস্যাকে তুলে ধরেছে। নেকড়ের আক্রমণে জখম হয়েছে ১ শিশুসহ ২০ জন। আহতদের কয়েকজনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। সকাল থেকে তান্ডবের পর দুপুরে উদ্ধার মৃত নেকড়ে। শুক্রবার ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল আউশগ্রাম ও কাঁকসার জঙ্গলমহলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জোর তৎপরতা বন দফতরের। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ছ'টা নাগাদ আউশগ্রামের কৈচা, দেবশালা, বিলাসপুর, নতুনবাঁধ, রাইকেনা গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি নেকড়ে। গ্রামে ঢুকেই গ্রামবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে আক্রমণ করে। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, বাড়ির উঠোনে রবি মাড্ডির শিশু সন্তান খেলছিল। ওইসময় আচমকা নেকড়েটি পিছন থেকে তার ওপর ঝাপিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করে। কিভাবে কোথা থেকে এসেছে কেউ টের পায়নি। শিশুটিকে বাঁচাতে যায় তার মা-বাবা ও আশপাশের লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিংস্র নেকড়ের হামলায় তারও জখম হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পানাগড় রেঞ্জের বনকর্মীরা নেকড়েটি খাঁচাবন্দি করতে তৎপর হয়। বনকর্মীরা জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করে। তাদের মধ্যে এক শিশু সহ ৩ জনকে গুরুতর অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, এক শিশু সহ মোট ২০ জন আক্রান্ত হয়েছে। আহতদের অবস্থা সংকটমুক্ত। উল্লেখ্য, আউশগ্রাম ও কাঁকসার বিস্তির্ন বনভুমিতে ভারতীয় নেকড়ে, হায়না, ময়ূরের নিরাপদ আবাসস্থল। ঘন জঙ্গল ও অনুকুল পরিবেশের জন্য এই ধরনের জীবজন্তুদের আস্তানা রয়েছে। গত ২০২০-২১ সালে লক ডাউনের সময় থেকে জঙ্গলে হায়না, ধূসর নেকড়ে এমনকি নীল গাই পর্যন্ত দেখা মিলেছে আউশগ্রাম ও কাঁকসার জঙ্গলে। এখন প্রশ্ন মানুষের ওপর আচমকা নেকড়ের আক্রমন কেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাংসাশী হলেও নেকড়েরা সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তারা বেশিরভাগই নিজস্ব এলাকাতেই দল বেঁধে বসবাস করে। অনেক দিন ধরে, একটা শিকারকেই খেয়ে থাকে তারা। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৬ টি নেকড়ের একটি দল উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার মাহসি অঞ্চলের বেশকিছু গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছিল। তাতে ৯ জনের মৃত্যু হয় এবং ৪০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে সিটিয়ে আউশগ্রামের জঙ্গলমহলবাসী। যদিও এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে, বর্ধমান আঞ্চলিক বনাধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা বলেন, প্রাথমিক অনুমান নেকড়েটির র‍্যাবিস হয়েছে। মৃত নেকড়েটির ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহত গ্রামবাসীদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। জঙ্গলের গ্রামে সতর্ক করা হয়েছে। এবং বনকর্মীদের নজরদারি টহল বাড়ানো হয়েছে। কিভাবে নেকড়েটির মৃত্যু হল তদন্ত চলছে। যদি গ্রামবাসীদের দ্বারা হত্যা হয়, তাহলে বনপ্রান সংরক্ষন আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হবে।

সাপের ভিডিও করতে গিয়ে সাপের কামড় খেলো পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ অজগর সাপ ধরে কেরামতি ভিডিও বানাতে গিয়ে মারাত্মক যখম হলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি চারের বাড়ি এলাকায়। জানা গেছে ময়নাগুড়ির চারের বাড়ি এলাকার এক গৃহস্থের বাড়িতে একটি অজগর সাপ ঢুকে যায়। গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক মানুষের ভিড় জমায়। খবর যায় পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যদের কাছে। আর এরমধ্যেই প্রদীপ মন্ডল নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই অজগর সাপটিকে ধরতে যায়। সাথে সাথে তাকে কামড় দেয় অজগর সাপ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। ঘটনায় ময়নাগুড়ি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন প্রশিক্ষণ ছাড়া সাপ ধরে মোবাইলে ছবি করে সেই ভিডিও ইউটিউবে ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে সর্প দংশনে অনেকেই মারা গেছে। আজকের ঘটনা অনেকটা একইরকম। আমরা স্থানীয় এলাকায় সচেতন করেছি। অজগর সাপটিকে ধরে আমরা বনদপ্তরকে দিয়েছি।

নয়া উদ্যোগ কালনা অম্বিকার মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সরকারি স্কুল থেকে যখন মুখ ফিরিয়ে বেসরকারি স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে অভিভাবকদের তখন সরকারি শিক্ষার মান কে আরো উন্নত করতে নয়া উদ্যোগ কালনা অম্বিকার মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের। এতদিন ছাত্রছাত্রীরা দেখে এসেছিল স্টেজের উপরে বরণ করে সম্বর্ধিত করতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের, কিন্তু এ বছর কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নে ৮০ শতাংশের উপরে প্রাপ্ত নম্বরের ৬৫ জন ছাত্রদেরকে স্কুলের উত্তরীয়ও দিয়ে সম্বর্ধিত করে সার্টিফিকেট সহ নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হলো। এই ধরনের সম্মান পেয়ে ছাত্ররা ভীষণ খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত রায় জানান, এই বছর প্রথমেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা যেন আরো তাদের বাৎসরিক মূল্যায়নের মান আরো বাড়াতে আগ্রহী হয় এবং অভিভাবকেরা যেন সরকারি স্কুলে পড়াবার প্রবণতা বাড়ে তাই এই উদ্যোগ। MLA দেবপ্রসাদ বাগ জানান, শিক্ষার মান বাড়াবার জন্য এই সরকার উদ্যোগী, ক্রমশঃ সরকারি স্কুলে চাপ বাড়ছে ছাত্র সংখ্যা আগে তুলনা অনেক বেড়ে চলেছে।

প্রশাসনিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চাষের জমিতে প্রকাশ্যে চলছে মাটিকাটা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আবার এলাকায় প্রকাশ্যে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। অবৈধ ইঁটভাটা এবং বিহারে চড়া দামে মাটি পাচারের জন্য চাষীদের উপর কোপ। চলছে নিয়ম না মেনে দেদার মাটি কাটা। ব্যাপক ক্ষতির মুখে চাষীরা। মাটি কাটা বন্ধের দাবিতে জমিতেই বিক্ষোভ চাষীদের। কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি মদতে দৌরাত্ম্য বাড়ছে মাটি মাফিয়াদের অভিযোগ তৃণমূলের। পাল্টা কংগ্রেস। প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা রামপুরের ঘটনা। ওই এলাকায় চাষের জমিতেই চলছে মাটি কাটার কাজ। জমির মালিক এই জমি এক চাষীকে দিয়ে ছিলেন লিজে। তার অনুমতি ছাড়াই জমির মালিক মাটি মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করেছেন মাটি। সেখানে ডিসিআর কাটা হলেও প্রশাসনিক নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেদারে চলছে মাটি কাটার কাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আশেপাশের জমির চাষীরা। কিন্তু হুঁশ নেই প্রশাসনের। চাষীদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে এই ভাবে মাটি কাটার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সেই মাটি এলাকার বিভিন্ন অবৈধ ইঁটভাটায় যাচ্ছে। আবার পার্শ্ববর্তী বিহারেও মাটি পাচার হচ্ছে চড়া দামের বিনিময়ে। তবে শুধু এই এলাকা নয় পার্শ্ববর্তী হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকায় এই ভাবে চলছে দৌরাত্ম্য। এদিকে এই ঘটনায় লেগেছে রাজনীতির রং। তৃণমূলের অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেস সিপিএম জোট পরিচালিত। ভূমি দপ্তর কংগ্রেসের হাতে। তাদের মদতে এই বেনিয়ম হচ্ছে। পাল্টা সাফাই দিয়েছে কংগ্রেস। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

পৌষমেলায় পাশাপাশি বিজেপি তৃণমূল স্টল

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সংসারে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে। তেমনি রাজনীতির ময়দানেও। তা বলে পৌষের মেলায় পাশাপাশি স্টল হবে না, তা কি কখনও হয়! হোক না পাশাপাশি! সব রাজনৈতিক দলই তো পৌষমেলাকে বেছে নেয় জনসংযোগের কাজে। চব্বিশের পৌষমেলায় উত্তর দিকে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্টল পাশাপাশি সহবস্থানে আছে। বিজেপির স্টলে বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ মণ্ডলের ছবি এবং পাশেই তৃণমূল কংগ্রেসের স্টলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নীচে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ছবি জ্বল জ্বল করছে। সোমবার স্বয়ং অনুব্রত মণ্ডল স্টলে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের স্টলের উল্টো দিকে অর্থাৎ উত্তর মুখী জাতীয় কংগ্রেসের স্টল যেন ওই দুটো পাশাপাশি স্টলের দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। আর যেন কিছু বলতে চাইছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রসিদ কংগ্রেসের স্টলটি উদ্বোধন করেন। তিনি টিপ্পনি কেটে বলেন, বলেছিলাম না, ওরা আসলে একটাই দল বিজেমূল! একই রা যেন জোট সঙ্গী সিপিএমের স্টলের। সিপিএমের স্টলের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ অবশ্য রসিকতা করে বলেন, উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। সেদিক থেকে এস ইউ সি আই দলের স্টল একটু বেশিই তফাতে। বিজেপি তৃণমূলের পিছনে একদম আলাদা সারণিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অবশ্য কোনো সেন্স অফ হিউমারের ঝলক উছলে আসে নি। দলের তরফে বলা হয়, দলের তরফে স্টলের জন্য আবেদন করা হয়। এখানে কে কারঠ পাশে স্টল পাবে। এটা জানা সম্ভব নয়। যাইহোক এই নিয়ে পৌষমেলায় আগত মানুষের কৌতুকের শেষ নেই। কৌতুহলও কম নেই। বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ জানালেন, মেলায় তাদের সদস্যপদ গ্রহণের অভিযান চলছে। জানা গেছে, অন্যান্য দলগুলো এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। নিজেদের পুস্তিকা ও সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে চলছে জনসংযোগের কাজ।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করলো বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে পৌষমেলা বিনোদন মঞ্চে ২৭ ডিসেম্বরের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করলো বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আচার্য ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ৩০ ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামী সোমবার এক বিশেষ মন্দিরের আয়োজন করা হয়েছে।

তাড়া করে মদ্যপ গাড়ি চালককে আটক ট্রাফিক ওসির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আকণ্ঠ মদ্যপান করে গাড়ি চালাচ্ছিল চালক। বর্ধমান শহরের জি.টি. রোড ধরে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ায় সন্দেহ হয় ট্রাফিক পুলিশের। এই বিষয় টি নজরে আসতে গাড়িটি ধাওয়া করেন বীরহাটা ট্রাফিক গার্ডের ট্র্যাফিক ও.সি চিন্ময় ব্যানার্জী। একের পর এক ট্রাফিক সিগনাল ভেঙে ছুটছে গাড়ি। শেষমেষ বড়নীলপুর মোড়ে গাড়িটি কে আটকাতে সমর্থ হয় ট্র্যাফিক ও.সি। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেন তিনি। চালকের নাম বাপি পাল, সে শহরের ইচ্ছলাবাদ এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, গাড়িটি ভাড়ার গাড়ি ছিল। বর্ধমান শহরের দুই বাসিন্দা গাড়িটি ভাড়া নিয়ে বর্ধমান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ডাক্তার দেখাতে। ট্রাফিক পুলিশের এই সচেতনতামূলক পদক্ষেপে খুশি তারা। ট্রাফিক ও.সি চিন্ময় ব্যানার্জি বলেন, রাস্তায় ডিউটিতে ছিলাম। হঠাৎ নজরে আসে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটছে একের পর এক ট্রাফিক সিগনাল ভেঙে। প্রায় দু-কিলোমিটার ধাওয়া করে বড়নীলপুর মোড়ের সিগনালে আটকাই গাড়ি টি কে। সঙ্গে সঙ্গে চালকের মুখে 'ব্রেথ অ্যানালাইজার' যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করি, তাতে রিপোর্ট আসে ২৫৩ এম.জি। এমনিতে ৩০ এম.জি ছাড় আছে। কিন্তু এই চালক ক্ষেত্রে রিপোর্ট আসে স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তার পা টলমলে অবস্থায় তুলে দেওয়া হয় বর্ধমান থানার পুলিশের হাতে। তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ও.সি দাবি, বারংবার সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাতেও কিছু মানুষ সচেতন হচ্ছে না। তাই আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছি। আগামী দিনেও এই রকম কড়া পদক্ষেপ পিছুবে না ট্রাফিক পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আহত দিব্যেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৭ ডিসেম্বর ঃ তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত। তাঁর ডান হাত ভেঙেছে, বুকে কোমরে ও পিঠে গুরুতর আঘাত লেগেছে। শুক্রবার কাঁথির শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে পড়ে গিয়ে তিনি আঘাত পান। তাড়াহুড়ো করে বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে এমন বিপত্তি ঘটে। চিকিৎসা চলছে। এখন তিনি বাড়িতেই রয়েছেন।

গাছ কাটার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে গেলেন চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গাছ কাটার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে গেলেন কালনার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। কালনা শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে মল্লিক বাগানে ব্যাপক পরিমাণে গাছ কাটা হচ্ছে, এই খবর পেতেই, কালনা মিউনিসিপ্যালিটির কনজারভেন্সির প্রেসিডেন্ট অনিল বসুকে নিয়ে, ওই এলাকায় পৌঁছায় পৌরপতি আনন্দ দত্ত। ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে পালায় যারা গাছ কাটছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনদপ্তরকে ফোন পৌরপতির। ইমিডিয়েট অ্যাকশান নিতে বলেন এবং কাটা গাছগুলোকে বাজেয়াপ্ত করবার কথা বলেন। এলাকাবাসীর দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই বাগানটি ঘন গাছপালায় ভর্তি ছিল, হঠাৎ কয়েক দিন ধরে গাছ কাটা চলছে, এই দেখে হতাশ এলাকাবাসী। শহরের মধ্যে এই বাগান এলাকাবাসীর একটি শান্তির জায়গা, এই বাগানটি কেটে দেওয়াতে তাদের ভীষণ খারাপ লাগছে।

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪১-এলএমজি-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের আগিয়াঠুরি-ঠেকেরাগুড়ি খণ্ডে এক বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৮,২১,৫৫২.২৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯৬,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২০-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ (১) টেণ্ডারের যে কোনও পরিবর্তনের জন্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইট / সংবাদপত্র/ মূল টেণ্ডার নোটিসের সংশোধনী দেখুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সমীপবর্তী পথের উন্নতকরণের অবশিষ্ট কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বদরপুর ঘাট অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্রমে বিহারা এবং জিরিবাম স্টেশনে সমীপবর্তী পথ এবং গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতকরণের অবশিষ্ট কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০৯,৬১,৯৪১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৪,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২১-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **২০-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৬৭-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৬৭-২০২৪, তারিখ ২৬.১২.২০২৪ ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রমুখ যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে পাকুড় ইয়ার্ড পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার-এর ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,২৩,২২৮.৭০ টাকা। **টেন্ডার নথি মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ১,৩৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-82/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মালিগাঁওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৪০ অফ ২০২৪, তারিখ: ২০-১২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-২৮-২০২৪; **কাজের নাম :** এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ/মালিগাঁও-এর অধীনে ১৫০ ইউনিটে রঙিন প্রলেপযুক্ত ছাদের শীট প্রদান করে আবাসিক কোয়ার্টারগুলির ফুটো অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট শিটের ছাদ প্রতিস্থাপন । **টেন্ডার মূল্য: ₹২,৩৪,৮৫,৬০৯.৪৬/-; বায়না মূল্য: ₹ ২,৬৭,৪০০/-; টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএম এলজি-২৯-২০২৪; **কাজের নাম :** মালিগাঁও-এ এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ/মালিগাঁও -এর অধীনে ইস্ট মালিগাঁও কলোনি এবং এইচও ক্যাম্পাসে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্য: ₹৩,৭৫,৭৮,১১৪.৯০/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৩৭,৯০০/-; টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-৩০-২০২৪; **কাজের নাম :** এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ/মালিগাঁও-এর অধীনে নতুন আরসিসি ড্রেন দিয়ে কাঁচা ড্রেন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিম মালিগাঁও এবং মধ্য গোটানগর কলোনিতে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,৭২,৪৩,৫০৯.৪১/-; বায়না মূল্য: ₹২,৮৬,২০০/-; টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটি এমএলজি-৩১-২০২৪; **কাজের নাম :** নামবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/ নামবাড়ি -এর এখতিয়ারে অফিসার্স কলোনি নামবাড়িতে বাংলোগুলির উন্নতি (টি-IV, টি-V, টি-VI এবং ট্রানসিট বাংলোগুলি); **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,২৮,৮১,১৬৯.৬৬/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,১৪,৪০০/-; টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটি এমএলজি-৩২-২০২৪; **কাজের নাম:** নামবাড়িতে - এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ি -এর এখতিয়ারে নামবাড়ি, পশ্চিম নামবাড়ি, পশ্চিম গোটানগর, বি.জি. কলোনি, আদর্শ কলোনি এবং গোশালা কলোনিতে বিভিন্ন ডিআইএ-এর প্রধান এবং পরিষেবা পাইপলাইনগুলির বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,৭৫,৭৬,৬০০.৬৫/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৩৭,৯০০/-; টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৩-২০২৪; **কাজের নাম :** নামবাড়িতে-গোটানগর পাম্প হাউস থেকে ৩৩ কেভি হয়ে কেভি/ মালিগাঁওয়ের সামনের জলাশয়ে যাওয়ার, সিএইচ/ মালিগাঁও ডরমিটরির পিছনের দিক থেকে ডিএস/ ২৯০-এর দিকে যাওয়ার ড্রেন -এ কাঁচা ড্রেনের পরিবর্তে আরসিসি ব্যাকবোন ড্রেন সরবরাহ এবং গোটানগর পাম্প থেকে ওআরএইচ/কামাখ্যা হয়ে জলাশয়ে যাওয়ার জন্য নতুন আরসিসি ব্যাকবোন ড্রেন করে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪,১৩,৩৬,৩২৬.৫০/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৫৬,৭০০/-;** উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং **খোলা** ১৩-০১-২০২৫ তারিখে বন্ধের পর। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/এস্টেট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction for Drinking Water, NIT No. 16/PUR/BDO/ 24-25 Dt.-27.12.2024, Tender ID No. 2024_ZPHD_791685 SL No. 1_3**. Last date for submission of Tender: **03/01/25 up to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work SSM-JAL/T-19 (Repairing)/2024-25 Dated- 26/12/2024
For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: 844/NIT/SBM-G/SGP/24 LAST DT OF BID **04-01-2025 03:00 PM** TECH. OPENING DT **07-01-2025 11:00 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of One (05) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http:// wbtenders.gov.in & http:// etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল লক্ষীকান্ত পাল পিতা স্বর্গীয় উজ্জ্বল পাল সাং- যোগীপাড়া, বাঁকুড়া কে (১) আলোকনাথ ঘোষ (২) শম্ভুনাথ ঘোষ (৩) চন্দন ঘোষ (৪) সন্ধ্যা ঘোষ (৫) বিকাশ ঘোষ সকলের নিবাস কামারপাড়া বাঁকুড়া (৬) বুদ্ধদেব ঘোষ নিবাস সুকান্ত পল্লী, বাঁকুড়া (৭) রেখা পাল রাজামাধবপুর তাজপুর বাঁকুড়া ১ থেকে ৭ এর নিকট ০৩।১২।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর 106947/ 2024 আমমোক্তারনামা দলিল এর দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বাঁকুড়া মৌজায় (জে.এল-211) 2065, 18197, 2163, 18196, 2208, 18195, 17667, 17668, 17669, 17670,18198 নং খতিয়ানভুক্ত হাল 6031 নং দাগে 0.0715 একর জমিন আমমোক্তারনামা দলিল এ নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিন আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয় করিবেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া BL & LRO-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোলমেন্ট নং.- F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা

ক্রেতাঃ **শ্রী মাধবমোহন কুন্ডু,** সাং বামুন পাড়া, জেবিপুর, হাওড়া, ৭১১৪১০,
বিক্রেতাঃ **চিত্তরঞ্জন কুন্ডু** পিতা ঈশ্বর মনোরঞ্জন কুন্ডু, এর পক্ষে আমোজার শ্রীমতি ঝরনা কুন্ডু, স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন কুন্ডু, সাং বামুনপাড়া, থানাঃ জে.বি.পুর, হাল সাং ১১ / ১ / ৩ কেদার ভট্টাচার্য লেন, থানা শিবপুর জেলা হাওড়া। ২৪ / ২০০০ - ৭।১১।২০০০ তারিখে ক্রয় করেন, মৌজা বামুনপাড়া, JL- ১৬, LR দাগ ১৫৪৯, গণ্ড খতিয়ান ৩৫৫১ ও ৩৫৫২, RS খতিয়ান ৪৮০ পরিমাণ ০.০১ মাধমোহন কুন্ডু ক্রয় করেন, এবং গত ইংরেজির ৩০।০৭।১৯৯৯ তারিখে শ্রীমতি ঝরনা কুন্ডু নাম বরাবর ০৯।০৮।১৯৯৯ তারিখে হাওড়া সদর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে। ২৪ নম্বর এক ক্রেতা জেনারেল পাওয়ার নাম আর বলে উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিয়া দেয়, বর্তমানে এই সম্পত্তি আইন অনুযায়ী মিউটেশন করিবার জন্য B.L. & L.R.O অফিসে শ্রী মাধবমোহন কুণ্ডু মহাশয় বর্তমানে মৃত ওনার ওয়ারিশান হিসেবে ওনার ছেলে শ্রী বেদ ব্যাস কুন্ডু, পিতা ঈশ্বর মাধব মোহন কুন্ডু নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেছেন, যদি কোন ব্যক্তির অবজেকশন বা কোন বক্তব্য থাকে তাহলে জেবিপুর B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিতে হইবে এই বিজ্ঞাপন তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে, তা না হলে আইন অনুযায়ী কাজ হইবে।
মোবাইল নম্বর ৯৮০০৭৭৬৯৯৫

আমমোক্তারনামা

আমি দিলীপ সিনহা মৃত অজিত সিনহা, ঠিকানা - গ্রাম - শ্রীচন্দা, পোঃ - বৈঁচেবেরিয়া, থানা- উস্তি, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৭৫ এই মর্মে ঘোষণা করতেছি যে, আমার ভ্রাতা স্বপন সিনহা ঠিকানাঃ গ্রাম-শ্রীচন্দা, পোঃ- বৈঁচবেরিয়া, থানা- উস্তি, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা ও ভগ্নি জপমালা দাস ঠিকানা- গ্রাম- দেউলী, পোঃ - দঃ গৌরিপুর, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, উস্তি এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে ১৬।০১।২০২৪ তারিখে ২০৯ নং আমমোক্তার দলিলে দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। দলিলের তারিখ ১৬।০১।২০২৪ তপসিল জমির বিবরণ মৌজা - রুইপুকুরিয়া ভাটুগাছি, জে.এল. নং ৬৪, থানা- উস্তি, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, ৯২ নং দাগে ৫১ শতক।

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. GGP/217/2024 to GGP/222/2024

Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 6(Six) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from **23/12/2024 up to 5 p.m. on 30/12/2024.** The tender will be opened on **02/01/2025 after 1 PM.** For details, please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

Office of the Debipur Gram Panchayat
Udaynarayanpur, Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) 545/DGP/2024-25, (2) 546/ DGP/2024-25 & (3) 549/DGP/2024-25 Dated: 27/12/2024

Sealed Tender are invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for total 10(Ten) different works. Last date of submission of Tender **03/01/2025 at 2:30 PM.** Time & date of Opening of Financial Bid **06/01/2025 at 2.35 PM.** For details please visit office of the undersigned or website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT NAMKHANA* SOUTH 24 PARGANAS

NIT NO.-409/SGP/2024, Dated-27/12/2024 and NIT NO.-410/ SGP/2024, Dated-27/12/2024 Last date of Submission on or before **03/01/2025 (up-to 04.30PM)**, Date of Opening- **06/01/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/-Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-15/2024-25 Vide Memo No-3113/ Shy-II Dated-27.12.2024 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders.gov.in. The last date of tender submission -10.01.2025 at 5.00 PM.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) **NIT No.: KMC/DCE(PS)/I/08/03/24-25R1 (2nd Call)** Name of the work: **Construction of sitting arrangement at the western corner of Gouri Mata Uddyan and improvement of fountain at children's corner in Shyam Park in Ward-8, Br.-I.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,539.55.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of Bid : **07.01.2025 - 1 pm.** The bid forms and other details are available on and from **30.12.2024 -10 a.m.**
2) **NIT No.: KMC/EE(PS)/VI/60/02/24-25 (1st Call)** Name of the work: **Annual maintenance of Ladies Park on Dr. Sundari Mohan Avenue in Ward No.-060, Br.-VI.** Estimated Cost: ₹ **1,98,702.35.** Earnest Money: ₹ **4,000.00** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid : **04.01.2025 - 1 pm.** The bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 (10 a.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Bustee), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) **NIT No.: KMC/EEBS/HQ/29/24-25/180 (1st Call)** Name of the work: **Repairing of bustee sanitary latrine at 3/1 N. M. Road to 3/51 N. M. Road, 1, C. S. Lane to 21, C. S. Lane and different bustee area in Ward No.-29, Under Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **4,95,363.43.** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Period of Completion: **120 Days.**
2) **NIT No.: KMC/EEBS/HQ/34/24-25/181 (1st Call)** Name of the work: **Restoration of Paver Block in bustee passage at 26/F Dr. P. M. Lane, 104/A, 103/A, 103A/103C, 52, 67C, 101, 107, 131/1, 131/H/29 Raja Rajendra Lal Mitra Road and different area in Ward No.-34, Under Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **4,32,843.84.** Earnest Money: ₹ **8,700.00** Period of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid : **07.01.2025 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date and time for technical proposals : **09.01.2025 at 11.30 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 (17.00 p.m.)** from the website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), Borough - IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) **NIT No.: KMC/IX/080/040/2024-2025/BUSTEE** Name of the work: **Development of bustee surface drain at Indira Pally in Ward-80.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,98,102.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2) **NIT No.: KMC/IX/079/042/2024-2025/BUSTEE** Name of the work: **Desilting at Tina Kholi Bustee and surrounding areas in Ward-79.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,98,707.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **11.01.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on - **13.01.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/035/2024-2025/R Name of the work: **Construction of road side garden under Tollygunge Rail Bridge near 94,, T.G. Road in Ward No. 88.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,73,440.33.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of submission of Bid: **10.01.2025 - 12 noon.** Date of opening of tender: **14.01.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Borough-II, KMC invites e-tender online item rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/FLO_SHOW/24-25 Name of the work: **Arrangement for holding Flower Show (2024-2025) at Borough-II by KMC.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **Quotation invited.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **03 Days.** Last date and time of submission of Bid: **04.01.2025 up to 12 noon.** Bid will be opened on: **06.01.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/024/2024-2025 Name of the work: **Development of bustee passage at 165/1, B.B. Ganguly St and surrounding bustee area in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,85,988.55.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **06.01.2025 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **08.01.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rare in two bid system for the following works:
(1) **NIT No.: KMC/EE-III/29/B13/24-25/BUSTEE (1st Call)** Name of the work: **Repair of bustee sanitary latrine at 10/8, K.B 1st Lane 5/E K.B 2nd Lane, 103/H/1 N.N. Road and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,93,775.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(2) **NIT No.: KMC/EE-III/29/B15/24-25/BUSTEE (1st Call)** Name of the work: **Renovation of bustee paver block passage at 84/7, 86/H/5 N.N. Road, 14 Chamru Singh Lane and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,887.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2025 upto 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **09.01.2025 on or after 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (C), Br-IV, KMC invites e-tender online percentage rare in two bid system for the following works:
(1) **NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/16/24-25/R** Name of the work: **Renovation of passage at Baidyanath Mullick Lane in Ward No. 23, Br-IV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,00,893.94.** Earnest Money: ₹ **2,025.00.** Period of Completion: **07 Days.**
(2) **NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/28/18/24-25/R** Name of the work: **Renovation of paver block footpath at R.D. St., Dr. M.N.C. Sarani, Rammohan Roy Rd. etc. in Ward No. 28 under Br-IV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,96,432.12.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2025 - 11 a.m (for Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **09.01.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

1120/24-25

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে মেলবোর্নে কালো আর্মব্যান্ড ভারতীয় ক্রিকেটারদের

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মেলবোর্নে চলছে ভারত অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট। শুক্রবার দ্বিতীয় দিন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রযাণে ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে কালো আর্মব্যান্ড পরেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এক্স এ একটি পোস্টে এই বিষয়ে জানান। উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ,যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, ভিভিএস লক্ষণ-সহ বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

সচিন তেন্ডুলকর এমসিসির সম্মানসূচক ক্লাব সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন

২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সম্মানসূচক সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। শুক্রবার সংগঠন তা ঘোষণা করেছে। এমসিসি 'এক্স'-এ পোস্ট করেছে, একজন আইকন সম্মানিত। এমসিসি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সচিন তেন্ডুলকর খেলায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে একটি সম্মানসূচক ক্রিকেট সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এমসিজিতে সচিন তেন্ডুলকরের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী রেকর্ড রয়েছে পাঁচটি টেস্টে ৪৪.৯০ গড়ে ৪৪৯ রান সহ একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতক। এর আগে ২০১২ সালে, ভারতীয় এই ব্যাটারকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানগুলির মধ্যে একটি অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া ভূষিত করা হয়েছিল।

পাল্টা তোপ শাস্ত্রীর

২৭ ডিসেম্বর ঃ বিরাট কোহলিকে 'সং' বলে কটাক্ষ করল অজি সংবাদমাধ্যম। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনে তরুণ তুর্কি স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয় বিরাটের। সেই নিয়েই কোহলিকে তুলোধনা শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া। তাদের পাল্টা দিয়ে মুখ খুলেছেন রবি শাস্ত্রীও। অজি মিডিয়াকে নিষ্ঠুর বলে তোপ দেগেছেন বিরাটদের প্রাক্তন কোচ। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই কনস্টাস বিবাদে জড়ান তাঁর ' ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে। ওভার শেষে ক্রিজের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিলেন কোহলি। দুই অজি ব্যাটারও আসছিলেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে। দু'জনের কাঁধে ধাক্কাধাক্কি হয়। কনস্টাসের বিষয়টি পছন্দ হয়নি। তিনি কোহলিকে কিছু একটা বলেন। পাল্টা কোহলি কড়া জবাব দেন তাঁকে। ভিডিও দেখে মনে হয়েছে, কোহলি যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ধাক্কা দিয়েছেন অজি ব্যাটারকে। তার জেরে বিরাটের ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়।

টেস্টে ভারতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড স্টিভ স্মিথের

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির চতুর্থ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে স্টিভ স্মিথ তাঁর ১১তম টেস্ট সেঞ্চুরি করেন, যা যে কোনও ব্যাটারের দ্বারা সবচেয়ে বেশি। এই ম্যাচের আগে, স্মিথ চলতি সিরিজের ব্রিসবেনের তৃতীয় টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরির পরে ১০ সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের জো রুটের সাথে যৌথভাবে ছিলেন। শুক্রবার স্মিথ ১৬৭ বলে দুটি ৬ এবং নয়টি ৪ এর সাহায্যে মাইলফলক ছুঁযেছেন। এই ভেন্যুতে তিনি তাঁর পঞ্চম সেঞ্চুরিটি করেন। প্রসঙ্গত, এমসিজিতে স্মিথের সেরা স্কোরও ভারতের বিপক্ষে ১৯২ রান। এটি স্মিথের ৩৪তম টেস্ট সেঞ্চুরি। তিনি এখন টেস্টে সেরা ১০ সেঞ্চুরি করার তালিকায় প্রবেশ করলেন। তিনি এখন সুনীল গাভাস্কার, মাহেলা জয়াবর্ধনে, ব্রায়ান লারা এবং ইউনিস খানের সাথে যৌথভাবে রয়েছেন।

সেমিফাইনালের সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতেছে ভিয়েতনাম

কালং, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার কালং-এ জালান বেসার স্টেডিযামে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতেছে ভিয়েতনাম। প্রতিযোগিতাটি গোল শূন্য ভাবে শেষ হতে চলেছে এই অবস্থায় শেষের ৩ মিনিটে গোল আসে। নগুয়েন তিয়েন লিন স্পট কিক থেকে প্রথম গোলটি করেন। এরপর জুয়ান সন নুগুয়েন স্টপেজ-টাইমের ১৪ মিনিটে গোল করে লিড দ্বিগুণ করেন। টুর্নামেন্টে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে তিনি এগিয়ে। দুটি খেলায় এটি তাঁর তৃতীয় গোল। কোচ পার্ক-হ্যাং সিওর বিদায়ের পর ভিয়েতনাম তাঁর ভালো ফর্ম অব্যাহত রেখেছে এবং গ্রুপ-বি বিজয়ী হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গ্রুপ পর্বে তাঁরা অপরাজিত ছিলেন। সেমিফাইনালের ফিরতি লেগ খেলা হবে ৩ দিন পর, ভিয়েত ট্রাই স্টেডিয়ামে। থাইল্যান্ড অন্য সেমি ফাইনালে ফিলিপাইনের বিপক্ষে জিতে টানা ফাইনালে যেতে চাইছে।

লেস্টারকে হারিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান পেল করল লিভারপুল

অ্যানফিল্ড, ২৭ ডিসেম্বর ঃ অ্যানফিল্ডে বৃহস্পতিবার রাতে নিজেদের মাঠে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল, লেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। আর এই জয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান সুসংহত করল আর্না স্লটের দল। নিজেদের মাঠে ৬ মিনিটে লিভারপুলকে স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় লেস্টার। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে চমকার ফিনিশিংয়ে জালে বল পাঠান ঘানার ফরোয়ার্ড আইয়ু। জর্ডান আইয়ুর গোলে পিছিয়ে প।ার পর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতার লেস্টার সিটি। আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন ডাচ ফরোয়ার্ড হাকপো। দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। বক্সে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান ইংলিশ মিডফিল্ডার জোন্স। প্রিমিয়ার লিগে এটি তাঁর শততম ম্যাচ। ৮২ মিনিটে হাকপোর পাস ধরে ৩ গোলটি করেন মোহামেদ সালাহ। ১৭ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েঃট হলো ৪২। এই জয়ে লিভারপুল শীর্ষস্থান মজবুত করল।

শুরু হয়েছে সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট, ৩ ফরম্যাটে ৪ হাজারি ক্লাবে বাবর

সেঞ্চুরিয়ান, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট। চলমান এই ম্যাচে ৪ রান করে ডেন পেটারসনের ওভারে আউট হয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজম। আর তাতেই তিনি ঢুকে গেলেন দারুণ এক ক্লাবে, সব ফরম্যাটে ৪ হাজারি রানের ক্লাব। টেস্টে ৪ হাজার রান পূর্ণ হওয়ার জন্য মাত্র ৩ রান দরকার ছিল বাবরের। কোরবিন বোসকে ৪ মেরে সেই ক্লাবে ঢোকেন তিনি। ৩ ফরম্যাটে ৪ হাজার রানের এই ক্লাবে প্রবেশ করাদের মধ্যে বাবর বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার। ২০২২ সালে দরজাটা খুলেছিলেন বিরাট কোহলি। টেস্টে ৯ হাজার ১৬৬, ওয়ানডেতে ১৩ হাজার ৯০৬ ও টি-টোয়েন্টিতে ৪ হাজার ১৮৮ রান তাঁর নামের পাশে। এ বছরের জুনে কোহলিকে অনুসরণ করেন রোহিত শর্মা। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের টেস্টে ৪ হাজার ২৯০, ওয়ানডেতে ১০ হাজার ৮৬৬ ও টি-টোয়েন্টিতে ৪ হাজার ২৩১ রান রয়েছে।

আউট হতেই লাগাতার বিদ্রুপ! মেলবোর্নে হেনস্তার শিকার বিরাট, প্রতিবাদ বুমরাহপত্নী সঞ্জনার

২৭ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার দিনভর অজি দর্শকদের কটাক্ষের শিকার হলেন বিরাট কোহলি। ফিল্ডিং করার সময় হোক বা ব্যাটিং, কিং কোহলির উদ্দেশে লাগাতার কটু কথা উড়ে এল। এমনকি আউট হয়ে ফেরার সময়েও বিরাটকে অপমানজনক মন্তব্য করা হয়। তারপর দর্শকদের দিকে রাগতভাবে তাকাতেও দেখা যায় বিরাটকে। ভাইরাল হয়েছে সেই মুহূর্তের ভিডিও। বক্সিং ডে টেস্টের শুরু থেকেই চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন বিরাট। প্রথম দিন স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয় তাঁর। সেই ঘটনার জেরে তুমুল বিতর্ক বাঁধে। ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয় বিরাটের। তবে অজি সংবাদমাধ্যমের মতে, মোটেই যথেষ্ট শাস্তি মেলেনি তারকা ব্যাটারের। একজন তরুণ ক্রিকেটারের অভিষেক টেস্টে তাঁকে ধাক্কা মারার অপরাধে আরও বেশি শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল বিরাটের, এমনটাই মত অজি সাংবাদিকমহলের। সবমিলিয়ে মেলবোর্নে বিরাটকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। তার মধ্যেই বক্সিং ডে টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নামেন বিরাট। দিনের শুরুতে দলের সকলের সঙ্গে ফিল্ডিং করতে নামেন তিনি। সেসময়ে গ্যালারি থেকে কটাক্ষ করা হয়। চাপানের বিরতির পরে ব্যাট করতে আসেন বিরাট। লক্ষ্য না করে চলে যাচ্ছিলেন বিরাট। কিন্তু খানিক পরে পিছিয়ে

বেশ ভালো ছন্দে ছিলেন। হঠাই গ্যালারির দিকে এগিয়ে যান অজি তারকা স্যাম। দুহাত তুলে বার্তা দেন, দর্শকরা যেন আরও চিৎকার করে উদ্বুদ্ধ করেন অজিদের। তরুণ তুর্কির আবেদনে সাড়া দিয়ে বিরাটের বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে শুরু করেন দর্শকরা। খানিক বাদেই আউট হয়ে যান বিরাট। মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে কটুক্তি করে দর্শকদের একাংশ। প্রথমে সেদিকে এসে রাগতভাবে তাকান দর্শকদের দিকে। পরিস্থিতি কোনওমতে সামাল দেন মাঠে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিরাটকে। তবে সেই মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। সেই ভিডিও শেয়ার করে জনপ্রিয় স্পোর্টস অ্যাঙ্কার তথা জশপ্রীত বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন বলেছেন, ক্রিকেটের আদর্শ বজায় রাখা উচিত সকলেরই।

ফিরে দেখা ২০২৪ঃ ক্রীড়া-বিষয়ক

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি ক্রীড়া-বিষয়ক খবর তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভুবনেশ্বর, ৫ জানুয়রি ঃ আট বছরের বিরতির পর ত্রিপুরা-কন্যা অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জাতীয় জিমন্যাস্টিক অঙ্গনে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন। ভুবনেশ্বরে আয়োজিত সিনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় দিন দীপা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে মহিলাদের প্রতিযোগিতায় অল-রাউন্ডে একটি স্বর্ণ, ভল্টে একটি রৌপ্য এবং আনইভেন বারে আরেকটি রৌপ্য জিতেছেন। তুরা (মেঘালয়), ১৫ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে উদ্বোধিত মেঘালয়ের তুরায় অবস্থিত পিএ সাংমা স্টেডিয়ামে পঞ্চম মেঘালয় গেমস। গেমস চলেছে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। ডিফু (অসম), ১৭ জানুয়ারি ঃ অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের অন্তর্গত ডিফুর তারালাংসোতে ৫০-তম কারবি যুব উৎসবে অংশগ্রহণ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রোমাঞ্চকর কায়াক ক্রীড়ায় ভারত জুড়ে স্বীকৃতি পেলেন অরুণাচল প্রদেশের প্রথম মহিলা দেবী দাদা। গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগসিং ঠাকুর, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা প্রমুখ বহু দিগগজ ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী জনতা, মায় ২১৫-এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায .৪,৫০০ জন নানা ইভেন্টের খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে এদিন সন্ধ্যা ছয়টায় সরুসজাই প্রকল্পের ইন্দিরা

গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী সংস্করণ'-এর জমকালো উদ্বোধন। গুয়াহাটি, ১৯ মে ঃ অনুষ্ঠিত আইপিএল-এর ম্যাচ। আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে তারকাখচিত রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ উপভোগ করেছেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সহ-সভাপতি জয় শাহ। গুয়াহাটি, ২০ মে ঃ ভারতের ১০ বছরের খরা কাটিয়ে কিয়োরুগিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান টায়কোয়ান্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয় অসম-কন্যা রুদালি বরুয়ার। আগরতলা, ২৬ মে ঃ উজবেকিস্তানের তাসখন্দে এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ সোনা জয় ত্রিপুরা-কন্যা দীপা কর্মকারের। কোকরাঝাড় (অসম), ৩০ জুলাই ঃ বর্ণাঢ্য কার্যসূচির মাধ্যমে এদিন কোকরাঝাড়ে অবস্থিত ' অথরিটি অব ইন্ডিয়া' (সাই) স্টেডিয়ামে ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লোটে সিরিং এবং মিজোরামের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী লালনহিংলোভা মারের হাতে ১৩৩-তম ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ-২০২৪ কোকরাঝাড় চ্যাপ্টারের উদ্বোধন। শিলং (মেঘালয়), ১৭ আগস্ট ঃ মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে আযোজিত তাওয়াং ম্যারাথনে অরুণাচল প্রদেশের সৌন্দর্য অনুভব করতে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের দৌড়বিদগণ একত্রিত হয়েছেন। গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী নাগাল্যান্ডের হোকাতো হোতোজে সেমাকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর। ইটানগর, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ চিনের ম্যাকাওয়ে অনুষ্ঠিত দশম এশিয়ান উশু চ্যাম্পিয়নশিপের দাওশু (উশু) ইভেন্টে ষষ্ঠ স্থান দখল অরুণাচল প্রদেশের নেইমান ওয়াংসুর। ও আগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ অবসর ঘোষণা তারকা জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের।

হলান্ডের পেনাল্টি মিস, পয়েন্ট হারাল সিটি

ইতিহাদ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বক্সিং ডে ফুটবলেও ম্যানচেস্টার সিটির খারাপ অবস্থা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার রাতে নিজেদের মাঠে ম্যাচে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ এভারটনের বিপক্ষে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ ড্র করল পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। এ নিয়ে লিগে টানা ৪ ম্যাচে পয়েন্ট হারাল বর্তমান চ্যাম্পিয়নসরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটি ১৩ ম্যাচের ১২টিতেই মাঠ ছাড়ল জয় ছাড়া। ম্যাচের ৫১ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল সিটি। কিন্তু আর্লিং হলান্ড গোল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর বাঁ পায়ের দুর্বল শট রুখে দেন এভারটন গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড। এর আগে ম্যাচের ১৪ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। ৩৬ মিনিটে গোলটি শোধ করেন ইলিমান এনদিয়ায়ে। প্রথমার্ধে দুই গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে কেউই আর গোল করতে পারেনি। সিটির জন্য পেনাল্টিতে সুযোগ থাকলেও সেটি থেকে গোল করছে ব্যর্থ হয় হলান্ড। পেনাল্টি মিস না করলে ইতিহাদের ম্যাচটিতে সিটি জিততে পারত ২-১ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়ে।

রানের পাহাড় গড়েছে অস্ট্রেলিয়া, ধুঁকছে ভারত

২৭ ডিসেম্বর ঃ স্টিভ স্মিথ। টানা দুই টেস্টে করলেন সেঞ্চুরি। এইসঙ্গে ভারতের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১১ সেঞ্চুরির করার কীর্তিটাও গড়েছেন তিনি। আর এই রেকর্ড গড়ার দিনেই এই অজি ক্রিকেটার বিপদে ফেলে দিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের। কারণ স্মিথের রেকর্ড সেঞ্চুরির দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪৭৪ রানের পাহা। গড়েছে। আর এই রানের উত্তর দিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ উইকেটে হারিয়ে.মাত্র ১৬৪ রান করেছে। চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ঋষভ পন্ত ও রবীন্দ্র জাদেজা ৬ ও ৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ভারতের হয়ে আজ যে পাঁচ জন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করেছেন জয়স্ওয়াল। তিনি করেছেন ৮২ রান। এরপরেই আছেন বিরাট কোহলি ৩৬ রান। আর রাকেশ রাহুল ২৪ রান ও রোহিত শর্মা ৩ ও আকাশ দীপ ০ রান। দ্বিতীয় দিনের শুরুটা অস্ট্রেলিয়া. করেছিল প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩১১ রান নিয়ে। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া. বাকি চার উইকেটে যোগ করেছে আরো ১৬৩ রান। স্মিথ তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের ৩৪তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন ১৬৭ বলে। সপ্তম উইকেটে প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ১১২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন স্মিথ। ১০৫তম ওভারের কামিন্সকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৬৩ বলে ৭ চারে ৪৯ রান করা কামিন্সের বিদায়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ৪১১। অষ্টম উইকেটেও মিচেল স্টার্কের সঙ্গে ৪৪ রানের জুটি গড়েন স্মিথ। স্টার্ককে ১৫ রানে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জাদেজা।

NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN- L74899DL1960GOI003335
A Navratna CPSE
CBC 20109/15/0012/2425

RERA/HIRA Registration No.: HIRA-NOR-2020-000769

NBCC announces the SALE OPENING of balance Commercial spaces through E-Auction and Residential spaces through Draw of Lots at NBCC SQUARE, ACTION AREA - III, RAJARHAT, KOLKATA.

Application document having complete details and terms and conditions is available at NBCC's website: www.nbccindia.in under "Buy Properties" section.

Last date of registration for e-auction / submission of form for Draw of Lots: 14/01/2025

Contact no: 9311442134, 8527136569, 011-46990020

Addendum/corrigendum (if any) shall be uploaded on the above website only.

Real Estate Marketing Division,
NBCC Place, Pragati Vihar,
Bhishma Pitamah Marg, New Delhi – 110003
Follow us on:

আইএসএলে মহামেডানের সামনে ওড়িশা

২৭ ডিসেম্বর ঃ ওড়িশা এফসি এই মুহূর্তে আইএসএল পয়েন্ট টেবলের পঞ্চম স্থানে। আর মহামেডান রয়েছে একেবারে শেষে। কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে এই দুই দল মুখোমুখি হয় শুক্রবার। এই ম্যাচ জিতে ওড়িশা কোচ সের্জিও লোবেরা মুম্বই সিটি এফসিকে টপকে চতুর্থ স্থানে উঠে আসতে চাইছেন। তখন মহামেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের লক্ষ্য জিতে অন্তত লিগ টেবলের তলানি থেকে একধাপ উঠে দ্বাদশতম স্থানে আসা। ধারাবাহিতার অভাবের জন্যই চেরনিশভের সহকারি হিসাবে ইতিমধ্যেই মেহরাজউদ্দিনের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে মহামেডান। তার উপর শুক্রবারও যদি ঘরের মাঠে ফের খারাপ ফল হয় তাহলে আরও চাপ বাড়বে চেরনিশভের ওপর। চোটের জন্য জোসেফ আদজেই, গৌরব বোরা এই ম্যাচে নেই। মুখে চোট লাগায় ফেস মাস্ক পরে দলের সঙ্গে অনুশীলনও করছেন গৌরব। ফিট হলে পরের ম্যাচ থেকে তিনি আবার ফিরবেন। সেক্ষেত্রে গৌরব ফিরলে ডিফেন্স নিয়ে কিছুটা সমস্যা মিটবে চেরনিশভের। কিন্তু এই ম্যাচে ওড়িশার আক্রমণভাগের অভিজ্ঞ দিয়েগো মরিসিও, হুগো বুমোসদের কীভাবে আটকাবেন ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের, আদিঙ্গারা, সেটাই দেখার। মহামেডান কোচ মুখে বলছেন এই পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসতে পরিকল্পনা বদল করতে চান। কিন্তু পরিকল্পনা বদল করতে হলে হাতে ভালো বিকল্প ফুটবলারের প্রয়োজন। দলের যা পরিস্থিতি তাতে নতুন পরিকল্পনা কতটা করতে পারবেন, তা তিনিই জানেন। ও।শা এফসির বিরুদ্ধে নামার আগে মহামেডান কোচ বলেন, ৬০-৬৫ মিনিট ভালো খেললেই হবে না। পুরো ম্যাচ ভালো খেলতে হবে। বল নিয়ন্ত্রেণে রাখতে হবে বেশি সময়। প্রতিপক্ষ বল পেলেই ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে। সেটা মাথায় রাখতে হবে। ওড়িশার বিরুদ্ধে আমাদের পরিকল্পনা বদলাতে হবে। আমাদের জন্য ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। কয়েকদিন আগে হালকা চোট পেলেও এখন ফিট হয়েছেন সিজার মাঞ্জোকি। নতুন ফুটবলার হিসাবে এদিন মহামেডান অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মহীতোষ রায়।

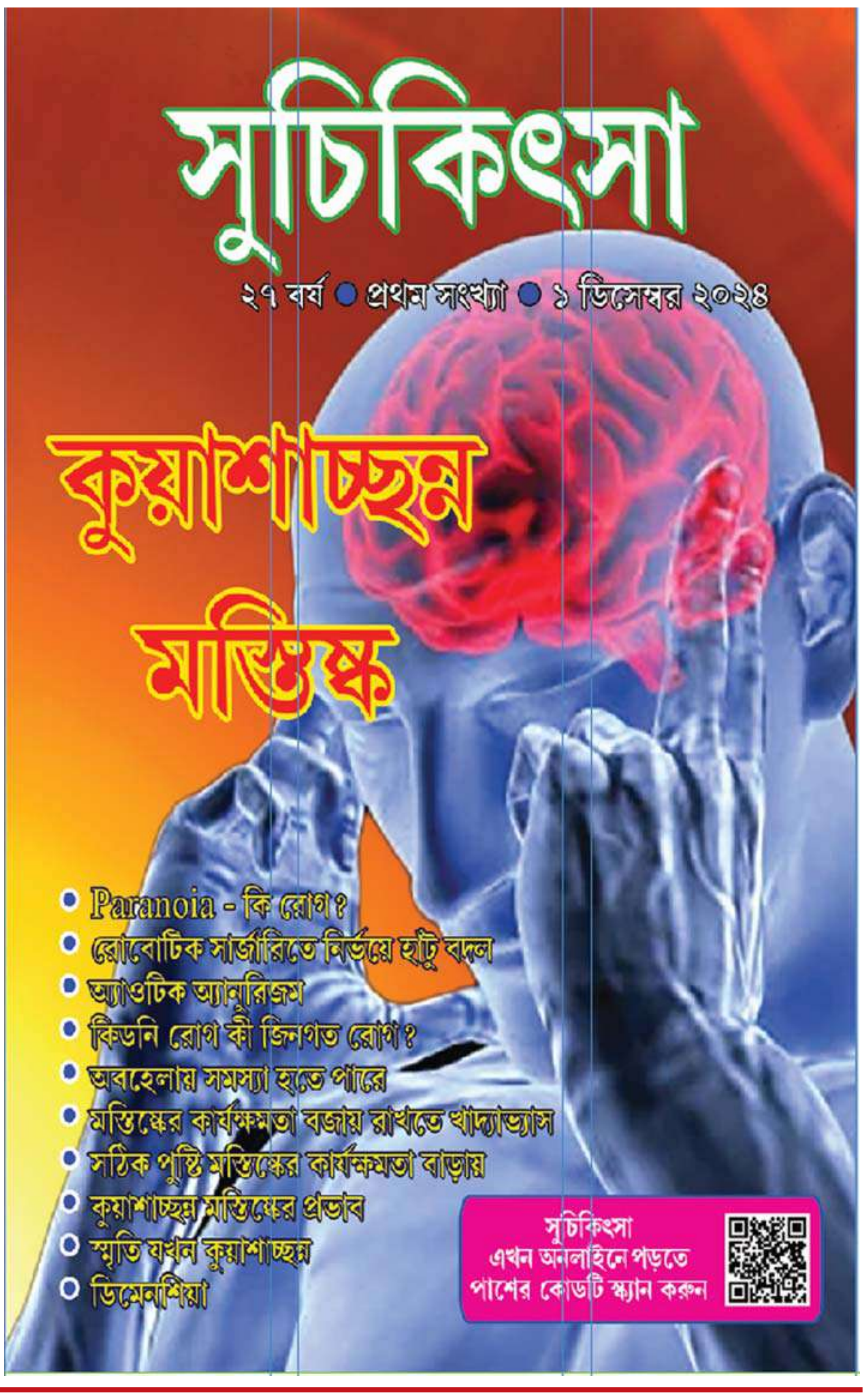

ডার্বির আগেই নতুন বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে, সমর্থকদের সুখবর দিলেন অস্কার

২৭ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরের শুরুতেই আইএসএলে মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতার দুই প্রধান। ১১ জানুয়ারির সেই ডার্বির আগেই মাদিহ তালালের পরিবর্তে নতুন বিদেশি সই করিয়ে ফেলবে ইস্টবেঙ্গল। বছরের শেষ ম্যাচে নামার আগে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন খোদ লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ডার্বিতে পাওয়া যেতে পারে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সল ক্রেসপোকেও। ওড়িশা এফসি ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে তালালের। ইতিমধ্যেই তাঁর বদলি নেওয়ার কাজ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। শোনা যাচ্ছে, আইএসএলে খেলে যাওয়া এক স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের সঙ্গে কথা বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এ প্রসঙ্গে অস্কারের বক্তব্য, পরের সপ্তাহেই তালালের পরিবর্তের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে আশা করছি। সেই পরিবর্ত আমার কোনও প্রাক্তন ছাত্র হতে পারে, আবার অন্য কোনও ফুটবলারও হতে পারে। ডার্বির কথা মাথায় রেখেই দ্রুত ওই বিদেশিকে দলের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছে লাল-হলুদ। একইসঙ্গে ক্রেসপো নিয়ে অস্কার বলেন, আশা করছি মোহনবাগান বা এফসি গোয়া ম্যাচে ও ফিরবে। চোট সারাতে আপাতত স্পেনে রয়েছেন এই মিডফিল্ডার। জানুয়ারির শুরুতেই তাঁর কলকাতা ফেরার কথা। তবে বছরের শেষেও

চোট আর কার্ড সমস্যা এড়াতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল। চোটের জন্য আপাতত বাইরে রাইট ব্যাক মহম্মদ রাকিপ। কার্ড সমস্যা হেক্টর ইউস্তের। শনিবার তাঁদের ছাড়াই হায়দরাবাদ এফসি-র মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। যদিও দলের ভারতীয় স্কোয়াডের উপর ভরসা রাখছেন কোচ অস্কার। অবশ্য সমস্যা সত্ত্বেও বছরের শেষ ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা নেই কোচ অস্কারের। আসলে জানুয়ারিতে লিগের অন্যতম সেরা চার ক্লাবের বিরুদ্ধে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। আর সেই লড়াইয়ের রসদ হায়দরাবাদকে হারিয়ে গুছিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য তাদের। অস্কারের কথায়, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতলে আমরা লিগে প্রথমবার জয়ের হ্যাটট্রিক করব। তাছাড়া জানুয়ারিতে আমাদের বেশ কয়েকটা কঠিন ম্যাচ খেলতে হবে। মুম্বই সিটি এফসি, মোহনবাগান, কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হব। তার আগে শনিবার পুরো পয়েন্ট পেলে একটা ভালো আবহে বছরটা শেষ করতে পারব। সঙ্গে লিগ টেবলে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করা যাবে। তবে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নতুন করে ডিফেন্স সাজাতে হবে অস্কারকে। হেক্টর না থাকায় আনোয়ার আলি ডিফেন্সে ফিরবেন, মাঝমাঠে শুরু থেকে খেলবেন জিকসন সিং। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে রাইট ব্যাক হিসাবে প্রভাত লাকড়া ও নিশু কুমারকে দেখে নিয়েছেন অস্কার। তবে এদিন কাফ মাসলে টেপ বেঁধে প্র্যাকটিস করলেন পিভি বিষ্ণু।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com